মেমোরিজ অফ মাই মেলানকোলি হোরস

গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

অনুবাদ • আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

মেমোরিজ অফ মাই মেলানকোলি হোরস

গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

অনুবাদ আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঐতিহ্য

প্রকাশক
আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১৪
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য : নব্বই টাকা

MEMORIES OF MY MELANCHOLY WHORES by Gabriel Garcia Marquez. Translated by Anwar Hossain Manju. Published by Arifur Rahman Nayeem, Oitijjhya. Date of publication. February 2008

website www.oitijjhya.com

Price : Taka 90.00 US$ 3.00

ISBN 984-776-546-4

লেখক পরিচিতি

নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ১৯২৮ সালের ৬ মার্চ কলম্বিয়ার অ্যারাকাট্যাকায় (Aracataca) মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন এবং অসংখ্য খালা ও ভূতের কাহিনীর মধ্যে বেড়ে উঠেন। সেখানে অবস্থানকালেই কলম্বিয়ার ইতিহাস ও তার পরিবারের অস্বাভাবিক পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারেন। তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল তার নানা কর্নেল নিকোলাস রিকার্ডো মার্কেজ মেজিয়ার যিনি 'হাজার দিনের যুদ্ধে' একজন সৈনিক ছিলেন। তিনি গেব্রিয়েলকে অভিধান শিক্ষা দেন, সার্কাসে নিয়ে যান এবং তার অফুরন্ত গল্প দ্বারা তাকে অনুপ্রাণিত করেন।

গেব্রিয়েলের বাবা মা তার জীবনের কয়েক বছর পর্যন্ত তার কাছে অপরিচিত ছিলেন. তার আট বছর বয়সে নানা কর্নেল নিকোলাসের মৃত্যুর পর তিনি বাবা মা'র কাছে যান এবং বারনাগুইলার (Barranguilla) বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হন। ১২ বছর বয়সে একটি বৃত্তি পেয়ে ৩০ মাইল দূরে বোগোটার উত্তরে জিপাকুইরায় পড়তে যান। ১৯৪৬ সালে ১৮ বছর বয়সে তিনি আইন পড়াশোনা করতে ভর্তি হন বোগোটার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। এ সময়ে তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সাথে দেখা হয়, যাকে বিয়ে করার জন্যে সিদ্ধান্ত নিতে আরো চৌদ্দ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ আইনের পরিবর্তে কবিতার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেন। সস্তা কাফেতে খান, সিগারেট টানেন, সাংবাদিক ও শিল্পীদের সাথে মিশে সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেন। বোগোটার এক সংবাদপত্রে তার প্রথম গল্প প্রকাশিত হলে পত্রিকাটির সম্পাদক তাকে কলম্বিয়ার নতুন সাহিত্য প্রভা বলে অভিহিত করেন। ১৯৪৮ সালে একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর তার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে তিনি কার্টাগেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যেনতেনভাবে আইনের পাঠ শেষ করেন এবং কার্টাগেনার একটি সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখতে শুরু করেন এবং আইন পেশায় যোগ না দিয়ে লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৫৪ সালে বোগোটায় ফিরে এসে সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসেবে কারাকাস, রোম, প্যারিস, বার্সেলোনা, নয়া দিল্লি ও নিউইয়র্কে কাটান। তার প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'দি স্টোরি অব এ শিপরেকড সেইলর' ১৯৫৫ সালে একটি সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে এবং গ্রন্থটির বিষয়বস্তু তাকে বিতর্কিত করে তোলে এবং কলম্বিয়ার সরকার তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলে তাকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। গ্রন্থাকারে মার্কেজের প্রথম প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার অব সলিচ্যুড'। ২০০৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত উপন্যাসটির ৩ কোটি ৬০ লাখ কপি বিক্রি

হয়েছে। তাকে বিংশ শতাব্দির বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকদের অন্যতম বিবেচনা করা হয়। তার রচিত 'ক্রনিকল অফ এ ডেথ ফোরটোল্ড', 'লাভ ইন দি টাইম অফ কলেরা,' 'স্ট্রেঞ্জ পিলগ্রিমস', 'দি জেনারেল ইন হিজ ল্যাবিরিন্থ, 'লিভিং টু টেল দি টেল' পাঠকদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। স্প্যানিশ ভাষাভাষী পাঠকদের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে তার গ্রন্থগুলো। কারণ, প্রতিটি প্রধান ভাষায় তার উপন্যাসগুলো অনূদিত হয়েছে। গেব্রিয়েল মার্কেজ তার 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অফ সলিচ্যুড'-এর জন্য ১৯৭২ সালে রোমুলো গ্যালেগস পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তার ছোটগল্প ও উপন্যাসগুলোকে নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচনার ভিত্তি বলে উল্লেখ করা হয়। ২০০২ সালে তার আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় 'লিভিং টু টেল দি টেল' নামে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় তার 'মেমোরিজ অফ মাই মেলানকোলি হোরস' উপন্যাস, যেটি বেস্ট সেলারে পরিণত হয়।

কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে ৬০ ও ৭০-এর দশকে ল্যাটিন আমেরিকার বামপন্থী বিপ্লবী গেরিলা দলগুলোর সাথে তার সম্পৃক্ততার সুবাদে। নিজ দেশ কলম্বিয়ায় তিনি কখনো কখনো সরকার ও গেরিলাদের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজও করেছেন।

১৯৯৯ সালে গেব্রিয়েল মার্কেজের লিম্ফেটিক ক্যান্সার ধরা পড়ে। এর পরই তিনি তার আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছিলেন। ২০০০ সালে ভুলবশত পেরুর একটি সংবাদপত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় বলে সংবাদ প্রকাশ করলে পরদিন বেশ কটি সংবাদপত্রে তাকে বিদায় জানিয়ে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা যায় যে কোনো উৎসাহী ভক্ত সে কবিতার রচয়িতা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এক

যে বছর আমার বয়স নব্বই এ পড়ল তখন আমি নিজেকে এক কিশোরী কুমারীর সাথে উন্মত্ত লীলাময় একটি রাত উপহার দিতে চেয়েছিলাম। প্রথমেই রোসা ক্যাবারকাসের কথা আমার মনে আসে। অবৈধ কাজকর্ম চলে এমন একটি বাড়ির মালিক সে এবং যখন নতুন কোনো মেয়ে তার কাছে আসে তখন মেয়েটি সম্পর্কে তার ভালো খদ্দেরদের অবহিত করে। এ ধরনের কোনো কিছুতে অথবা তার অন্য কোনো লালসাপূর্ণ প্ররোচনার জালে আমি কখনো পা দেইনি। কিন্তু আমার নীতির পবিত্রতায় সে বিশ্বাস করত না। নৈতিকতা বিষয়টিও সময়ের একটি প্রশ্ন বলে সে মনে করত এবং বিদ্বেষের হাসি হেসে বলত, 'তুমি দেখতে পাবে।' আমার চেয়ে বয়সে একটু ছোটো ছিল সে এবং এত দীর্ঘ বছর আমি তার সম্পর্কে কোনো কিছু শুনিনি। মরে গিয়েও থাকতে পারত। কিন্তু প্রথমবার টেলিফোন বাজার পর সে ধরলে আমি তার কণ্ঠ চিনতে পেরেছিলাম। কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলে উঠলাম :

'আজই সেই দিন।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে, 'হে আমার বিষণ্ন পণ্ডিত। দীর্ঘ বিশ বছর যাবত তুমি নিরুদ্দেশ, আর ফিরে এসেছ শুধু অসম্ভবটা চাইতে।' সে তার কৌশলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পুনরায় অর্জন করে ফেলেছে মুহূর্তের মধ্যেই এবং আমাকে আধ ডজন চমৎকার পছন্দ থেকে বাছাই করে নেয়ার প্রস্তাব দিল। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তাদের প্রত্যেকে ব্যবহৃত। আমি বললাম, 'না। মেয়েটিকে অবশ্যই কুমারী হতে হবে এবং ওই রাতেই পেতে হবে।' কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে সে বলল 'তুমি কী প্রমাণ করতে চাইছ ?' ভিতরে ভিতরে আহত হয়ে উত্তর দিলাম, 'কিছু প্রমাণ করতে চাই না। আমি ভালোভাবে জানি যে আমি কী করতে পারি, আর কী পারি না।' আমার কথায় তার মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। সে বলল, 'পণ্ডিতরা এ সম্পর্কে সব জানতে পারে, কিন্তু তারা সবকিছু জানে না। কন্যারাশির জাতক সেইসব লোকগুলোই শুধু পৃথিবীতে টিকে আছে তোমার মতো যাদের জন্ম হয়েছে আগস্ট মাসে। আমাকে তুমি আরো কিছু বেশি সময় দাওনি কেন ?' আমি বললাম, 'আগ্রহ আমাকে কোনোভাবে সতর্ক করেনি।' 'তাহলে সে আগ্রহের অন্তত অপেক্ষায় থাকা উচিত,' তার বক্তব্য। যেকোনো পুরুষ মানুষের চাইতে সে অনেক

বেশি জানে এবং আমার কাছে দুটো দিন চাইল, বাজারে আমার চাহিদার পণ্য অনুসন্ধানের জন্যে। আমি আমার পক্ষ থেকে প্রসঙ্গের গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্যে উত্তর দিলাম যে, এ ধরনের একটি বিষয়ে, বিশেষত আমার বয়সে, প্রতিটি ঘণ্টা এক একটি বছরের মতো দীর্ঘ। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে বলল, 'তাহলে এ কাজ করা যাবে না। কিন্তু এ কোনো ব্যাপার নয়, বরং অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ হবে এভাবে। গোল্লায় যাক সবকিছু। আমি তোমাকে এক ঘণ্টা পর ফোন করছি।'

আমার হয়ত এভাবে বলা সঙ্গত হয়নি, কারণ এই ব্যাপারগুলো মানুষ বহু দূর থেকে দেখতে পারে, বিশেষত আমি যেখানে কদাকার, লাজুক ও সেকেলে। কিন্তু ওই দোষগুলো আমার মাঝে থাকুক এটা না চাওয়ায় আমি বরং এর উল্টো হওয়ার ভানই করেছি। এমনকি আজও আমি যখন স্বেচ্ছায় বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি দেখতে কেমন, তা শুধু আমার বিবেককে স্বচ্ছ রাখার জন্যে। আমি দিন সূচনা করেছি রোসা ক্যাবারকাসকে অস্বাভাবিক প্রস্তাব দেয়ার উদ্দেশ্যে। আত্মরক্ষার সুবিধাজনক দিকের বিবেচনা আজকের দিনের জন্যে সেটা ছিল বয়সের এমন এক পর্যায়ে নতুন একটি জীবনের সূচনা, যখন অধিকাংশ নশ্বরতার মৃত্যু ঘটে।

নিকোলাস পার্কের রৌদ্রোজ্জ্বল অংশে ঔপনিবেশিক ধাঁচের একটি বাড়িতে বাস করি আমি, যেখানে আমি আমার জীবনের সবগুলো দিন অতিবাহিত করেছি স্ত্রী বা কোনো সমৃদ্ধি ছাড়া। যেখানে আমার বাবা মা বাস করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যেখানে আমি একা মারা যাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি– সেই একই শয্যায়, যেখানে আমি জন্মেছিলাম এবং এমন এক দিনে, মৃত্যু হবে, আশা করি তা হবে দূরবর্তী ও বেদনাহীন। আমার বাবা এই বাড়িটি কিনেছিলেন প্রকাশ্য নিলামে, ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে। নিচতলা ভাড়া দিয়েছিলেন কয়েকজন ইটালীয়কে কিছু অভিজাত দোকান করতে এবং দ্বিতীয় তলাটি রেখেছিলেন নিজের জন্যে, যেখানে তিনি তার কন্যাদের একজন মোজার্টের সিম্ফনির নিষ্ঠাবান অনুরাগী ও গ্যারিবল্ডিপন্থী বহুভাষী ফ্লোরিনা ডি ডিওস কারগামেন্টোস এবং এ শহরে এ যাবত বসবাসকারী মহিলাদের মধ্যে অতি সুন্দরী ও মেধাবী মহিলা, আমার মায়ের সাথে সুখে বসবাস করবেন।

বাড়িটি প্রশস্ত ও খোলামেলা, খিলান শোভিত এবং ফ্লোরেন্সের মোজাইক টাইলসে মোড়া মেঝে। কাঁচের চারটি দরজা পেরিয়ে বাঁকানো ব্যালকনি যেখানে মার্চের রাতগুলো মা অন্য মেয়ে, জ্ঞাতি বোনদের সাথে বসে প্রেমের গান গাইতেন। বারান্দা থেকেই দেখা যায় স্যান নিকোলাস পার্ক, ক্যাথেড্রাল এবং ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মূর্তি। সেসব ছাড়িয়ে বন্দরের গুদামগুলো এবং বিশাল ম্যাগডালেনা নদীর বিশাল দিগন্ত, যা নদীর মোহনা থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে। বাড়িটির সবচেয়ে বিরক্তিকর দিক হল দিনের গতিধারায় সূর্যের জানালা

BanglaBook.org

বদলানো। আধো আলোতে বিকেলে তন্দ্রা যেতে চাইলে প্রতিটি জানালা বন্ধ করে দিতে হত। বত্রিশ বছর বয়সে আমি যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লাম, তখন আমার বাবা মা'র শয়ন কক্ষে চলে গিয়ে ওই কক্ষ ও লাইব্রেরির মধ্যে একটি দরজা খুলে দিলাম। আমার যা প্রয়োজন ছিল না সেসব জিনিস বেচে দিতে শুরু করলাম। দেখা গেল বই ও পিয়ানো ছাড়া প্রায় সবই বেচে ফেলেছি।

আমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত 'এল ডিয়ারিও ডি লা পাজ' এর টেলিগ্রামে আসা খবরের সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। রেডিও থেকে ধারণ করা খবর সম্পাদনাও আমার কাজ ছিল। অর্থাৎ সারা বিশ্বের খবর দেশীয় গদ্যে সাজানোর দায়িত্ব ছিল আমার। আমি আমার সেই বিলুপ্ত পেশা থেকে প্রাপ্ত পেনশনের ওপর নির্ভর করি। যদিও তা আমি একজনকে স্প্যানিশ ও ল্যাটিন গ্রামার শিখিয়ে যা পাই তার চেয়ে কম। অর্ধ শতাব্দির অধিক সময় ধরে প্রতি রোববার যে কলাম লিখে আসছি তা থেকে বলতে গেলে কিছুই পাই না। এছাড়া শহরে বিশিষ্ট কোনো থিয়েটার দল এলে তাদের জন্যে গান ও স্ক্রিপ্ট লিখে দিলে সেগুলো যে প্রকাশিত হয় সেটাকেও আমার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে অনেকে বিবেচনা করে। লেখা ছাড়া আমি কখনো কিছু করিনি, কিন্তু কথা বলার শৈলী বা মেধা আমার মাঝে ছিল না এবং নাটকীয় ধরনের কোনো কিছু লেখার নিয়মের ব্যাপারেও আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। লেখার কাজেই যে নিজেকে স্থির করে নিয়েছিলাম তার কারণ ছিল যে আমি আমার জীবন থেকে যে পাঠ করেছি সেই আলোর ওপর আমার বিশ্বাস ছিল। সোজা কথায়, আমি একটি ধারার পরিসমাপ্তি, যার মাঝে কোনো মেধা বা বুদ্ধিমত্তা ছিল না, যদি তার উত্তরাধিকারী থাকত তাহলে তাদের জন্যে রেখে যাওয়ার মতো কিছু থাকত না শত চেষ্টা করলেও।

আমার নব্বইতম জন্মদিনে আমি বরাবরের মতোই ভোর পাঁচটায় উঠলাম। দিনটি ছিল শুক্রবার, আমার একমাত্র কাজ 'এল ডিয়ারিও ডি লা পাজ' এর রবিবাসরীয় সংখ্যার জন্যে আমার স্বাক্ষরিত কলাম লেখা। সুখ অনুভব না করার জন্যে সকালের লক্ষণগুলো অত্যন্ত সঠিক ছিল, রাতের শেষ প্রহর থেকেই আমার অস্থিতে যন্ত্রণা হচ্ছিল, গুহ্যদ্বার জ্বলছিল, এছাড়া তিন মাস ধরে খরার পর ঝড়ের আভাস হিসেবে বজ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। কফি হওয়ার সময়ের মধ্যে আমি গোসল সেরে নিলাম। মধু সহযোগে বড়ো এক কাপ কফি পান করে দুই টুকরা কাসাভার রুটি খাওয়ার পর লিনেনের লম্বা জামাটি পরে নিলাম, যেটি আমি বাড়িতে থাকলে পরে থাকি।

সেদিনের কলামের বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে আমার নব্বইতম জন্মদিন। আমি কখনো একজন মানুষকে যে দীর্ঘ জীবন কাটাতে হয় তা বুঝাতে ছাদের একটি ফুটোর মতো ভাবিনি। আমি যখন তরুণ তখন একজনকে বলতে শুনেছিলাম, মানুষ যখন মারা যায় তখন তাদের মাথায় যে উঁকুন থাকে সেগুলো আতংকে মাথা

BanglaBook.org

ছেড়ে নেমে আসে বালিশে, যাতে মৃতের পরিবারের লজ্জা আরো বাড়ে। কথাটি আমার কাছে এত নির্মম এক হুঁশিয়ারি ছিল যে স্কুলে আমি খুব খাটো চুল রেখেছি এবং এখন সামান্য যে কয়েকগাছি চুল অবশিষ্ট আছে তা মাছিতে আক্রান্ত অতি কৃতজ্ঞ কুকুরের শরীর ধুয়ে দেয়ার সাবান দিয়ে নিয়মিত ধৌত করি। এর অর্থ, আমি এখন নিজেকে বলি, ছোটকাল থেকে আমার মাঝে সামাজিক সৌন্দর্যের বোধ মৃত্যুর অনুভূতির চাইতে অধিক জাগ্রত ছিল।

গত কয়েক মাস ধরেই আমি মনে মনে ধারণা পোষণ করে আসছিলাম যে আমার জন্মদিনের কলামটি ফেলে আসা বছরগুলোর জন্যে অহেতুক বিলাপ হবে না। বরং উল্টোটাই হবে– ঐশ্বর্যময় বার্ধক্য। আমার বৃদ্ধে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে প্রথম সচেতন হওয়ার বিস্ময় দিয়ে লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস সেদিনটির আগে সময় খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আমার পিঠের ব্যথার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ব্যথার কারণে আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এ নিয়ে ডাক্তার কোনো গুরুত্ব দিলেন না, 'আপনার বয়সে এ ধরনের ব্যথা খুব স্বাভাবিক' তিনি বললেন।

'সেক্ষেত্রে আমার বয়সে কোনটি অস্বাভাবিক নয়,' আমি বললাম।

ডাক্তার আমার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, 'আপনি দার্শনিক প্রকৃতির লোক, তা দেখতে পাচ্ছি।' সেই প্রথমবার বয়স বৃদ্ধিজনিত বার্ধক্যের কথা আমার মনে উদিত হয়। কিন্তু তা ভুলতে আমার বেশি দিন লাগেনি। ভিন্ন ধরনের একটি ব্যথা নিয়ে আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, যে ব্যথা বছর কেটে যাওয়ার সাথে সাথে অবস্থান ও ধরন পাল্টাতে থাকে। কখনো মনে হতে থাকে যে মৃত্যুর থাবা আমাকে গ্রাস করছে, পরদিনই আমার মন থেকে সে অনুভূতি দূর হয়ে যেত। আমার মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকে যখন আমি জানতে পারি যে, 'যখন তোমাকে দেখতে তোমার পিতার মতো লাগবে সেটিই হবে বার্ধক্যের প্রথম লক্ষণ।' আমি ভাবলাম, আমার চিরযৌবনের ভাবটি আর থাকবে না, কারণ আমার অশ্বসদৃশ মুখাবয়ব কখনো আমার পিতার রুক্ষ ক্যারিবীয় বৈশিষ্ট্য অথবা মায়ের রাজসিক রোমান চেহারার অনুরূপ হবে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে প্রথম পরিবর্তনগুলো এত মন্থর ছিল যে এগুলো প্রায় লক্ষ করার অগোচরেই কেটে যায় এবং নিজের কাছে মনে হয় যে, আমি বরাবরের মতোই আছি, অন্তত ভিতরের অনুভূতি তাই থাকে। কিন্তু অন্যেরা তোমাকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করে।

আমার পঞ্চম দশকে আমি কল্পনা করতে শুরু করি বৃদ্ধ বয়সটা কেমন হবে যখন আমি প্রথম আমার স্মৃতিভ্রংশ হওয়া লক্ষ করি। আমি যে চোখে চশমা পরে আছি অথবা গোসল করার সময়েও চশমা আমার চোখে, কিংবা যে চশমা দূরের দৃষ্টির জন্যে তার ওপরে রিডিং গ্লাস পরে নিয়েছি তা আবিষ্কার করার আগে চশমা

BanglaBook.org

খুঁজতে ঘর উলটপালট করে ফেলেছি। একদিন সকালে আমি দুবার নাশতা করেছি। যেহেতু আমি প্রথমবারের নাশতার কথা বেমালুম ভুলে গেছি। তাছাড়া এক সপ্তাহ আগে আমি বন্ধুদেরকে যে গল্প বলেছি তা পুনরায় বলছি সে কথা বলতে বন্ধুদের দ্বিধা ও শংকা আমি বেশ পরে টের পেয়েছি। ততদিনে আমার পরিচিত মুখগুলোর একটি তালিকা এবং পরিচিত নামের একটি তালিকা আমার মনে স্থির হয়ে গেছে কিন্তু সাক্ষাতে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সেসব মুখ ও নামের সাথে মিলাতে সবসময় সফল হতে পারিনি।

আমার যৌনতার বয়স আমাকে কখনো উদ্বিগ্ন করেনি, কারণ আমার যৌন ক্ষমতা মহিলাদের ওপর যতটা নির্ভর করত ততটা আমার নিজের ওপর নির্ভর করত না। এবং সেসব মহিলা জানত যে, তারা কখন, কেন ও কীভাবে তা পেতে চায়। এখন আমি আশি বছর বয়সের 'তরুণদের' দেখে হাসি, যারা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে যায়, আকস্মিকভাবে শংকিত হয়ে পড়ে এবং জানে না যে নব্বই বছর বয়সে লক্ষণগুলো খারাপ, কিন্তু গ্রাহ্য করার মতো নয়। বরং এগুলো বেঁচে থাকার ঝুঁকি। অন্যদিকে এটা জীবনের একটি বিজয় যে বৃদ্ধ লোকজন অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপারে স্মৃতি হারায়, যদিও যেসব বিষয়ের প্রতি আমাদের আগ্রহ আছে সেসব ব্যাপারে স্মৃতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। সিসেরো এ বিষয়টিকে কলমের এক টানে লিখেছেন, 'কোনো বৃদ্ধই বিস্মৃত হয় না যে তিনি কোথায় তার মালামাল লুকিয়ে রেখেছেন।'

মনের মাঝে এই ধারণাগুলো এবং আরো কিছু ভাবনা নিয়ে আমি আমার কলামের খসড়া যখন শেষ করি তখন আগস্টের সূর্য পার্কের বাদাম গাছগুলোর ওপর জ্বলজ্বল করছিল। ডাক বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল নৌকা। খরার কারণে নদী শুকিয়ে ছিল এক সপ্তাহ আগেও, এখন পানি ভরে উঠেছে। আমি ভাবলাম, আমার নব্বইতম জন্মদিন আসছে। আমি কখনো জানতে পারব না যে কেন এবং জানার ভানও করব না, কিন্তু স্মৃতির বিপর্যয়কর জাদুকরি প্রতিক্রিয়ায় আমি উদ্ভট স্বাধীন একটি রাত কাটানোর মধ্য দিয়ে জন্মদিন উদযাপন করতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে রোসা ক্যাবারকাসকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আমার দেহের সাথে বহু বছর পর্যন্ত পবিত্র শান্তি বজায় রেখে চলেছি, আমার বাছাই করা খামখেয়ালিপূর্ণ গ্রন্থ পাঠে সময়কে কাজে লাগিয়েছি, কনসার্ট শুনতে গেছি। কিন্তু সেদিন আমার আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র ছিল যে, আমার মনে হয়েছে এ যেন ঈশ্বর প্রেরিত বাণী। তাকে ফোন করার পর আমি আর লেখায় মনোনিবেশ করতে পারিনি। লাইব্রেরির কোনার দিকে যেখানে সকালের সূর্যের আলো পড়ে না, সেখানে দোলনাটা ঝুলিয়ে আমাকে শুয়ে পড়তে হল। অপেক্ষার উৎকণ্ঠায় আমার বুকটা ভারি হয়ে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

আমি শৈশবে প্রশ্রয়ে লালিত হয়েছি। বহু গুণের অধিকারী আমার মা অতি পানজনিত কারণে পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান, আর আমার বাবা যিনি কখনো কোনো ভুল স্বীকার করেননি তিনি বিপত্নীক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন নিরলাভিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার দিনে, যে চুক্তির দ্বারা সহস্র দিনের যুদ্ধ ও বিগত শতাব্দিতে ঘটে যাওয়া অসংখ্য গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শহরে এমনভাবে পরিবর্তন আসে যার কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষা কেউ করেনি। আমার প্রিয় নগরী যা দেশীয় এবং বহিরাগত উভয়ের কাছেই এখানকার সদাচারী লোকজন ও এর আলোর পবিত্রতার জন্যে প্রিয়। যে নগরীর নাম ক্যামেলন অ্যাবেলো এবং এখন বলা হয় পাসেও কলোন, সেখানকার ক্যালে আঞ্চে বরাবর পুরনো সরাইখানায় মুক্তমনা মহিলারা জড়ো হয়ে উন্মত্ত এক অবস্থার সৃষ্টি করে।

আমি কখনো এমন কোনো মহিলার সাথে শয্যাগমন করিনি, যাকে বিনিময়ে অর্থ দেইনি এবং তাদের মধ্যে পেশার বাইরের খুব কম সংখ্যক মহিলা থাকলেও আমি তাদেরকে যুক্তি দিয়ে অথবা জোর করে অর্থ নিতে বাধ্য করেছি, এমনকি তারা আমার দেয়া অর্থ আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দেয়া সত্ত্বেও। আমার বয়স যখন বিশ বছর তখন আমি তাদের নাম, বয়স এবং যৌনমিলনের পরিস্থিতি ও ধরন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী রাখতে শুরু করেছিলাম। আমার বয়স পঞ্চাশ বছরে উন্নীত হওয়ার সময়ের মধ্যে তালিকায় লিপিবদ্ধ মহিলার সংখ্যা ছিল ৫১৪ জন, যাদের সাথে আমি অন্তত একবার মিলিত হয়েছি। আমার শরীর যখন এত সংখ্যকের সাথে মিলিত হওয়ার পক্ষে সায় দিচ্ছিল না তখন আমি তালিকা রাখা বন্ধ করে দেই। কিন্তু কাগজ ছাড়াই আমি তাদের কথা স্মরণ করতে সক্ষম ছিলাম। আমার নিজস্ব নীতিবোধ ছিল। আমি কখনো হৈ হল্লা বা বেলেল্লাপনায় শামিল হইনি, প্রকাশ্যে যৌনোন্মত্ত হইনি এবং শরীর বা আত্মার কোনো গোপনীয়তা বা উত্তেজক কোনো ঘটনা নিয়ে কারো সাথে মত বিনিময় করিনি। কারণ, তরুণ বয়স থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে কেউ বিনা শাস্তিতে পার পাবে না।

একটিমাত্র অস্বাভাবিক সম্পর্ক আমি বহু বছর ধরে রক্ষা করেছি, তা বিশ্বস্ত দামিয়ানার সাথে। সে বলতে গেলে বালিকা, দেখতে রেড ইন্ডিয়ানদের মতো, শক্তিশালী, সহজ সরল। সে কথা বলত কম এবং বাচনভঙ্গিও সুন্দর ছিল না। আমার ঘরে সে খালি পায়ে চলাফেরা করত, যাতে লেখার সময়ে আমার মনোযোগে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। আমার মনে আছে যে, আমি করিডোরে দোলনায় শুয়ে শুয়ে 'লা লোজানা– অহংকারী আন্দালুসীয় বালিকা' বইটি পড়ার সময়ে লন্ড্রি রুমে ঝুঁকে তাকে খাটো একটি স্কার্ট পরতে লক্ষ করি। স্কার্টটি এত খাটো যে তার দেহের আকর্ষণীয় ভাঁজ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। অদম্য এক উত্তেজনা আমার ওপর ভর করে এবং আমি এগিয়ে গিয়ে তার স্কার্ট ওপরে তুলে

BanglaBook.org

প্যান্টি হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে এনে পিছন দিক থেকে তার ওপর উপগত হই। বিষাদে বিলাপ করার মতো সে বলে উঠে, 'আহ্, কী করছেন সেনর, ওটি ভিতরে প্রবিষ্ট হওয়ার পথ নয়, নির্গমনের পথ।' তার শরীর প্রবলভাবে কম্পিত হলেও সে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। তাকে এভাবে নিপীড়ন করে আমি নিজেও অপমানিত বোধ করেছি। আমি তাকে দ্বিগুণ অর্থ দিতে চেয়েছি, সে সময়ের সবচেয়ে দামি মহিলার মূল্য। কিন্তু সে একটি সেন্টও নিতে চায়নি। আমি মাসে একবার তার ওপর উপগত হওয়ার হিসাব করে তার বেতন বৃদ্ধি করেছি, যখনই সে কাপড় ইস্ত্রি করত তখন এবং সবসময় পিছন দিক থেকে।

একবার আমি ভেবেছিলাম যে, শয্যা অনুপ্রাণিত বিবরণীগুলো আমার বিপথগামী জীবনের দুর্দশার বর্ণনায় চমৎকার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এবং আকস্মিকভাবে একটি নামও আমার মনে উদিত হয় 'আমার বিষণ্ন বারবনিতাদের স্মৃতি'। অন্যদিকে আমার প্রকাশ্য জীবনের প্রতি আগ্রহ হ্রাস পেতে থাকে। আমার বাবা মা উভয়ে মারা গেছে, আমি ভবিষ্যৎ বর্জিত একজন কুমার, চলনসই গোছের সাংবাদিক, যে কবিতা প্রতিযোগিতায় চারবার ফাইনালে উঠেছিল। আমার কদর্য চেহারার কারণে একটি ব্যঙ্গ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয়েছিলাম আমি। সংক্ষেপে, একটি ব্যর্থ জীবন, যে জীবনের সূচনা হয়েছিল অত্যন্ত বাজেভাবে, আমার উনিশ বছর বয়সে এক বিকেলে মা আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি স্প্যানিশ ও বাকচারিতা শেখার ক্লাসে স্কুল জীবনের যে বিবরণী লিখেছিলাম সেটি 'এল ডিয়ারিও ডি লা পাজ' এ প্রকাশিত হয়েছে কি না তা দেখতে। সম্পাদকের উৎসাহব্যঞ্জক একটি ভূমিকাসহ রোববারের সংখ্যায় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। বহু বছর পর আমি যখন জানতে পারি যে এটি প্রকাশের জন্যে এবং এর পর আরো সাতটি নিবন্ধ প্রকাশের জন্যে আমার মা অর্থ ব্যয় করেছেন, তখন আমার পক্ষে বিব্রত বোধ করাটাও বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। কারণ, আমার সাপ্তাহিক কলামটি ততদিনে তার নিজ ডানায় ভর করে চলছিল এবং আমি পত্রিকাটির ক্যাবল এডিটর ও সংগীত সমালোচকের দায়িত্ব পালন করছিলাম।

চমৎকার ফলাফলের একটি ডিপ্লোমাসহ গ্রাজুয়েশন লাভ করার পর আমি একই সময়ে তিনটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে স্প্যানিশ ও ল্যাটিন ভাষার ক্লাস নিতে শুরু করি। কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ বা বৃত্তিমূলক কোনো কিছু বর্জিত দরিদ্র শিক্ষক ছিলাম আমি এবং বাবা মার স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বাঁচার সহজ উপায় হিসেবে যারা স্কুলে হাজিরা দিত সেইসব শিশুর প্রতি কোনোরকম অনুকম্পা ছিল না আমার। তাদের জন্যে আমার করণীয় একটাই ছিল আমার কাঠের রুলার দিয়ে তাদেরকে সন্ত্রস্ত রাখা যাতে তারা অন্তত আমার প্রিয় কবিতা মুখস্ত করে আসে, 'ওহে ফ্যাবিও, ওগো বিষাদ, এখন কি দেখতে পাও তুমি, হতাশার এই মাঠগুলো,

BanglaBook.org

বিষণ্ন পাহাড়গুলো, যেগুলো একসময় বিখ্যাত ছিল শুধু একজন বৃদ্ধ মানুষ হিসেবে আমার পক্ষে বাজে একটি নাম শেখা হয়েছিল, যে নামে ছাত্রেরা আড়ালে আমাকে ডাকত অধ্যাপক বিষণ্ন পাহাড়।

জীবন আমাকে যা দিয়েছিল তা তো এটুকুই এবং আরো বেশি কিছু লাভের জন্যে আমি কখনো কিছু করিনি। ক্লাসের মধ্যবর্তী সময়ে আমি একা দুপুরের খাবার খেয়ে নিতাম এবং সন্ধ্যা ছটায় পত্রিকার সম্পাদকীয় অফিসে যেতাম বেতারে কোনো খবর এসেছে কিনা তা অনুসন্ধান করতে। রাত এগারোটায় সংস্করণের কাজ শেষ হলে আমার প্রকৃত জীবনের সূচনা হত। সপ্তাহে দু-তিনদিন আমি ব্যারিও চিনো গণিকা পল্লিতে রত্রিযাপন করতে যেতাম এবং এত বিচিত্র সঙ্গীদের শয্যায় গ্রহণ করতাম, যে কারণে আমি বছরের শীর্ষ খদ্দের হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলাম দুবার। নিকটস্থ কাফে রোমায় রাতের খাবার খেয়ে অনেকটা লক্ষ্যহীনভাবে গণিকালয় বাছাই করে পিছনের দরজা দিয়ে সেখানে ঢুকে পড়তাম। এ কাজটা করতাম নিজেকে আমোদিত করার উদ্দেশ্যে। শেষপর্যন্ত এটি আমার কাজের অংশে পরিণত হয়। এজন্যে বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতাকে তাদের দায়িত্বহীন কথাবার্তার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে হয়, যারা তাদের রাতের প্রেমিকাদের সাথে রাষ্ট্রীয় গোপন বিষয়াদি অকপটে বলে ফেলত। একবারও ভাবত না যে, কার্ডবোর্ডের দেয়াল ভেদ করে তাদের কথাবার্তা অন্য লোকজন শুনতে পাচ্ছে। আমার পক্ষে এভাবেই জানা সম্ভব হয়েছে যে, তারা আমার অপরিতৃপ্ত কুমার জীবনের বৈশিষ্ট্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে নৈশস্খলনের জন্যে কালে ভেল ক্রিমেন এ অনাথ শিশুদের সাথে সমকামে লিপ্ত হত। সৌভাগ্যের ব্যাপার যে এসব ভুলে যাওয়ার যৌক্তিক কারণ ছিল— কারণ আমার সম্পর্কে ইতিবাচক কথাগুলোও আমার কানে আসত, যার যথার্থতার জন্যে আমি তাদের প্রশংসা করতাম।

কখনো আমার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না এবং সামান্য যে কজন ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তারা এখন নিউইয়র্কে বাস করছে। অর্থাৎ আমি মনে করি তারা মরে গেছে। কারণ, আমার মনে হয় নিউইর্য়কে তারাই যায়, যাদের জীবন ধিকৃত এবং তারা তাদের বিগত জীবনের সত্য সহ্য করতে পারে না। অবসর গ্রহণের পর শুক্রবার বিকেলে পত্রিকা অফিসে গিয়ে আমার লেখাটি পৌঁছে দেয়া ছাড়া, অথবা নির্দিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা পূরণ করা ছাড়া আমার তেমন কিছু করণীয় ছিল না। সেগুলোর মধ্যে বেলাস আর্টোস কনসার্টে যাওয়া, সেন্ট্রো আর্টিসটিকোর চিত্র প্রদর্শনীতে গমন, যেটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমি, কখনো কখনো সোসাইটি ফর পাবলিক ইনপ্রুভমেন্ট অথবা টিট্রো অ্যাপোলোতে ফ্যাব্রেগাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ কারো সাথে সাক্ষাৎ করা। তরুণ বয়সে ওপেন এয়ার মুভি-থিয়েটারে অংশ নেয়ার একটি অভ্যাস গড়ে উঠেছিল আমার মধ্যে

BanglaBook.org

যেখানে সহসা চন্দ্রগ্রহণ দেখার সুযোগ হয়েছে আমাদের। আবার কখনো প্রবল বর্ষণে ভিজে ডাবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। কিন্তু আমার জন্যে চলচ্চিত্র বা থিয়েটারের চেয়ে অধিকতর আগ্রহের বিষয় ছিল রাতের ছোটো ছোটো পাখিরা, যারা টিকেটের মূল্যের বিনিময়ে দর্শকদের সাথে শয্যায় মিলিত হত, অথবা অনেকসময় এজন্যে কোনো অর্থও ব্যয় করতে হত না, বা বাকিতেও কাজটি সেরে নেয়ার সুযোগ ছিল। ছায়াছবি আমার শিল্প ছিল না। শার্লি টেম্পলের অশ্লীল মতবাদ ছিল শেষ কথা।

আমার একমাত্র সফর ছিল তিরিশ বছর বয়সের আগে কার্টাগেনা ডি ইন্ডিয়াস এর জুয়েগোস ফ্লোরেলেস এ চারবার গমন। এর মধ্যে একবার মোটর লঞ্চে খুব বাজে রাত কেটেছিল যখন স্যাকরামেন্টো মন্টিয়েল আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল স্যান্টা মারতায় তার একটি নতুন বেশ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। ব্যক্তিগত জীবনে আমি খুব বেশি আহার করি না এবং আমাকে সন্তুষ্ট করা খুব সহজ কাজ। ডামিয়ানা বৃদ্ধা হয়ে গেলে আমার জন্যে রান্না করা বন্ধ করে দেয় সে এবং এরপর আমার একমাত্র নিয়মিত খাবার ছিল পত্রিকা অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কাফে রোমায় একটি পটেটো ওমলেট খাওয়া।

অতএব, আমার নব্বইতম জন্মদিনের প্রাক্কালে আমার দুপুরের খাওয়া হয়নি এবং রোসা ক্যাবারকাসের কাছ থেকে কোনো কিছু শোনার অপেক্ষায় পড়ায় মনোনিবেশ করতে পারছিলাম না। ঘুঘরা পোকাগুলো জোরে জোরে ডাকছিল, অথচ তখন দুপুর দুটার উত্তাপ এবং সূর্য ঊর্ধ্বগগন থেকে ঢলে আমার জানালা বরাবর আসায় আমাকে তিনবার দোলনার স্থান বদলাতে হল।

সবসময় আমার মনে হয়েছে যে আমার জন্মদিনটি পড়েছে বছরের সবচেয়ে উত্তপ্ত সময়ে এবং উত্তাপ সহ্য করতে শিখেছিলাম আমি। কিন্তু সেদিন আমার মনের অবস্থার কারণে গরম সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ল। আমি আমার চেতনা প্রশমিত করার চেষ্টা করলাম ডন পালো ক্যাসালসের বাজানো জোহান সেবাস্টিয়ান বাক এর সুর শুনে। সুরের মধ্যে বাকের সুরকে আমার কাছে সবসময় অত্যন্ত পরিশীলিত ও উচ্চাঙ্গের মনে হয়। কিন্তু বরাবরের মতো আমার চিত্তকে শান্ত করার পরিবর্তে সুর শুনে আমার মন আরো অস্থির হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সুরটা ধ্বনিত হওয়ার সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে হয় এতে কোনো কিছু ঘাটতি ছিল। ঘুমের মধ্যে আমি বিষাদের সুরে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে একটি বিষণ্ন জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাচ্ছে। প্রায় ওই সময়েই টেলিফোন বাজার শব্দে আমি জেগে উঠলাম। রোসা ক্যাবারকাসের ফ্যাসফেসে কণ্ঠ আমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল।

সে বলল, 'বৃদ্ধ প্রেমিকের ভাগ্য তোমার। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে তার চাইতেও ভালো ছোট্ট একটি জিনিস পেয়েছি তোমার জন্যে। কিন্তু একটা

BanglaBook.org

সমস্যা আছে, ও মাত্র চৌদ্দ বছরে পড়েছে।' রসিকতা করে আমি বললাম, 'আমি ওর ডায়াপার বদলে দিতে কিছু মনে করব না।' তখনো তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। আবার সে বলল, 'তোমার ব্যাপারে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কিন্তু আমি তিন বছরের জন্যে যদি জেলে যাই তাহলে কে সেই ক্ষতিপূরণ দেবে ?'

কেউই ওসব কারণে ক্ষতিপূরণ দেয় না, রোসা ক্যাবারকাস তো নয়ই। সে বরং তার আবাসে ছোটোদের মধ্য থেকেই তার ফসল তোলে। যেসব মেয়েকে সে নিয়ে আসে তাদেরকে চিপে শুকিয়ে ফেলে সে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ব্ল্যাক ইউফিমিয়ার ঐতিহাসিক বেশ্যালয়ে সেরা বেশ্যাদের বাজে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে। কখনো সে কোনো ধরনের জরিমানা দেয়নি। কারণ তার আস্তানাটি ছিল সরকারি কর্মকর্তাদের এক সুখস্বর্গ। গভর্নর থেকে শুরু করে মেয়রের অফিসের অধঃস্তন কর্মচারী পর্যন্ত সেখানে আসত এবং সকলেই ধারণা পোষণ করত যে, বেশ্যালয়টির মালিক তার মর্জি মাফিক আইন ভঙ্গ করার সাহস দেখাবে না। এর অর্থ ছিল, তার শেষ মুহূর্তের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে তার আনুকূল্য লাভের আশা করত খদ্দেররা– অপরাধযোগ্য কিছু থাকলে তা যে ব্যয়বহুল হবে খদ্দেররাও তা জানত। যাহোক, আমার ক্ষেত্রে সমস্যাটির নিষ্পত্তি হল ধার্য মূল্যের অতিরিক্ত দুই পেসোর বিনিময়ে। স্থির হল, রাত দশটায় আমি তার আস্তানায় গিয়ে অগ্রিম পাঁচ পেসো দেব। এক মিনিট আগে যেতে পারব না, যেহেতু মেয়েটি তার ছোটো ভাইবোনদের রাতের খাবার দিয়ে এবং ওদেরকে ঘুম পাড়িয়ে, পঙ্গু মাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসবে।

আরো চারটি ঘণ্টা প্রতীক্ষা করতে হবে। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে আমার হৃদপিণ্ড অম্ল স্বাদের ফেনায় পূর্ণ হল, যার ফলে আমার দম নিতে কষ্ট হতে লাগল। অবশিষ্ট সময়ে আমি পোশাক পরিধানের অর্থহীন কাজে নিজেকে জড়িত করলাম। বিস্ময়ের কিছু নেই, এমনকি দামিয়ানাও বলত যে, আমি বিশপের মতো নিয়মরীতি অনুসরণ করি পোশাক পরতে। নাপিতরা যে সোজা ক্ষুর ব্যবহার করে, সেগুলো দিয়ে আমি দাড়ি কামালাম। গোসলের পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হল। সূর্য তাপে পাইপের পানি গরম হয়ে গিয়েছিল। গোসলের পর টাওয়েল দিয়ে ভেজা শরীর মোছার পরও গরমে আমি ঘেমে যাচ্ছিলাম। রাতের সৌভাগ্যের কথা মাথায় রেখে আমি জামাকাপড় পরছিলাম সাদা সুতির স্যুট, কলারে বেশি করে মাড় দেয়া নীল ডোরার সার্ট, চীনা সিল্কের টাই, এসবের সাথে মিলানো হালকা সাদা রঙের বুট জুতা এবং সোনালি রঙের ঘড়ি। ঘড়ির চেনটি বোতামের ছিদ্রের সাথে সংযুক্ত। অতঃপর আমি ট্রাউজারের নিচের অংশ ভাঁজ করে ওপরে তুলে নিলাম, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে বয়সের সাথে আমার উচ্চতা খানিকটা হ্রাস পেয়েছে।

BanglaBook.org

কৃপণ হিসেবে আমার খ্যাতি ছিল ! কারণ কেউ ধারণাও করতে পারত না যে, আমি যেখানে বাস করছি, সেখানে বাস করার পরও আমি কী করে দরিদ্র হতে পারি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এমন একটি রাত আমার সঙ্গতির সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখা বাক্স থেকে আমি অর্থ বের করলাম– রুম ভাড়ার জন্যে দুই পেসো, মালিকের জন্যে চার পেসো, তিন পেসো মেয়েটির জন্যে এবং পাঁচ পেসো আমার রাতের খাবার ও অন্যান্য ছোটোখাটো প্রয়োজনের জন্যে। অন্যভাবে বলা যায়, রোববারের কলাম লিখার জন্যে পত্রিকাটি আমাকে যে চৌদ্দ পেসো দেয়, তার সবই সাথে নিয়ে নিলাম। আমার কোমরবন্দের গোপন পকেটে পেসোগুলো রেখে আমি শরীরে সুগন্ধি স্প্রে করলাম। এরপর আমি আতংকের আঁচড় অনুভব করলাম এবং আটটা বাজার সাথে সাথে আমি অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে, ভয়ে ঘামতে ঘামতে আমার জন্মদিনের আগের উজ্জ্বল রাতে বের হয়ে গেলাম।

আবহাওয়া শীতল হয়ে এসেছে। পাসেও কলোনে লোকজন ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে চিৎকার করে ফুটবল খেলা নিয়ে কথা বলছিল। তাদের চারপাশেই ফুটপাতে বেশকিছু ট্যাক্সি পার্ক করা। একটি ব্যান্ড দল প্রস্ফুটিত ফুলশোভিত গাছের নিচে ঘুরে ঘুরে সুর বাজাচ্ছিল। দরিদ্র কমবয়সী বেশ্যাদের একজন যে ক্যালে ডি লস নোটারিওসে খদ্দেরের তালাশে থাকে সে বরাবরের মতোই একটি সিগারেট চাইল এবং আমিও বরাবরের মতোই উত্তর দিলাম 'আমি ধূমপান বন্ধ করেছি তেত্রিশ বছর, দুই মাস সতেরো দিন আগে, এল অ্যালামব্রে ডি ওরো অতিক্রম করার সময়ে রাস্তার পাশের জানালা দিয়ে পড়া আলোতে আমি নিজের দিকে তাকালাম এবং আমি যে নিজেকে বৃদ্ধ বলে ভাবি আমাকে তা দেখাচ্ছিল না। জবুথবু ধরনের পোশাক পরলে ওরকমই মনে হয়।

দশটা বাজার একটু আগে আমি একটি ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বললাম আমাকে কেমেনটেরিও ইউনিভার্সেলে নিয়ে যেতে, যাতে সে বুঝতে না পারে যে আমি আসলে কোথায় যাচ্ছি। আয়নায় আমাকে দেখে মজা পেয়ে সে বলল, 'ওভাবে আমাকে ভয় দেখাবেন না, ডন স্কলার। আশা করি ঈশ্বর আমাকে আপনার মতোই টিকিয়ে রেখেছেন।' আমরা গোরস্থানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, কারণ তার কাছে ভাংতি ছিল না। অতএব পেসো ভাংতি করাতে আমাদেরকে সাধারণ একটি সরাইখানায় যেতে হবে, যেখানে দরিদ্র মাতালেরা রাতের গভীরে তাদের মৃত স্বজনদের জন্যে বিলাপ করে। ড্রাইভারকে তার পাওনা চুকিয়ে দেয়ার পর গম্ভীর কণ্ঠে সে আমাকে বলল, 'সাবধানে থাকবেন সেনর, রোসা ক্যাবারকাসের বাড়িটি আগে যা ছিল, এখন তার ছায়ামাত্র নেই।' আমি শুধু তাকে ধন্যবাদই দিতে পারি। অর্থাৎ অন্য সকলের মতো আমি তার কথার সাথে

BanglaBook.org

একমত পাসেও কলোনের ড্রাইভাররা জানে না সূর্যের নিচে এমন কোনো গোপনীয়তা নেই।

দরিদ্র পীড়িত একটি এলাকায় এসে পড়লাম আমি, আমার যৌবনের সুদিনগুলোতে এ জায়গায় এমন হাল ছিল না। উত্তপ্ত বালিপূর্ণ সেই প্রশস্ত রাস্তা, খোলা দরজাসহ বাড়িগুলোর দেয়াল অমসৃণ কাঠের, ছাদ পাম গাছের তক্তা দিয়ে তৈরি এবং আঙ্গিনায় পাথর বসানো। কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের জীবনের প্রশান্তি আর নেই। অধিকাংশ বাড়িতে শুক্রবার আয়োজিত হত উদ্দাম সমাবেশের, যেখানে বাজত ঢাক ও খঞ্জনি এবং সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হত অংশগ্রহণকারীদের বুকের মাঝে। পঞ্চাশ সেন্টের বিনিময়ে যে কেউ তার পছন্দের পার্টিতে যোগ দিতে পারত। ইচ্ছে করলে বাইরেও কাটাতে পারত সে এবং সুরের তালে তালে ফুটপাতে নাচত। আমি এগিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম যে মাটি বুঝি আমাকে আমার পোশাক-আশাকসহ গ্রাস করবে। স্বল্প ভাড়ার একটি বাড়ির দরজায় বসে ঢুলছিল পাংশুটে গাত্রবর্ণের এমন একজন লোক ছাড়া কেউ আমার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়নি।

'ঈশ্বরের সাথে চলুন, ডক্টর', চিৎকার করে বলল লোকটি, 'এবং যৌনকর্মের পুরো আনন্দ উপভোগ করুন।'

তাকে ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আমি কী আর করতে পারি? শেষ চড়াই পর্যন্ত পৌঁছার আগে দম নেয়ার জন্যে আমাকে তিনবার থামতে হল। সেখান থেকে আমি পিতলের রঙের বিশাল চাঁদকে দেখলাম দিগন্তে মাথা তুলতে এবং পেটের মধ্যে অনকাঙ্ক্ষিত একটি তাগিদ ফলাফলের ব্যাপারে আমাকে ভীত করে তুলল। কিন্তু সে অনুভূতি শিগগিরই কেটে গেল। রাস্তার শেষ প্রান্তে, যেখান থেকে মহল্লাটি ফলবৃক্ষের একটি জঙ্গলের দিকে মোড় নিয়েছে আমি সেদিকে রোসা ক্যাবারকাসের বাড়িতে প্রবেশ করলাম।

সে দেখতে আর আগের মতো নেই। রোসা ছিল সবচেয়ে বিচক্ষণ ও সতর্ক মাসি। সে কারণেই তার পরিচিতি অধিক। বিশালদেহী এক মহিলা, যাকে আমরা দমকল বাহিনীর সার্জেন্টের মতো মনে করতাম, তার দৈহিক আকৃতির জন্যে এবং তার খদ্দেরদের মাঝে যে আগুন তা নির্বাপণে তার দক্ষতার কারণেও। কিন্তু নিঃসঙ্গতা তার দেহকে শীর্ণ করে ফেলেছে, ত্বকে ভাঁজ পড়েছে। কিন্তু কণ্ঠকে সে এতটা তীক্ষ্ণ রেখেছে যে সে কণ্ঠ শুনলে তাকে বয়স্কা বালিকা মনে হবে। পুরনো দিনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এখনো তার যা আছে তা হল দাঁত এবং এর মধ্যে পুরুষের চিত্ত হরণের জন্যে সোনালি রঙের একটি দাঁতও রয়েছে। স্বামীর জন্যে সে শোকবস্ত্র পরে থাকে, যার সাথে সে দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর একত্রে কাটিয়েছে। এর ওপর যুক্ত হয়েছে তার একমাত্র সন্তানের মৃত্যু, যে তার অবৈধ কাজকর্মে

BanglaBook.org

সহায়তা করত। শুধু তার স্বচ্ছ, নিষ্ঠুর চোখ দুটি অত্যন্ত চঞ্চল এবং সে দৃষ্টির কারণেই আমি উপলব্ধি করলাম যে তার চরিত্র পাল্টায়নি।

প্রবেশ করার পরই বাড়িটির প্রথম কক্ষে সিলিং থেকে ঝুলানো মৃদু আলোর একটি বাল্ব, শেলফের তাকগুলো শূন্য, এমনকি সেই শেলফও সকলের জানা কুখ্যাত একটি ব্যবসার স্থলে পর্দা বা আবরণ হিসেবে কাজ করছে না। রোসা ক্যাবারকাস একজন খদ্দেরের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত ছিল যখন আমি প্রায় চুপিসারে সেখানে উপস্থিত হই। আমি জানি না যে আমাকে সে আসলে চিনতে পেরেছিল কিনা অথবা আমার চেহারার বৈশিষ্ট্যের কারণে না দেখার ভান করছিল। তার কথা শেষ করার আগে আমি একটি বেঞ্চে বসে সে কেমন ছিল আমার স্মৃতি থেকে তাকে সেভাবে সাজানোর চেষ্টা করলাম। আমরা উভয়ে যখন শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান ছিলাম, তখন সে বেশ ক'বার আমাকে আর নিজের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছে। মনে হয়, আমার মনের কথা সে বুঝতে পেরেছে, কারণ আমার পানে ফিরে সে সতর্ক নিবিড়তার সাথে আমাকে পরখ করছিল। 'তোমার জন্যে সময় বসে থাকেনি,' দুঃখ প্রকাশের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে। তাকে তোষামুদির কণ্ঠে বললাম, 'কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তো ভালোই হয়েছে, আরো ভালো দেখাচ্ছে তোমাকে।' 'আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি,' সে বলল, 'মৃত ঘোড়ার মুখের মতো তোমার মুখের আদল বদলাতে সাহায্য করেছে।' তাকে খোঁচা দেয়ার জন্যে বললাম, 'হতে পারে, কারণ আমি বেশ্যালয় পরিবর্তন করেছি।' প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠল সে, 'আমি যতটা স্মরণ করতে পারি, তোমার যন্ত্র জাহাজের দাঁড় টানা ক্রীতদাসদের মতো,' সে বলল, 'কেমন আছে ওটি ?' তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলাম—সর্বশেষ তার সাথে সাক্ষাতের পর আমাদের এই সাক্ষাতের মধ্যে মাত্র একটি বিষয়ের পার্থক্য ছিল, মাঝে মাঝে আমার বিশেষ অঙ্গে জ্বলুনি বোধ হয়েছে। সাথে সাথে সে জানিয়ে দিল 'ব্যবহার নেই।' 'আমার এটা আছে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করার জন্যে,' আমি বললাম, 'কিন্তু এটা সত্য যে, কখনো কখনো এতে জ্বলুনি অনুভব করি, বিশেষ করে পূর্ণিমার সময়ে বেশি।' রোসা তাই সেলাই এর সরঞ্জামের বাক্স খুলে আর্নিকার গন্ধযুক্ত সবুজ রঙের একটি মলমের কৌটা খুলে বলল, 'মেয়েটিকে বল ওর আঙুলে মলম নিয়ে এভাবে মেখে দিতে', তর্জনি দিয়ে সে মালিশ করার কৌশল দেখিয়ে দিল অনেকটা উৎসাহের সাথে। আমি উত্তরে বললাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি চাষাদের মলম ব্যবহার করা ছাড়াই এখনো যথেষ্ট সক্ষম।' বিদ্রুপ করে সে বলল, 'ওহ পণ্ডিত, আমাকে দয়া করে ক্ষমা কর।' নিজের কাজে মনোযোগী হল সে।

আমাকে বলল, 'রাত দশটা থেকে মেয়েটি রুমে আছে। সে সুন্দরী, পরিচ্ছন্ন, আচরণে মার্জিত ; কিন্তু সে ভয়ে মরে যাচ্ছে। কারণ তার এক বান্ধবী গায়রার

BanglaBook.org

এক স্টিভিডোরের সাথে পালিয়ে গিয়েছিল। তার এমন প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়েছিল যে দুই ঘণ্টার মধ্যে সে মারা গেছে।' কিন্তু এরপর রোসা স্বীকার করে, 'এটা বোধগম্য, কারণ গায়রার লোকজন মেয়েদেরকে ব্যথায় আর্তনাদ করানোর জন্যে বিখ্যাত।' নিজের প্রসঙ্গে ফিরে গেল সে, 'এই বেচারি সবকিছুর বাইরে সারাদিন একটি কারখানায় বোতাম লাগানোর কাজ করে।' 'আমার কাছে এটা তেমন কঠিন কোনো কাজ মনে হয় না।' 'পুরুষরা ওরকমই ভাবে,' রোসা উত্তর দিল, 'কিন্তু কাজটি পাথর ভাঙার চেয়ে খারাপ।' সে স্বীকার করল যে মেয়েটিকে সে ব্রোমাইড ও ভ্যালেরিয়ানের মিশ্রণ পান করতে দিয়েছে এবং সে এখন ঘুমিয়ে আছে। আমার ভয় হল যে মেয়েটির জন্যে তার মমত্ব আমার কাছ থেকে আরো অধিক অর্থ আদায়ের ফন্দি হতে পারে। কিন্তু না ! সে বরং বলল, 'আমার মুখের কথা সোনার মতোই মূল্যবান !' তার নিয়মকানুন সুনির্দিষ্ট–প্রতিবারের কাজের জন্যে পৃথক পৃথক মূল্য, নগদ এবং অগ্রিম পরিশোধযোগ্য। আমার ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

আমি তাকে আঙ্গিনা দিয়ে অনুসরণ করলাম। তার ভাঁজ পড়া ত্বক ও স্ফীত পায়ের কারণে হাঁটতে যে তার অসুবিধা হচ্ছে তা দেখে আমার করুণা হল। ভারি সুতি মোজা দিয়ে যদিও পা ঢাকা ছিল। পরিপূর্ণ চাঁদ মধ্য আকাশে উঠে যাচ্ছে এবং পৃথিবীটাকে মনে হচ্ছে যেন সবুজ পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। বাড়িটির কাছে পাম গাছের তক্তার তৈরি একটি ছাউনি। যেখানে উচ্ছৃঙ্খল লোকজন আড্ডা দেয়, সেখানে চামড়ায় মোড়ানো বেশ কিছু টুল, কাঠের খুঁটির সাথে বাঁধা বেশ কটি দোলনা ঝুলছে এখানে সেখানে। পিছনের চত্বরে যেখানে ফল গাছের জঙ্গলের শুরু সেখানে প্লাস্টারবিহীন কয়েকটি রুম, যেগুলোর জানালায় চটের পর্দা ঝুলছে মশা নিবারণের জন্যে। একটি রুমে খদ্দের আছে যেটি মৃদু আলোকিত এবং রেডিওতে টোনা লা নেগ্রা'র ব্যর্থ প্রেমের গান বাজছে। রোসা ক্যাবারকাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'ব্যর্থতাই জীবন।' আমি সম্মতি প্রকাশ করলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা নিয়ে লেখার সাহস করিনি আমি। দরজায় ধাক্কা দিল রোসা, মুহূর্তের জন্যে ভিতরে প্রবেশ করল এবং বের হয়ে এল। 'এখনো ঘুমিয়ে আছে সে', রোসা বলল, 'ওকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিতে হবে তোমাকে, ওর শরীরের জন্যে বিশ্রাম প্রয়োজন। তোমার রাত ওর রাতের চেয়ে দীর্ঘ নয়।' আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, 'আমার কী করা উচিত বলে তুমি মনে করছ ?' 'তুমি নিশ্চয়ই জান যে কিছু কারণে তুমি একজন পণ্ডিত,' নির্বিকার চিত্তে বলল সে। ঘুরে চলে গেল সে আমাকে আতংকের মধ্যে ফেলে।

নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। রুমে প্রবেশ করলাম আমি, কিন্তু বুক জুড়ে দ্বিধা। মেয়েটিকে দেখলাম বিশাল বিছানার ওপর শুয়ে আছে, যেদিন সে জন্ম নিয়েছে সেদিনের মতো নগ্ন ও অসহায়। সে তার পাশে দরজার দিকে মুখ

BanglaBook.org

করে শুয়ে আছে, সিলিং থেকে ঝুলে থাকা একটি বাতির আলো ছড়িয়ে পড়েছে রুমে। বিছানার এক পাশে বসে আমি তাকে নিরীক্ষণ করলাম, আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সম্মোহিত হওয়ার অবস্থা। তার ত্বকের বর্ণ গাঢ় এবং শরীর উষ্ণ। তাকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সৌন্দর্য চর্চার পর্যায়গুলো পার হয়ে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তার শরীরের নিম্নাংশের নতুন লোমগুলো ঢাকা পড়েনি। তার মাথার চুল কোঁকড়ানো এবং হাত ও পায়ের আঙুলে প্রাকৃতিক পলিশ লাগিয়েছে। কিন্তু আখের গুড়ের মতো ত্বক দেখে মনে হয় অমসৃণ ও যত্নহীন। তার সদ্য প্রস্ফুটিত স্তন ছেলেদের মতো, কিন্তু গোপন শক্তিতে পরিপূর্ণ যেন বিস্ফোরিত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত। তার শরীরের সর্বোত্তম অংশ হচ্ছে তার বড়ো আকৃতির নিথর পড়ে থাকা পদযুগল, পায়ের পাতা দীর্ঘ এবং আঙুলের মতো স্পর্শকাতর। মাথার ওপরে যদিও পাখা ঘুরছিল, কিন্তু সারা শরীর জুড়ে স্বচ্ছ ঘাম বেরুচ্ছে। রাত বেড়ে যাওয়ার সাথে উত্তাপও অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। মুখের ওপর মাখা রঙের নিচে আসলে তার মুখটি কেমন তা আন্দাজ করা অসম্ভব ব্যাপার। চালের মিহি গুঁড়োর পুরু প্রলেপ মুখে এবং দুই গালে রোজ মাখা, চোখের পাতার ওপর আলগা ভুরু লাগানো এবং ওপর নিচে মোটা করে কাজল দেয়া এবং ঠোঁটে চকলেট রঙের লিপস্টিকের প্রলেপ। কিন্তু সাজসজ্জা ও কসমেটিকসের কারণে তার বৈশিষ্ট্য ঢাকা পড়েনি– মোটা নাক, ঘন ভুরু, পুরু ঠোঁট। আমার মনে হল সুপুষ্ট তরুণ লড়াকু ষাঁড়ের মতো। রাত এগারোটায় আমি আমার বাথরুমে গিয়ে আমার নিয়মিত প্রক্রিয়াগুলো সেরে ফেলার উদ্যোগ নিলাম, যেখানে একটি চেয়ারের ওপর ধনী পরিবারের মেয়েদের মতোই তার পোশাকগুলো রাখা– প্রজাপতির প্রিন্টের খাটো জামা, সস্তা হলুদ প্যান্টি এবং হালকা চপ্পল। কাপড়চোপড়ের ওপরে রাখা কম দামের একটি ব্রেসলেট এবং মা মেরির মেডেলযুক্ত সুন্দর একটি চেন। বেসিনের ওপরে রাখা একটি হ্যান্ড ব্যাগ, পাশে একটি লিপস্টিক, রোজের কৌটা, একটি চাবি ও কিছু খুচরা মুদ্রা। সবকিছু এত অধিক ব্যবহৃত যে, আমি তার মতো দরিদ্র আর কাউকে ভাবতে পারি না।

আমি আমার কাপড়চোপড় খুলে ভালোভাবে হ্যাঙ্গারে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম, যাতে সিল্কের সার্ট ও ইস্ত্রি করা স্যুটের ভাঁজ নষ্ট না হয়। আমি টয়লেটের কমোডের ওপর বসে প্রস্রাব করলাম, ঠিক যেভাবে শৈশবে ফ্লোরিনা ডি ডিওস আমাকে শিখিয়েছিল, যাতে আমি কভারের প্রান্তভাগ ভিজিয়ে না ফেলি। বাথরুম থেকে বের হওয়ার আগে বেসিনের ওপর আয়নায় নিজেকে দেখে নিলাম। দেয়ালের অন্য পাশে সাঁটানো ছবিটির ঘোড়া আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে যেন সেটি মৃত নয়, বিষাদগ্রস্ত। এবং পোপের মতো যেন ঘোড়াটির গলকম্বল, ফোলা ফোলা চোখ এবং হালকা দীর্ঘ চুল যা একসময় আমার সুরশিল্পীর ছিল।

BanglaBook.org

'দূর ছাই', ঘোড়াটির উদ্দেশে আমি বললাম, 'তুমি আমাকে ভালো না বাসলে আমার কী করার থাকতে পারে ?'

তাকে ঘুম থেকে জাগানোর চেষ্টা করতে আমি বিছানার ওপর বসলাম। এখন আমিও নগ্ন, লাল আলোর বিভ্রান্তির মধ্যে আমার চোখ এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, তার শরীরের প্রতিটি অংশ আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। তার ঘামে সিক্ত ঘাড়ের মাঝ বরাবর আমার তর্জনি টেনে নিলাম। ভিতরে ভিতরে সে কেঁপে উঠল এবং বুঝা গেল শিহরণটি তার পুরো শরীরকে রোমাঞ্চিত করেছে। বীণার একটি তারের মতো। মুখে গোঙানির মতো শব্দ তুলে আমার দিকে পাশ ফিরল, তার নিশ্বাস লাগল আমার শরীরে। আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি দিয়ে তার নাকে হালকা চিমটি কাটলাম, একটু ঝাঁকুনি দিয়ে সে মাথা সরিয়ে নিল এবং জেগে উঠার পরিবর্তে আমার দিকে আবার পিঠ ফিরিয়ে দিল। অভাবিত এক উত্তেজনা আমাকে ভর করল এবং আমার হাঁটু দিয়ে তার দুই পা ফাঁক করতে চেষ্টা করলাম। সে তার সচকিত উরু দিয়ে আমার প্রথম দুটি উদ্যোগ প্রতিহত করল। আমি তার কানে ফিসফিস করে গাইলাম, 'স্বর্গীয় দূতেরা ডেলগাদিনার শয্যা ঘিরে ধরেছে।' তার হাত পা একটু শিথিল হল। উষ্ণ একটি স্রোত আমার শিরায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে এবং আমার শ্লথ, অবসর নেয়া জন্তু তার দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে।

'ডেলাগাদিনা, আমার হৃদয়,' আমি অনুনয় করলাম, কামনার্ত হয়ে। ডেলাগাদিনার মুখ দিয়ে বিষাদের গোঙানি বের হল। আমার উরু থেকে তার শরীর সরিয়ে, পিঠটা ফিরিয়ে যেন শামুকের মতো খোলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল। ভ্যালেরিয়নের মাত্রা নিশ্চয়ই আমার মতো তার ক্ষেত্রেও অতি কার্যকর। কারণ কিছুই ঘটল না, তার বেলায়ও নয়, আমার বেলায়ও নয়। কিন্তু ওসবের তোয়াক্কা করি না আমি। নিজেকে বললাম, আমাকে যখন এভাবে অপদস্ত হতে হচ্ছে, এভাবে বিষণ্ন থাকতে হচ্ছে এবং নগ্ন জন্তুর মতো শীতলতা সহ্য করতে হচ্ছে, তখন ওকে আর ঘুম থেকে জাগিয়ে ভালো কী হবে।

অত্যন্ত স্পষ্ট ও অনিবার্যভাবে ঘণ্টা বাজল মধ্যরাত ঘোষণা করতে। ২৯ আগস্টের সকাল অর্থাৎ ব্যাপিস্ট সেন্ট জনের আত্মদানের দিবসের সূচনা হল। রাস্তায় একজন কাঁদছিল কণ্ঠের সকল শক্তি একত্রিত করে। কিন্তু কেউ তার দিকে কোনো মনোযোগ দিচ্ছিল না। তার জন্যে আমি প্রার্থনা করলাম, যদি প্রার্থনা কোনো কাজে লাগে, নিজের জন্যেও প্রার্থনা করলাম, এ পর্যন্ত যে কল্যাণ লাভ করেছি সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম 'কেউ যাতে প্রতারিত না হয়, যা কিছু দৃশ্যমান তার চাইতে আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতীক্ষা দীর্ঘতর।' নিদ্রার মাঝে মেয়েটি গোঙাচ্ছিল, তার জন্যেও প্রার্থনা করলাম 'যখন যা কিছু সামনে আসবে সবই উত্তীর্ণ হবে।' এরপর আমি রেডিও এবং বাতি বন্ধ করে শুতে গেলাম।

BanglaBook.org

খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙল। স্মরণ করতে পারছিলাম না যে আমি কোথায় আছি। মেয়েটি তখনো আগের মতোই ঘুমিয়ে আছে, তার পিঠটা আমার দিকে ফিরানো। অস্পষ্টভাবে আমার মনে হল যে, অন্ধকারে আমি তার বিছানা থেকে উঠার এবং বাথরুমে পানির কল ছাড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছি, কিন্তু এটা স্বপ্নও হতে পারে। এ ধরনের ঘটনা আমার কাছে অনেকটা নতুন। প্রলুব্ধ করার কৌশল সম্পর্কে আমি অজ্ঞ ছিলাম এবং সবসময় এক রাতের জন্যে আমার কনেদের পছন্দ করতাম ঢালাওভাবে এবং তাদের অন্য কোনো আকর্ষণের চাইতে বরং তাদের মূল্যের জন্যেই পছন্দ করতাম এবং কোনোরকম ভালোবাসা ছাড়াই আমরা দেহ বিনিময় করতাম। অধিকাংশ সময় জুড়েই আমাদের গায়ে স্বল্প বসন থাকত এবং সময়ের অধিকাংশ কাটাতাম অন্ধকারে। অতএব নিজেদেরকে আমরা আসলে যেমন তার চেয়ে ভালোভাবে কল্পনা করতাম। ওই রাতে আমি কামনার কোনো তাগিদ অথবা পরিমিতি বোধের বাধা ছাড়াই একটি ঘুমন্ত নারীর দেহ গভীরভাবে কল্পনা করে কল্পনাতীত পরিতৃপ্তি লাভ করেছি।

ভোর পাঁচটায় আমি উঠলাম, কিছুটা অস্থিরতা আছে আমার মাঝে, কারণ রোববারের কলামটি সম্পাদকের টেবিলে পৌঁছাতে হবে দুপুরের আগেই। আমার নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে পায়খানা সেরে নিলাম, পেটটা জ্বলছিল এবং যখন ফ্লাশের চেন টানার সময় অনুভব করলাম যে আমার পুরনো ক্ষোভ নর্দমা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। রুমে ফিরে এসে নিজেকে ঝরঝরে করে কাপড় পরে নিলাম, ভোরের মিলনসূচক আলোতে মেয়েটি চিৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে। বিছানা জুড়ে দেহের দুপাশে প্রসারিত হাত দুটি ক্রসের মতো লাগছে। নিজের কুমারীত্বের নিরঙ্কুশ প্রভু সে। 'ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন', তার উদ্দেশ্যে আমি বললাম। এখনো আমার কাছে যে অর্থ আছে, তার মূল্য এবং আমার নিজের অবশিষ্ট অর্থ দুটোই বালিশের ওপর রেখে তার কপালে চুম্বন করে চিরদিনের মতো বিদায় জানালাম। ভোরে সকল গণিকালয়ের মতোই এই বাড়িটিও স্বর্গের অতি নিকটবর্তী অস্তিত্ব। আমি ফলের উদ্যানের দিকের দরজা দিয়ে বের হলাম, যাতে কারো সাথে আমার সাক্ষাৎ না হয়। রাস্তায় উদীয়মান সূর্যের নিচে পথ চলতে আমার নব্বই বছরের ভার অনুভব করতে লাগলাম এবং আমার মৃত্যুর আগে যতগুলো রাত অবশিষ্ট রয়েছে সেই সময়গুলোর প্রতিটি মিনিট গুনতে শুরু করলাম।

BanglaBook.org

দুই

আমি এই স্মৃতিগুলো লিখছি লাইব্রেরির ছোট্ট অবশিষ্টাংশে বসে, যেটি আমার বাবা মার ছিল এবং বই এর পোকার ধৈর্যের কারণে এখনো লাইব্রেরির শেলফগুলো ভেঙে পড়েনি। সবই যখন বলা হয়েছে, তখন আরো একটি বিষয়ই বাদ থাকবে কেন, এ পৃথিবীতে যে কাজটি করার জন্যে আমি এখনো টিকে আছি ; আমি বহু ধরনের অভিধান নিয়েই শেষ পর্যন্ত নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে পারব। যার মধ্যে আছে ডন বেনিটো পেরেজ গ্যালডসের প্রথম দুই সিরিজের 'এপিসোডিওস ন্যাসিওন্যাল' (Episodios nacionale) এবং 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন,' যা আমাকে আমার মায়ের মনের অবস্থা পাঠ করতে শিখিয়েছে, যার মন অধিক পানজনিত কারণে কখনো স্বাভাবিক থাকত না।

অবশিষ্ট আসবাব আমার মতো না হলেও যে বিশাল টেবিলের পাশে বসে আমি লিখছি, সেটি সময়ের ব্যবধানে যেন আরো সুন্দর হয়েছে, কারণ আমার দাদা, যিনি জাহাজের মিস্ত্রি ছিলেন, তিনি অত্যন্ত দামি কাঠ দিয়ে তৈরি করেছিলেন। এমনকি আমার যখন কোনো কিছুর লেখারও থাকত না, তখনো আমি উদ্দেশ্যহীন যত্নের সাথে প্রতিদিন সকালে টেবিলটি গুছিয়ে রাখতাম, যে কারণে আমাকে অনেক ক'জন প্রেমিকাকে হারাতে হয়েছে। আমার স্পর্শের আওতার মধ্যে বই থাকে যেগুলো আমার সহচর। রয়েল একাডেমির ১৯০৩ সালে প্রকাশিত দুই খণ্ডের 'প্লাইমার ডিকসিনারিও ইলাস্ট্রাডো' (Primer diccionario illustrado), ডন সেবাসটিয়ান ডি কভারুবিয়াসের ' টোসরো ডিলা লেঙ্গুয়া ক্যাস্টেলানা ও এসপানোলা (Tesoro de la Lengua castellana o expanola") ডন আন্ত্রেস বেলার ব্যাকরণ– যা ভাষার অর্থ জানার জন্যে অতি প্রয়োজনীয়, ডন জুলিও কাসারেস এর 'ডিকসিনারিও আইডিওলোগিকো (Diccionario ideologico), যা বহু অর্থবোধক শব্দ জানার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ, 'ভোকাবোলারিও ভেলা লিঙ্গুয়া ইটালিয়ানা,' (Vocabalario della lingua italiana)– নিকোলা জিঙ্গারেলির এই সংকলনটি আমার মাতৃভাষার জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে অতি উপকারি, যে ভাষা আমি শিখেছি দোলনায় থাকতে এবং একটি ল্যাটিন ডিকশনারি, যেহেতু এটি অন্য দুটি ভাষার মা, যেটিকে আমি আমার দেশীয় ভাষা বলে বিবেচনা করি।

BanglaBook.org

লেখার টেবিলের বাম পাশে সবসময় আমার রোববারের কলাম লেখার জন্যে পাঁচটি সাদা কাগজ রাখি এবং কালি শুকানোর জন্যে একটি বালিপূর্ণ পাত্র, যেটিকে আমি আধুনিক চোষ কাগজের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেই। ডান পাশে কালির দোয়াত এবং হালকা কাঠের কলমদানি, কারণ এখনো আমি হাতে লিখি। যেভাবে ফ্লোরিনা ডি ডিওস আমাকে শিখিয়েছিল, যাতে আমি তার স্বামীর মতো চলনসই ধরনে লিখতে অভ্যস্ত না হই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লোকটি একজন পাবলিক নোটারি ও অনুমোদনপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক ছিল। কিছুদিন আগে আমার কাগজের পক্ষ থেকে সকলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে লাইনোটাইপের জন্যে কী পরিমাণ সিসার প্রয়োজন পড়ে সে হিসাব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া এবং টাইপসেটিং এ সর্বোচ্চ নির্ভুলতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমি ওই বদ অভ্যাসটি কখনো গ্রহণ করিনি। আমি হাতে লেখা অব্যাহত রেখেছিলাম এবং এরপর টাইপ রাইটারে মুরগির ঠোকর দিয়ে দানা তোলার মতো শ্রমসাধ্য কাজ করেছি। সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী হওয়ার অনাকাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি ধন্যবাদযোগ্য। এখন আমি অবসরপ্রাপ্ত, কিন্তু পরাজিত নই। এখনো আমি বাড়িতে বসে লেখার পবিত্র সুযোগ উপভোগ করি। ফোনটা তুলে রাখি, যাতে আমার কাজে কেউ বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। এবং আমি কী লিখছি তা আমার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখবে সে সুযোগও রাখিনি।

আমি কোনো কুকুর, পাখি বা ভৃত্য ছাড়াই বাস করি। এর মাঝে ব্যতিক্রম শুধু দামিয়ানা, যে আমাকে অতি অবাঞ্ছিত ঝামেলা থেকে উদ্ধার করেছে এবং এখনো সপ্তাহে একদিন সে আসে আমার বাড়িতে যা কিছু করার আছে সেসবের খেয়াল রাখতে। এমনকি সে এখন যে অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছে তা সত্ত্বেও আসে। সে তার দৃষ্টি এবং ভিতরের দৃষ্টি হারাবার পরও। আমার তরুণ বয়সে মা তার মৃত্যুশয্যায় আমাকে একজন ফর্সা মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে বলেছিলেন, যার গর্ভে জন্ম নেবে আমার অন্তত তিনটি সন্তান, যার একটি হবে মেয়ে, তার নামে হবে যার নাম, যে নামটি তার মায়ের ও তার দাদিরও নাম ছিল। তার অনুরোধ রক্ষা করার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু যৌবন সম্পর্কে আমার ধারণা এত শিথিল ছিল যে আমি কখনো ভাবিনি যে এতে খুব বিলম্ব হয়ে যাবে। গ্রীষ্মের তপ্ত এক বিকেলে প্রাডোমারে প্যালোমার ডি ক্যাস্টো পরিবারের বাড়ির ভুল একটি দরজা খুলে জিমেনা ওরটিজকে দেখার পর আমার বিভ্রান্তি দূর হয়। জিমেনা প্যালোমার পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। সংলগ্ন শয়নকক্ষে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল নগ্ন হয়ে। উন্মুক্ত পশ্চাৎদেশ ছিল দরজার দিকে। হঠাৎ সে কাঁধ ঘুরিয়ে এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকায় যে আমার পালাবার কোনো সুযোগ ছিল না। 'আমাকে ক্ষমা করো', কোনোরকমে আমি বলি। আমার হৃদপিণ্ড যেন আমার মুখে উঠে এসেছে। সে হাসল, আমার দিকে ফিরল হরিণীর ভঙ্গিমায় এবং তার পুরো শরীর আমাকে

BanglaBook.org

প্রদর্শন করল। পুরো কক্ষ যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার নিবিড়তায়। তার নগ্নতা নিরঙ্কুশ ছিল না, শিল্পী ম্যানেটের 'অলিম্পিয়া'র মতো তার কানের পিছনে কমলা রঙের একটি বিষাক্ত ফুল ছিল, ডান হাতের কব্জিতে ছিল একটি সোনার চুড়ি এবং ছোটো ছোটো মুক্তায় গাঁথা একটি মালা গলায়। আমি কল্পনা করলাম। যতদিন বেঁচে থাকব, কখনো এর চাইতে উত্তেজনাকর আর কিছু কখনো দেখতে পাব না। এবং আজ আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আমার ধারণা সঠিক ছিল।

নিজের আহম্মকির কারণে বিব্রত হয়ে আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাকে ভুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু জিমেনা ওরটিজ তাতে বাদ সাধল। আমাদের দুজনেরই পরিচিত, এমন বন্ধুদের মাধমে সে চিঠি পাঠাত ; প্রলুব্ধ করার মতো কথা, নৃশংস হুমকি এবং গুজবও ছড়াল যে আমরা একে অন্যের জন্যে পাগল হয়ে গেছি। যদিও আমরা একটি শব্দও বিনিময় করিনি। বুনো বিড়ালের মতো তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি, পোশাক পরিহিত অবস্থায় অথবা বিনা পোশাকেও তার শরীর সমান প্ররোচনা সৃষ্টি করার মতো, সোনালি রঙের ঘন চুল, যে চুলের রমণীয় সুবাস রাগে আমার মাঝে কান্নার সৃষ্টি করে। আমি জানতাম, এটি কখনো প্রেমে পরিণত হবে না। কিন্তু আমার জন্যে সে যে নিষ্ঠুর অমানবিক আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল তা এত জ্বলন্ত ছিল যে, আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সবুজ চোখবিশিষ্ট প্রতিটি বেশ্যার সাথে মিশে আমি স্বস্তি লাভের উদ্যোগ নিয়েছি। প্রাডোমার এর শয্যায় তার স্মৃতির আগুন আমি কখনো নিভাতে পারিনি। অতএব, তাকে বিয়ে করার জন্যে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠিয়ে আমার অস্ত্র তার কাছে সমর্পণ করলাম। আংটি বিনিময় ও ধুমধাম করে বিয়ের অনুষ্ঠান পেন্টিকস্টের আগে হবে বলে ঘোষণা করা হল।

এ খবরটি সামাজিক পরিমণ্ডলের চাইতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করল বেশ্যাপল্লি ব্যারিও চিনোতে। প্রথমে খবরটি নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ হল, কিন্তু বিষয়টি পুরোপুরি বিরক্তিতে পরিণত হল বিদগ্ধ রমণীদের কাছে, যারা বিয়েকে পবিত্র বন্ধনের চাইতে বরং হাস্যকর বলে বিবেচনা করত। আমাদের বাগদান অনুষ্ঠানে খ্রিষ্টান রীতি ও নৈতিকতার সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হল। কনের বাড়িতে অনুষ্ঠানস্থল সাজানো হয়েছিল আমাজোনিয়ান অর্কিড ও ফার্ন দিয়ে। সন্ধ্যা সাতটায় আমি ধবধবে সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়ে হস্তশিল্পজাত একটি মালা ও সুইস চকোলেট নিয়ে হাজির হলাম। আমরা কথা বললাম– অর্ধেকটা আধো আধো অস্পষ্টতায় এবং বাকিটা গুরুতরভাবে। এভাবে রাত দশটা পর্যন্ত আমরা ছিলাম জিমেনার ফুফু আর্জেনিদার তত্ত্বাবধানে, যিনি ঢুলতে ঢুলতে তখনকার এক উপন্যাসের নায়িকার অভিভাবিকার মতো ঘুমিয়ে পড়েন।

আমরা পরস্পরকে যত বেশি জানতে চেষ্টা করছিলাম, সে সময়ের মধ্যে জিমেনা অধিকতর কামাতুর হয় উঠছিল। জুন মাসের উত্তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে সে তার জামা, পেটিকোট কোনো কিছুই আর গায়ে রাখত না এবং এ পরিস্থিতিতে

রাতের অন্ধকারে তার শক্তি যে প্রচণ্ড হয়ে উঠত তা সহজেই কল্পনা করা যায়। বাগদানের দুমাস পর আমাদের বলার মতো আর কোনো কথাই অবশিষ্ট ছিল না। এবং কোনো কথা না বলে সে শুধু পশমি সুতা দিয়ে সদ্যজাত শিশুর জুতা বুনে সন্তানদের লালনপালনের প্রসঙ্গ আলোচনা করত। অত্যন্ত অনুগত প্রেমিকের মতো আমি তার কাছে বুনন শিল্প সম্পর্কে শিখতাম এবং এভাবে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত অর্থহীন বহু সময় কাটাতে হয়েছে আমাদেরকে। আমি ছেলে শিশুদের ছোট্ট নীল জুতা বুনেছি, আর সে মেয়ে শিশুর জন্যে তৈরি করেছে গোলাপি রঙের জুতা। আমরা দেখব যে কার ধারণা সঠিক হয়। এভাবে আমরা পঞ্চাশটির বেশি সন্তানের জন্যে যথেষ্ট জুতা তৈরি করে ফেলেছিলাম। রাত দশটার ঘণ্টা বাজার আগেই আমি ঘোড়ায় টানা গাড়িতে উঠে ব্যারিও চিনোতে গিয়ে ঈশ্বরের শান্তির আশ্রয়ে রাত কাটাতে চলে যেতাম।

ব্যারিও চিনোতে ওরা আমার কুমার জীবনের উন্মাতাল বিদায় জানানোর পর সামাজিক ক্লাবের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ও অসহনীয়। এই বৈপরীত্য থেকেই আমার পক্ষে স্থির করা সম্ভব হয়েছে এই দুটি বিশ্বের মধ্যে বাস্তবে কোনটি আমার নিজস্ব। এবং আমি আশা করতাম যে দুটি বিশ্বই আমার, প্রতিটিই উপযুক্ত সময়ে আমার সাথে ছিল। কারণ, দুটির একটি থেকে আরেকটিকে সরে যেতে দেখি দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে, যেন সাগরে দুটি জাহাজ দূরে চলে যাচ্ছে। বিয়ের আগের রাতে, এল পোদের ডি ডিওস এর নাচ ছিল শেষ অনুষ্ঠান, যা অনুষ্ঠিত হয়েছে কামাতুর এক গ্যালিসীয় যাজকের সামনে, যিনি সকল মহিলা কর্মচারীদের পর্দায় আবৃত করে কমলা রঙের পোশাক পরিধান করিয়ে এনেছেন, যেন বিশ্বজনীন এক পবিত্রতায় তারা সবাই আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। মহান পবিত্র একটি রাত যে রাতে বাইশটি তরুণী ভালোবাসা ও আনুগত্যের পথ করেছে এবং আমিও বিশ্বস্ততা ও যতদিন বেঁচে থাকব তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়ার প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করেছি।

অনিবার্য এক অমঙ্গলের আশংকায় আমি ঘুমাতে পারিনি। মাঝরাতে আমি গির্জার ঘণ্টা বাজার সময়ে প্রতিবার গণনা করেছি যে কটা বাজল। যখন সকাল সাতটার ঘণ্টা বাজল তখন আমার গির্জায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল। আটটায় টেলিফোন বাজতে শুরু করল, এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বাজল টেলিফোন দীর্ঘ লয়ে, অনিশ্চিতভাবে। আমি যে শুধু টেলিফোন ধরিনি তাই নয়, আমি দম পর্যন্ত নেইনি। দশটা বাজার একটু আগে কেউ দরজায় আঘাত করল, প্রথমে মুষ্টিবদ্ধ হাতে, এরপর উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে ডাকছিল। কণ্ঠগুলো আমার পরিচিত এবং লোকগুলোকে ঘৃণা করি। আমার ভয় হচ্ছিল যে ওরা দরজা ভেঙে ফেলবে, কিন্তু বেলা এগারোটার মধ্যে বাড়িতে নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করছিল, অতঃপর ঘটল বিপর্যয়। আমি ওর জন্যে কাঁদলাম এবং আমার নিজের জন্যেও। প্রার্থনা করলাম

BanglaBook.org

আন্তরিকভাবে যে সারা জীবন যাতে ওর সাথে আমার আর সাক্ষাৎ না হয় কোনো দেবদূত আমার কথা শুনে থাকবে, কারণ জিমেনা ওরটিজ সেই রাতেই দেশ ছেড়ে চলে যায় এবং বিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার আগে আর ফিরে আসেনি। সে বিয়ে করেছিল এবং সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, যেগুলো আমার সন্তান হতে পারত।

সামাজিক অবমাননার পর আমার পক্ষে 'এল ডিয়ারিও ডি লা পাজ' এ আমার অবস্থান ঠিক রাখা ও আমার কলামটি চালিয়ে নেয়া কঠিন ছিল। অবশ্য এ কারণে না হলেও, কর্তৃপক্ষ আমার কলামটি পত্রিকার এগারো পৃষ্ঠায় নিয়ে গেল। কারণ, এতে অন্ধ একটি আবেগ থাকে যার ফলে পাঠকের দৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দি ভেসে উঠে। উন্নয়ন নগরীর কাহিনীতে পরিণত হয়। সবকিছু পাল্টে যায়, উড়োজাহাজ আকাশে উঠে এবং ব্যবসায়ীরা চিঠিপত্রের লেখালেখি বাড়িয়ে দেয় এবং বিমান ডাক চালু হয়।

একটিমাত্র জিনিস শুধু বদলায়নি। তা হল পত্রিকায় আমার কলাম। তরুণ প্রজন্ম এসবের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনা করছিল যেন তারা অতীতের কোনো মমির ওপর আক্রমণ করছে তা ধ্বংস করার জন্যে। কিন্তু আমি একই ধারা বজায় রাখলাম পরিবর্তনের প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে। আমি সবকিছুর ব্যাপারে বধির হয়ে গেলাম। আমার বয়স তখন চল্লিশে পড়েছে। পত্রিকার তরুণ স্টাফ রাইটাররা আমার উপ-সম্পাদকীয়কে নাম দিল, 'কলাম অফ মুলারা দি বাস্টার্ড'। সে সময়ে যিনি সম্পাদক ছিলেন তিনি আমাকে তার অফিসে ডেকে সর্বশেষ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ে লিখতে বললেন। গাম্ভীর্য বজায় রেখে যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি ভেবেছেন, এমনভাবে বললেন, 'পৃথিবী সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।' আমি বললাম, 'জি হ্যাঁ, পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তা ঘুরছে সূর্যের চারপাশে।' তিনি আমার রোববারের কলাম রাখলেন, কারণ, তার পক্ষে আরেকজন ক্যাবল এডিটর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এখন আমি উপলব্ধি করছি যে, আমার ধারণাই যথার্থ ছিল এবং সেই যথার্থতার কারণও আমার জানা। আমার প্রজন্মের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা জীবনের প্রতি মোহগ্রস্ত ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবতা তাদেরকে শিখিয়েছে যে, তারা যে আগামীকালের স্বপ্ন দেখেছে তা আসলে তাদের স্বপ্নের মতো নয়, তার পূর্ব পর্যন্ত তারা তাদের ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার দেহ ও আত্মা সম্পর্কে পুরোপুরিই বিস্মৃত ছিল। অতএব, আমার রোববারের কলামটি রয়ে গেল। অতীতের ধ্বংসস্তূপের মাঝে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো। তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হল যে, আমার কলামটি শুধু বয়স্কদের জন্যে নয়, তরুণদের জন্যেও যাদের মাঝে বয়স্ক হওয়ার ভীতি কাজ করে না। অতঃপর আমার কলাম আবার উপ-সম্পাদকীয় বিভাগে ফিরে এল এবং বিশেষ উপলক্ষে প্রথম পৃষ্ঠায়।

BanglaBook.org

আমাকে যখনই কেউ বিয়ের কথা বলত, আমি সবসময় সত্য বলেছি, 'বেশ্যারা আমাকে বিয়ে করার মতো কোনো অবসর দেয়নি।' এখনো আমি স্বীকার করি যে আমার নব্বইতম জন্মদিনের পূর্ব পর্যন্ত আমার মনে এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যা আসেনি, বিশেষ করে আমি যখন রোসা ক্যাবারকাসের বাড়ি ছেড়ে আসি তখন সংকল্প করেছি যে, আর কখনো ভাগ্যকে প্ররোচিত করব না। নিজেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ বলে অনুভব করলাম আমি। আমার মনের অবস্থা খারাপ হল পার্কের রেলিং এর পাশ ঘেঁসে উচ্ছৃংখল জনতার ভিড় দেখে। বাড়ি ফিরে দামিয়ানাকে মেঝে পরিষ্কার করতে দেখলাম, চারটি কক্ষের মধ্যে তখন সে ছিল আমার লিভিং রুমে, এ বয়সে তার উরুর যে পরিপূর্ণতা তা আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে চাঙ্গা করে তুলল। সে নিশ্চয়ই আমার মনের অবস্থা অনুমান করতে পেরেছে, কারণ, স্কার্টের নিচের অংশ টেনে সে উরু আবৃত করল। আমি তাকে একথা বলার উত্তেজনা সামলে রাখতে পারলাম না যে, 'আমাকে কিছু বল দামিয়ানা, তুমি কী স্মরণ করছ।' সে উত্তরে বলল, 'কিছুই স্মরণ করছি না। কিন্তু তোমার প্রশ্ন আমাকে স্মরণ করতে সাহায্য করছে।' আমি আমার বুকের ওপর চাপ অনুভব করলাম। ওকে বললাম, 'আমি কখনো প্রেমে পড়িনি।' কোনোরকম দ্বিধা না করে সে উত্তর দিল, 'আমি পড়েছি,' কাজ বন্ধ না করেই সে কথা শেষ করল, 'আমি তোমার জন্যে দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে কেঁদেছি।' আমার হৃদপিণ্ড যেন একটি স্পন্দন হারাল। আলোচনাটির সম্মানজনক পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে আমি বললাম, 'আমরা একটি ভালো পরিবার গড়তে পারতাম।' তার উত্তর, 'ভালো কথা, কিন্তু এখন কথাটি আর তোমার মুখে মানায় না, কারণ, এখন তুমি আর আমার সান্ত্বনা লাভের জন্যেও ভালো কিছু নও।' যখন সে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছিল তখন অত্যন্ত সহজভাবে বলল, 'তুমি বিশ্বাস করো আর নাই করো, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমি এখনো কুমারী।'

একটু পরই আমি আবিষ্কার করলাম যে বাড়ির সর্বত্র ফুলদানিগুলো সে লাল গোলাপ ফুল দিয়ে পরিপূর্ণ করেছে এবং আমার বালিশের ওপর একটি কার্ড রেখে গেছে, 'আমি আশা করি তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছ।' মুখে বিস্বাদ নিয়ে আমি আমার কলাম লিখতে বসলাম, যেটি আগের দিন অসমাপ্ত অবস্থায় রেখেছিলাম। একটানা লিখে দুই ঘণ্টার কম সময়ে লেখা শেষ করলাম। মেক্সিকান এক কবি যেমনটি বলেছেন, 'রাজহাঁসে ঘাড় মটকে দাও', অনুরূপ জেদে হৃদয়ের কথাগুলো ব্যক্ত করলাম, আমার চোখের অশ্রু দেখার মতো কেউ ছিল না। অনুপ্রাণিত হওয়ার বিলম্বিত মুহূর্তে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমার কলামটির সমাপ্তি ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে যে, মৃত্যুবরণের বিষাদময় প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সুদীর্ঘ ও সম্মানিত একটি জীবনের সুখী উপসংহার টানতে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

আমার ইচ্ছা ছিল পত্রিকা অফিস গিয়ে সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে কলামটি রেখে আমি বাড়ি ফিরে আসব। কিন্তু তা পারলাম না। সকল সাংবাদিক কর্মচারী আমার জন্মদিন উদযাপনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। অফিস ভবনটি নতুন করে সংস্কার চলছিল। সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মাচা ও আবর্জনা, কিন্তু আমার অপেক্ষায় তারা কাজ বন্ধ রেখেছিল। কাঠমিস্ত্রিদের একটি টেবিলে পানীয়ের বোতল ও গ্লাস এবং জন্মদিনের উপহারের মোড়ানো প্যাকেট। ক্যামেরার ফ্লাসের ঝলমলানির মধ্যে আমি সকলের সাথে ছবি তুললাম, যা স্মৃতি হিসেবে রাখা যাবে।

আমি রেডিওর খবর পাঠ এবং শহরের অন্যান্য সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের দেখে আনন্দিত হলাম, পত্রিকাগুলো হল রক্ষণশীল 'লা পারসা', উদারপন্থী দৈনিক 'এল হেরাল্ডো', উত্তেজনা ছড়ানোর ট্যাবলয়েড 'এল ন্যাশনানিওল', যে কাগজটি মানুষের উত্তেজনা লাঘবের জন্যে প্রেম ও আবেগমূলক ধারাবাহিক কাহিনীগুলো সরসভাবে বর্ণনা করে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, কাগজগুলো শহরটির স্বার্থে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে একযোগে সম্পাদকীয় লড়াই শুরু করে।

সরকারি সেন্সর কর্মকর্তা ডন জেরোমিনো ওরটেগাও উপস্থিত হয়েছেন, যদিও তিনি তার যখন কাজের সময় তখন নিয়মিত আসেন না, যাকে আমরা বলে থাকি 'মানুষ নয়– বমনযোগ্য'। কারণ তিনি উপস্থিত হন সরকারি কর্তার প্রতিক্রিয়াশীল লাল পেন্সিল হাতে সকাল ঠিক নটায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিশ্চিত হন যে সকালের সংস্করণে আপত্তিকর বা শাস্তিযোগ্য কোনো শব্দ যাচ্ছে না ততক্ষণ তিনি অবস্থান করেন। আমার প্রতি তার ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণা ছিল, হয় আমার ভাষা বিষয়ক জ্ঞানের কারণে অথবা আমি উদ্ধৃতি চিহ্ন প্রয়োগ না করেই অথবা ইটালিক ধাঁচে ইটালীয় শব্দ প্রয়োগ করার কারণে, বিশেষত যেক্ষেত্রে ইটালীয় শব্দগুলো স্প্যানিশের চাইতে অধিক অর্থবোধক থাকে। ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ রীতি সচরাচর অনুসরণ করা হয়ে থাকে। চার বছর ধরে তাকে সহ্য করার পর শেষপর্যন্ত আমরা তাকে মেনে নিয়েছিলাম চরম বিরক্তি নিয়ে।

নব্বইটি জ্বালানো মোমবাতি শোভিত জন্মদিনের কেক বয়ে নিয়ে এল কর্মচারীরা। এই প্রথমবার আমার বয়স হিসাব করে এতগুলো মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। জন্মদিনের কোরাস গাওয়ার সময় আমি অশ্রু গোপন করলাম এবং অকারণেই মেয়েটির কথা ভাবনায় এল। কোনো তিক্ততা বা বিদ্বেষের কারণে নয়, বরং একটি সৃষ্টির জন্যে বিলম্বিত আবেগে, যার সম্পর্কে আমি দ্বিতীয়বার ভাবতে চাইনি। মুহূর্তটি কেটে গেলে কেউ আমার হাতে একটি ছুরি তুলে দিল কেক কাটার জন্যে। আমার বক্তব্যে হাসির উদ্রেক হবে ভেবে কেউ আর আমাকে বক্তব্য

BanglaBook.org

পেশ করতে বলার ঝুঁকি নিল না। কারো অনুরোধে কথা বলার চেয়ে বরং আমার কাছে মরে যাওয়াই ভালো। অনুষ্ঠান শেষ করার জন্যে প্রধান সম্পাদক, যে লোকটিকে আমি খুব পছন্দ করতাম না, তিনি সকলকে কঠোরভাবে বললেন যার যার কাজে ফিরে যেতে। আমাকে বললেন, 'হে কীর্তিমান নব্বই এর অধিকারী, আপনার কলাম কোথায় ?'

আসল সত্য হচ্ছে, পুরো বিকেল ধরে আমি আমার পকেটে এটির অস্তিত্ব অনুভব করেছি জ্বলন্ত কয়লার মতো, কিন্তু আবেগ আমাকে এতটা গভীরভাবে ছিদ্র করে ফেলেছিল যে আমার পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে আমি অনুষ্ঠানটিকে মাটি করে দিতে চাইনি। আমি বললাম, 'এ উপলক্ষে আমার কাছে কিছু নেই।' প্রধান সম্পাদক এই ব্যতিক্রমে নিঃসন্দেহে বিরক্ত হলেন যেন বিগত শতাব্দি থেকেই এটি তার ধারণার অতীত একটি ব্যাপার। বললাম, 'একবার ভেবে দেখুন, গতরাত আমার জন্যে অত্যন্ত কঠিন একটি রাত ছিল যে, আমি দারুণ জড়তার মতো ঘুম থেকে জেগেছি।' বিরক্তিপূর্ণ রসিকতায় তিনি বললেন, 'ভালো কথা, 'আপনি তো সে সম্পর্কেও লিখতে পারতেন। পাঠকরা নিশ্চয়ই জানতে পছন্দ করত যে, নব্বই বছরে জীবন কেমন।' তার সেক্রেটারিদের একজনের আবির্ভাবে কথা বাধাগ্রস্ত হল। নিশ্চয়ই উপাদেয় ধরনের কোনো গোপনীয়তা হবে। সম্পাদককে বলার পর আমার দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকাল, 'তাই নয় কি ?' জ্বলন্ত ফ্লাস আমার মুখের ওপর দিয়ে যেন বয়ে গেল। 'গোল্লায় যাক', আমি ভাবলাম, 'লজ্জা পাওয়া এক ধরনের আনুগত্যহীনতা।' আরেকজন সেক্রেটারি এসে আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। কী চমৎকার ! এখনো তোমার মাঝে লাজরক্তিম হওয়ার ঐশ্বর্য রয়েছে। তার ধৃষ্টতা আগের চাইতেও অধিক প্ররোচনামূলক। 'রাতটি নিশ্চয়ই ব্যতিক্রমী কিছু হয়ে থাকবে,' প্রথম সেক্রেটারি বলল, 'আপনার জন্যে আমার যা ঈর্ষা হয়।' আমার গালে সে একটি চুমু দিল, যার দাগ রয়ে গেল আমার মুখের ওপর। ফোটোগ্রাফাররা ক্ষমাহীন। হতবাক হয়ে আমি প্রধান সম্পাদকের কাছে আমার লেখাটি দিয়ে তাকে বললাম যে আগে যা বলেছি তা নিছক রসিকতা। অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়ার মতো, শেষ মুহূর্তের উচ্ছ্বাস ও হাততালিতে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। অতএব, আমি সরে গেলাম যাতে তারা বুঝতে না পারে যে, এটি অর্ধ শতাব্দির দাসত্বের পর আমার পদত্যাগপত্র।

সেই রাতে বাসায় বসে যখন উপহারের প্যাকেটগুলোর মোড়ক খুলছিলাম, তখনো আমি বেশ উৎকণ্ঠিত ছিলাম। লাইনোটাইপিস্টরা ভুল করে একটি ইলেকট্রিক কফিপট দিয়েছে, আগের জন্মদিনগুলোতে পাওয়া আরো তিনটি এরকম কফিপট আছে আমার। টাইপোগ্রাফাররা আমাকে পৌরসভার প্রাণী আশ্রম থেকে একটি অ্যাঙ্গোরা বিড়াল বেছে নিতে বলেছে। পত্রিকার ব্যবস্থাপনা আমাকে

BanglaBook.org

সম্মান দিয়েছে একটি প্রতীকী বোনাস দিয়ে মহিলা সেক্রেটারিরা আমাকে উপহার দিয়েছে চুম্বনের ছাপযুক্ত তিন জোড়া সিল্ক আন্ডারওয়্যার এবং একটি কার্ডে লিখেছে আমার জন্য সেগুলো খুলে দেবে। আমার মনে হল বৃদ্ধ বয়সের আনন্দ হল আমাদের তরুণী বন্ধুদের প্ররোচনা, যারা বৃদ্ধদের সাথে অন্তরঙ্গ হতে চায় এই বিবেচনায় যে, আমরা অব্যবহারযোগ্য।

আমি কখনো খুঁজে পাইনি যে আমার কাছে স্টেফান আসকেনাসি'র বাজানো চপিনসের টুয়েন্টি ফোর মিউজিকের রেকর্ডটি কোত্থেকে এল। লেখকদের অধিকাংশই আমাকে তাদের বহুল প্রচারিত বই উপহার দিয়েছে। উপহারের প্যাকেটগুলো খোলা শেষ না হতেই রোসা ক্যাবারকাস ফোনে একটি প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু করল যা আমি শুনতে চাইনি মেয়েটির সাথে তোমার কী হয়েছিল ? কোনো কিছু চিন্তা না করেই বললাম, 'কিছুই না।' রোসা ক্যাবারকাস বলল, 'তুমি ওকে ঘুম থেকেই জাগালে না, আর মনে করছ কিছু হয়নি। কোনো মেয়ে মানুষ এমন কোনো পুরুষকে কখনো ক্ষমা করতে পারে না, যে তার প্রথম উপহারকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে।' 'আমার ধারণা হয়েছিল যে, মেয়েটি জামায় বোতাম লাগানোর কারণে এতটা ক্লান্ত হতে পারে না এবং সম্ভবত সে বিপজ্জনক মুহূর্তের ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করেছিল।' রোসা বলল, 'একটি বিষয় খুবই গুরুতর যে সে আসলেই বিশ্বাস করে যে তোমার মাঝে আর কোনো সক্ষমতা নেই, আর বিষয়টি প্রচার করে বেড়াক আমি তা চাই না।'

আমি মেয়েটিকে বিস্মিত করে তাকে পরিতৃপ্তি দেইনি। রোসাকে বললাম, 'যদি ব্যাপারটি ঘটত তাহলে ওর এমন দুর্দশা হত তাহলে ওর পক্ষে ঘুমে কিংবা জাগ্রত অবস্থায়ও গণনা করা সম্ভব হত না। হাসপাতালে যেতে হত ওকে।' রোসা ক্যাবারকাস তার কণ্ঠ নিচু করল, 'সমস্যা হচ্ছে, কতটা চটজলদি করে ব্যাপারটা আয়োজন করতে হয়েছে, কিন্তু তুমি দেখবে, এর একটা নিষ্পত্তি হবে।' সে প্রতিশ্রুতি দিল মেয়েটির কাছে রাতের ঘটনার স্বীকারোক্তি আদায় করবে এবং ঘটনা সত্য হলে তাকে অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য করবে। আরো বলল, 'এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত ?' আমি বললাম, 'আরে বাদ দাও, কিছুই ঘটেনি। আসলে এর ফলে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি এ ধরনের একটি উদ্যোগ নেয়ার অবস্থায় নেই। সেদিক থেকে মেয়েটির কোনো দোষ নেই। আমার পক্ষেই এসব আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' ফোন রেখে দিলাম। মনটা একটি অনুভূতিতে পূর্ণ হল যে জীবনে এমন মুক্তির স্বাদ আর পাইনি। এক ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত হলাম যা আমাকে আটকে রেখেছিল আমার তেরো বছর বয়স থেকে।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় বেলাস আর্টেস কনসার্টে আমাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যেখানে জ্যাক থিবল্ট ও আলফ্রেড কবোট সিম্পনি পরিবেশন করবে, যাদের ভায়োলিন ও পিয়ানোতে সিজার ফ্রাংকের

BanglaBook.org

সোনাটা (বেহালা ও পিয়ানো সহযোগে সৃষ্ট সুর) অত্যন্ত উচ্চ মার্গের এবং বিরতির সময়ে আমি তাদের অসামান্য প্রশংসা শুনলাম দর্শক শ্রোতাদের পক্ষ থেকে। আমাকে বিখ্যাত সুরশিল্পী উস্তাদ পেড্রো বিয়াভা টেনে ড্রেসিং রুমে নিয়ে গেলেন শিল্পীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। আমি এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি সুমানের একটি সোনাটার জন্যে তাদেরকে অভিনন্দন জানালাম এবং একজন খানিকটা অসৌজন্যমূলকভাবেই আমাকে সবার সামনে সংশোধন করে দিল। উপস্থিত লোকদের ধারণা হল যে সংগীতের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে যে অবস্থা বিরাজ করছে সে কারণেই অজ্ঞতাবশত আমি দুটি সোনাটার মধ্যে যে পার্থক্য তা গুলিয়ে ফেলেছি। ব্যাপারটা আরো গুলিয়ে গেল কনসার্ট সম্পর্কে আমার রোববারের পর্যালোচনায়, যেখানে আমি একটি ব্যাখ্যা দেয়ার মাধ্যমে আমার ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলাম।

আমার সুদীর্ঘ জীবনে এই প্রথমবার আমি কাউকে হত্যা করতে সক্ষম বলে অনুভব করলাম। ছোটো ছোটো বজ্জাতদের দ্বারা পীড়িত লাঞ্ছিত হয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। যারা আমাদের কানের কাছেই ফিসফিস করে বলেছে অপমানজনক উত্তর, যে উত্তর আমরা সঠিক সময়ে দেইনি এবং পড়াশোনা করে বা গান শুনেও আমার ক্রোধ প্রশমিত হল না। সৌভাগ্যের ব্যাপার যে রোসা ক্যাবারকাস টেলিফোনে চিৎকার করে আমাকে উন্মত্ত অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনল, 'কাগজে যা লেখা হয়েছে তাতে আমি খুশি, কারণ, আমি ভেবেছিলাম তোমার বয়স একশোতে পড়ছে, নব্বই-এ নয়।' ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলাম, 'তোমার কি মনে হয়, আমি ওরকম বিধ্বস্ত ?' সে বলল, 'মোটেও নয়। আমি তো বরং অবাক হয়েছি যে তোমাকে দেখতে বেশ সুন্দর আর চাঙা লাগছে। আমি খুব খুশি যে তুমি ওইসব নোংরা বুড়োদের মতো নও, যারা বলে যে তারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে বলে লোকজন ভাবে যে তারা ভালো আছে।' এবং কথা না থামিয়ে সে শুধু প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'তোমার জন্যে আমার উপহার প্রস্তুত।' আমি যথার্থই বিস্মিত হলাম, 'সেটা কী ?' রোসা উত্তর দিল, 'সেই মেয়েটি।'

আমি এমনকি ক্ষণিকের জন্যেও এ ব্যাপারে ভাবতে রাজি নই। বললাম, 'তোমাকে ধন্যবাদ, কিন্তু সেটা তো সেতুর নিচের পানির মতো।' না থেমে সে কথা বলে চলেছিল, 'ইন্ডিয়ান পেপারে মুড়ে আমি ওকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। ওর গায়ে মাখানো থাকবে চন্দন বাটার প্রলেপ। পুরোপুরি ফ্রি, বিনে পয়সায়।' আমার সিদ্ধান্তে আমি দৃঢ়, কিন্তু সে পাথুরে দৃঢ়তায় ব্যাখ্যা দিল, যার ফলে আমার মনে হল সে অত্যন্ত আন্তরিক। রোসা ক্যাবারকাস বলল যে, গত শুক্রবার মেয়েটির এমন বাজে অবস্থা ছিল যে তাকে সুই দিয়ে দুশো বোতাম লাগাতে হয়েছে। এবং এটাও সত্য যে ব্যাপারটায় রক্তপাত ঘটতে পারে। কিন্তু তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া ছিল এই ত্যাগ স্বীকার করার জন্যে। আমার সাথে

BanglaBook.org

রাত কাটানোর সময় সে শয্যা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়েছিল এবং আমি এত গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিলাম যে আমাকে ঘুম থেকে জাগানোটা লজ্জার ব্যাপার হবে। এরপর সকালে আবার যখন ওর ঘুম ভাঙে আমি তখন চলে এসেছি। তার কথাগুলো আমার মনে হল অর্থহীন মিথ্যাচার এবং রুষ্ট হয়ে উঠলাম আমি। 'ঠিক আছে' রোসা বলল, 'যাই হয়ে থাকুক না কেন, মেয়েটি দুঃখিত। বেচারি, এখন সে আমার সামনেই আছে। তুমি কি ওর সাথে একটু কথা বলবে ?' আমি বললাম, 'না, ঈশ্বরের দোহাই !'

পত্রিকা থেকে সম্পাদকের সেক্রেটারি টেলিফোন করার পর আমি লিখতে শুরু করেছি। আমাকে বলা হয়েছে যে, সম্পাদক মহোদয় পরদিন বেলা এগারোটায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। আমার সময় জ্ঞান টনটনে। যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে দেখলাম সাজসজ্জার কাজ তখনো শেষ হয়নি, হাতুড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, সিমেন্টের ধূলি উড়ছে, আলকাতরা গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সম্পাদকীয় দফতরে হৈহল্লার নিয়মিত চর্চা বহাল আছে। অন্যদিকে সম্পাদকের রুমটি নীরব, বরফশীতল– যেন আদর্শ একটি রাজ্য, যেটি আমাদের নয়।

আমাকে আসতে দেখে তৃতীয় সম্পাদক মারকো তুলিও স্বভাবসুলভ কৌতূহলী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু টেলিফোনে কথা বলা বন্ধ করলেন না। টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাত মিলিয়ে ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। আমার মনে হল যে ফোনের অপর প্রান্তে আসলে কেউ নেই। তিনি মিছেমিছি ফোনে কথা বলার ভান করছেন আমার ওপর প্রভাব ফেলার জন্য। কিন্তু শিগগিরই আমার ভ্রম ভাঙল যে, তিনি গভর্নরের সাথে কথা বলছেন এবং বাস্তবে দু'জন আন্তরিক দুশমনের মধ্যে অত্যন্ত জটিল কথোপকথন। আমার বিশ্বাস হল যে, আমার উপস্থিতিতে তিনি আরো দৃঢ়তার সাথে কথা বলার সাধ্য মতো চেষ্টা করছেন। তাছাড়া যতক্ষণ কথা বললেন, ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

সুদর্শন চেহারার সাথে লক্ষণীয় দৃঢ়তা তার মাঝে। তার বয়স মাত্র ঊনত্রিশ বছরে পড়েছে। চারটি ভাষা তার জানা এবং তিনটি আন্তর্জাতিক মাস্টার্স ডিগ্রি রয়েছে, প্রথম আজীবন প্রেসিডেন্টের মতো নন তিনি। তার দাদা শ্বেতাঙ্গ দাস ব্যবসায়ী হিসেবে বিপুল বিত্তের অধিকারী হবার পর জ্ঞানান্বেষী সাংবাদিকে পরিণত হয়েছিলেন। তার সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, চেহারা ও ভাবভঙ্গি ব্যতিক্রমী ধরনের সুন্দর এবং একমাত্র যে জিনিসটি তার বৈশিষ্ট্যকে বিপজ্জনক করে তুলেছে তা হল তার কণ্ঠে ন্যাকামি। তার পরনে একটি স্পোর্টস জ্যাকেট, বুকে একটি তাজা অর্কিড যুক্ত এবং পরিধেয় প্রতিটি বস্ত্র চমৎকারভাবে মানানসই। যেন এগুলো তার স্বাভাবিকতার অংশ, যদিও কোনোটিই রাস্তায় যে আবহাওয়া তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, শুধু বসন্তকালে অফিসে পরার জন্যে। আমি প্রায় দুঘণ্টা

BanglaBook.org

সময় নিয়েছি পোশাক পরতে কিন্তু এ অবস্থায় আমার দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতা অনুভব করলাম এবং আমার ক্রোধ আরো বাড়ল।

পত্রিকার পঁচিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তোলা কর্মচারীদের ফোটোগ্রাফে এখনো নশ্বর বিষটির অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, যে ছবিতে ইতিমধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মাথার ওপর ছোটো করে ক্রস এঁকে দেয়া হয়েছে। আমার অবস্থান ডানদিক থেকে তৃতীয়। মাথায় খড়ের টুপি, মোটা করে বাঁধা টাই এর যুক্ত মুক্তাশোভিত একটি টাইপিন, বেসামরিক কর্নেলের মতো আমার প্রথম গোঁফ, যা আমার চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিল এবং মেটালিক ফ্রেমের চশমা, যা দিয়ে আমাকে দেখতে সেমিনারের প্রাজ্ঞ বক্তার মতো দেখায়, সেটিও আমার বয়স অর্ধ শতাব্দি হওয়ার পর আর প্রয়োজন পড়েনি। বছরের পর বছর ধরে এই ছবি পত্রিকাটির বিভিন্ন অফিসে টানানো দেখে এসেছি, কিন্তু সেদিনই শুধু এর বার্তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। ছবিতে আটচল্লিশ জন লোকের মধ্যে মাত্র চারজন এখনো জীবিত আছে। এবং জীবিত চারজনের সর্ব কনিষ্ঠজন বেশ কটি হত্যাকাণ্ডের অপরাধে বিশ বছরের জন্যে কয়েদ বাস করছে।

সম্পাদক ফোনে কথা বলা শেষ করলেন। আমাকে ছবিটির পানে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় দেখে হাসলেন। বললেন, 'ওই ছোটো ক্রসগুলো আমি আঁকিনি, এটা অত্যন্ত বাজে রুচির কাজ।' চেয়ারে বসে তিনি সুর পাল্টালেন, 'আমাকে একটি কথা বলার অনুমতি দিন যে, আমার পরিচিতজনের মধ্যে আপনি এমন একজন যার সম্পর্কে পূর্ব ধারণা করা যায় না।' আমাকে বিস্মিত হতে দেখে তিনি আমার বক্তব্য বুঝে নিয়ে বললেন, 'আমি কথাটা বলছি আপনার পদত্যাগ করার কারণে।' আমি বলতে পারলাম, 'পুরো একটি জীবন তো কাটালাম।' উত্তরে তিনি বললেন যে, শুধুমাত্র সেই কারণে এটি উপযুক্ত কোনো সমাধান ছিল না। আমার কলাম তার কাছে অত্যন্ত চমৎকার মনে হয়েছে। বার্ধক্য সম্পর্কে সবকিছু বলা হত আমার লিখায়, এ সম্পর্কে এর চাইতে সেরা কিছু তিনি আর পাঠ করেননি। অতএব, এর সমাপ্তি টানার কোনো মানে ছিল না, যে সিদ্ধান্তকে তার কাছে অনেকটা বেসামরিক মৃত্যু বলে মনে হয়। তিনি বললেন, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাগুলো একত্রিত করে 'বমনযোগ্য কারো পাঠোপযোগী নয়' পাঠ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারো সাথে পরামর্শ না করে তিনি পেন্সিল দিয়ে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত কাটলেন। তিনি বললেন, 'আজ সকালে যখন দেখতে পেলাম তখন সরকারের কাছে একটি প্রতিবাদ পাঠালাম। এ আমার কর্তব্য, কিন্তু আমাদের মাঝে, আমি বলতে পারি যে, সেন্সরের খামখেয়ালিপনায় আমি কৃতজ্ঞ। যার অর্থ হচ্ছে, আমি কলামটির অনুপস্থিতি মেনে নিতে প্রস্তুত নই। আমি আন্তরিকভাবে আপনাকে অনুরোধ করছি যে মাঝ সাগরে আপনি জাহাজ ছেড়ে যাবেন না।' রাজকীয় ভঙ্গিতে তিনি তার

BanglaBook.org

বক্তব্য শেষ করলেন। 'সংগীত নিয়ে আমাদের আলোচনা করার এখনো অনেক সময় আছে।' তার সিদ্ধান্ত এত দৃঢ় মনে হল যে পাল্টা যুক্তি দিয়ে আমাদের মতানৈক্যকে আরো বৃদ্ধি করার মতো সাহস হল না আমার। আসলে, সমস্যাটা ছিল যে, এমন একটি অবস্থায়ও আমার পক্ষে বাঁধাধরা কাজ ছেড়ে দেয়ার মতো সুন্দর কোনো যুক্তি ও নতুন করে তাকে 'হ্যাঁ' বলার সময় পাওয়া আমার জন্যে ভীতিকর ছিল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমাকে, যাতে তিনি আমার চোখে অশ্রু আনার মতো নির্লজ্জ আবেগ লক্ষ না করেন। এবং আমি পুনরায়, বরাবরের মতোই বহু বছর পর সেখানেই ছিলাম যেখানে আমরা সমসময় ছিলাম।

পরবর্তী সপ্তাহে আনন্দ লাভের চাইতে বরং দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হওয়ার মতো অবস্থা হল আমার। ছাপাখানার লোকজন জন্মদিনের উপহার হিসেবে আমাকে যে বিড়ালটি দিয়েছে সেটি নিতে আমি প্রাণীশালায় গেলাম। জীব জানোয়ারের সাথে আমার খুব বনিবনা হয় না, শিশুরা কথা বলতে শিখলে যে অবস্থার সৃষ্টি করে জীবজন্তু সামলানোর ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন মনে হয়। জীবের আত্মা মনে হয় বোবা। আমি কোনো জীবের প্রতি ঘৃণা পোষণ করি না, কিন্তু জীবকে সহ্য করতে পারি না আমি, কারণ আমি কখনো ওদেরকে মানিয়ে নিতে শিখিনি। কোনো লোক যদি তার স্ত্রীর চাইতে কুকুরের সাথে উত্তম সমঝোতা করতে পারে তাহলে তা প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলে আমি মনে করি। কুকুরকে খাওয়াতে শিখানো, মলত্যাগের সময় নির্ধারণ করা, তার প্রশ্নের উত্তর দেয়া ও তার সুখের অংশীদার হওয়া– সবই প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি যদি ছাপাখানার টাইপোগ্রাফারদের দেয়া বিড়ালটি না নিই তাহলে তা তাদের জন্যে অপমানজনক মনে হবে। তাছাড়া এটি গোলাপি উজ্জ্বল রং, জ্বলজ্বলে চোখবিশিষ্ট আবিসিনিয়া প্রজাতির সুন্দর একটি নিদর্শন। এবং বিড়ালটি যেভাবে 'মিউ' ডাকে তা মানুষের মুখের শব্দের প্রায় কাছাকাছি। প্রাণীশালার লোকজন একটি বেতের ঝুড়িতে তুলে বিড়ালটি আমাকে দিল, সাথে একটি সার্টিফিকেটে বিড়ালের বংশপরিচয় ও মালিকের পরিচয়, বাইসাইকেল সংযোজনের ম্যানুয়েলের মতো।

একটি সেনা টহল দল পথচারীদের পরিচয় যাচাই করছিল তাদেরকে স্যান নিকোলাস পার্ক পেরিয়ে যেতে দেয়ার আগে। আমি আগে কখনো এমনটি দেখিনি এবং এর চেয়ে অধিক হৃদয়বিদারক কিছু দেখিনি, হতে পারে এটি আমার বার্ধক্যজনিত জটিলতার অংশ। একজন অফিসারের নেতৃত্বে চারজন সৈনিকের টহল দল, অফিসারটি দেখতে প্রায় কিশোরের মতো। সৈনিকরা পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা, রুক্ষ ও নীরব, যাদের শরীর থেকে অশ্বের আস্তাবলের গন্ধ বেরুচ্ছিল। সমুদ্র সৈকতে আন্দিজ এলাকার লোকদের মতো লাল রঙের গালবিশিষ্ট অফিসারের চোখ সৈনিকদের ওপর। আমার পরিচয়সূচক কাগজপত্র ও প্রেসকার্ড দেখে অফিসার জানতে চাইলেন যে ঝুড়িতে আমি কী বহন করছি। আমি বললাম,

'একটি বিড়াল।' তিনি বিড়ালটি দেখতে চাইলেন। আমি সতর্কতার সাথে ঝুড়ির মুখ খুললাম যাতে বিড়াল পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু একটি সৈনিক ঝুড়ির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নিচের অংশে কিছু আছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলে বিড়াল তার হাতে আঁচড় বসায়। অফিসার হস্তক্ষেপ করলেন, 'এটি অ্যাঙ্গোরা প্রজাতির বিড়াল।' বিড়ালটি টেনে বের করে বিড়বিড় করে কিছু বললেন। বিড়ালটি তাকে আক্রমণ না করলেও তার প্রতি মনোযোগও দিল না। তিনি জানতে চাইলেন, 'এটির বয়স কত।' আমি উত্তর দিলাম, 'আমার জানা নেই, এটি আমাকে দেয়া হয়েছে মাত্র।' তিনি আবার বললেন, 'আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি, কারণ আপনিই দেখুন, এটি বেশ বয়স্ক, সম্ভবত দশ বছর হবে।' আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হল যে তিনি কেমন করে জানলেন। আরো কিছু বিষয়ে জানতে ইচ্ছা হল। কিন্তু তার ভালো ব্যবহার এবং সুন্দর কথাবার্তার কারণে আমার সাহস হল না এসব প্রশ্ন করার। 'আমি ভেবেছিলাম, লাওয়ারিশ একটা বিড়াল, ভালো অবস্থায় থাকার সুযোগ পাচ্ছে,' তিনি বললেন। 'এটির দিকে লক্ষ রাখবেন, আপনার সাথে খাপ খাইয়ে নেবে এমন আশা করবেন না, আপনিই বরং ওর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করুন এবং ওর আস্থা অর্জন না করা পর্যন্ত ওকে ওর মতোই থাকতে দিন। ঝুড়ির মুখ বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, 'আপনি কী ধরনের কাজ করেন ?' বললাম, 'আমি একজন সাংবাদিক।' 'কতদিন যাবত এ কাজ করছেন ?' উত্তর দিলাম 'এক শতাব্দি ধরে।' আমার সাথে হাত মিলিয়ে একটি বাক্য দিয়ে তিনি বিদায় জানালেন, বাক্যটি হয় ভালো উপদেশ অথবা হুমকিও হতে পারে 'আপনার নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন।'

দুপুর বেলায় আমি টেলিফোন সংযোগ কেটে দিলাম সংগীতের একটি সুন্দর প্রোগ্রাম উপভোগ করার জন্যে— ক্ল্যারিনেট ও অর্কেস্ট্রা সহযোগে ওয়াগনারের র‍্যাপসোডি, স্যাক্সোফোনে ডেবুসি'র র‍্যাপসোডি এবং ব্রুকনারের সেতারের সুর, যা তার সংগীতের বিশেষত্ব। এবং মুহূর্তের মধ্যে আমি নিজেকে সুরের পাঠের অন্ধকারের মাঝে আবিষ্ট দেখতে পেলাম। টেবিলের নিচ দিয়ে কিছু একটা সরে গেল, কিন্তু তা জীবন্ত কিছু বলে আমার মনে হল না, বরং একটি অতিপ্রাকৃতিক উপস্থিতি যেন আমার পা ঘেঁসে চলে গেল। চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালাম আমি। এটি ছিল মনোরম রোমশ লেজসহ বিড়ালটি, রহস্যময় পরিচয়বিশিষ্ট জীব। মানুষ নয় এমন একটি জীবিত অস্তিত্বের সাথে একা বাড়িতে থাকার কারণে আমার কাঁপুনি থামছিল না।

গির্জার ঘণ্টা যখন সাতটা বাজার ঘোষণা দিল তখন গোলাপি রঙের আকাশে একটি স্বচ্ছ তারা জ্বলছিল, একটি জাহাজে বিদায়ী ভেঁপু বাজল, আমি আমার গলায় একটি শক্ত দলা অনুভব করলাম, সমুদয় ভালোবাসা, যা থাকতে পারত, কিন্তু নেই। আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব নয়। আমি ফোন তুলে নিলাম,

BanglaBook.org

আমার হৃদপিণ্ড মুখে উঠে এসছে, ধীরে চারটি সংখ্যা গুনে গুনে রিং করলাম যেন ভুল না হয় তৃতীয়বার অপর প্রান্তে রিং হওয়ার পর ফোন তুললে আমি কণ্ঠ চিনতে পারলাম 'ঠিক আছে রমণী', স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'সকালে আমি যে ক্ষেপে উঠেছিলাম সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করো।' সে প্রশান্ত, 'ও নিয়ে তুমি ভেবো না। আমি তোমার ফোনের আশা করছিলাম।' তাকে বললাম, 'আমি মেয়েটিকে ঠিক সে অবস্থায় প্রতীক্ষারত দেখতে চাই। ঠিক ঈশ্বর যেভাবে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং ওর মুখে কোনো রং থাকতে পারবে না।' সে হাসল, মোটা গলার হাসি 'তুমি যেমন বল। কিন্তু তুমি ওর কাপড় একটি একটি করে খোলার আনন্দ হারাবে, বৃদ্ধ লোকেরা যে কাজটি করতে পছন্দ করে, আমি জানি না কেন।' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি জানি, কারণ তারা ক্রমেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।' আমার বক্তব্যকে সে নিষ্পত্তি হয়েছে বলে ধরে নিল।

'ঠিক আছে', সে বলল। 'তাহলে আজ রাত ঠিক দশটায়, সে শীতল হয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই।'

BanglaBook.org

তিন

ওর নামটা কী হতে পারে ? মালিক আমাকে নাম বলেনি। সে যখন আমাকে ওর সম্পর্কে বলেছে তখন শুধু বলেছে, 'মেয়েটি লা নিনা।' আমি সেটিকে একটি নাম দিয়েছি, আমার স্বপ্নের মেয়ে অথবা আশ্রয়ে ক্ষুদ্রতমটি। এছাড়া, রোসা ক্যাবারকাস তার বাড়ির মেয়েগুলোকে প্রতিটি খদ্দেরের কাছে পাঠায় ভিন্ন ভিন্ন নামে। তাদের মুখ দেখে নাম সম্পর্কে অনুমান করতে আমার মজা লাগে। এবং শুরু থেকেই আমি নিশ্চিত ছিলাম যে মেয়েটির দীর্ঘ একটি নাম হবে, যেমন, ফিলোমেনা, সেটুরনিনা, অথবা নিকোলাসা। আমি যখন এ নিয়ে ভাবছিলাম তখন মেয়েটি অর্ধেক ঘুরে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুল, দেখতে মনে হচ্ছিল তার দেহের আকৃতির সমান রক্তের দাগ লেগে আছে বিছানায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হল যে বিছানার চাদর তার ঘামে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে ততক্ষণ ধরে আমার মাঝে বিস্ময় কাজ করছিল।

রোসা ক্যাবারকাস আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল ওর সাথে সতর্ক ব্যবহার করতে, যেহেতু এখনো তার মাঝে প্রথমবারের আতংক কাজ করছে। তদুপরি, আমার বিশ্বাস নিয়মরীতির ভাবগাম্ভীর্যতা তার ভীতিকে আরো বৃদ্ধি করেছে, অতএব, ভ্যালেরিয়ানের মাত্রা আরো বাড়াতে হবে, কারণ সে এত স্থির নিশ্চয়তায় ঘুমিয়েছে যে তাকে ঘুম জাগানিয়া গান না গেয়ে জাগানো লজ্জাজনক একটি ব্যাপার হবে। সে কারণে রাজার কনিষ্ঠ কন্যা ডেলগাদিনার কানে কানে গাওয়া গানটি ফিসফিসিয়ে গাইতে গাইতে তোয়ালে দিয়ে ওর ঘাম মুছে দিচ্ছিলাম। আমার ঘাম মোছার সময়ে গানের ছন্দের তালে তালে সে তার ঘর্মাক্ত মাংসল নিতম্ব প্রদর্শন করছিল আমাকে– 'ডেলগাদিনা, ডেলগাদিনা, তুমিই আমার প্রিয় ভালোবাসা'। এ এক সীমাহীন আনন্দ, কারণ আমি যখন ওর শরীরের একটি অংশের ঘাম মুছে দিচ্ছিলাম, সে সময়ের মধ্যে আরেক অংশ ঘেমে উঠছিল। যার অর্থ, গানটি কখনো শেষ হবে না। 'জেগে উঠো, ডেলগাদিনা, তোমার রেশমি স্কার্ট পরে নাও', আমি ওর কানে গাইলাম। অবশেষে রাজার ভৃত্যরা যখন দেখল যে পানির পিপাসায় ডেলগাদিনা বিছানায় মরে পড়ে আছে, আমারও অনুরূপ মনে হল যে, আমার এই মেয়েটিও যখন নামটি শুনবে তখন জেগে উঠার উপক্রম করবে। এরপর কে হবে সেটি ডেলগাদিনা।

BanglaBook.org

চুম্বনের ছাপযুক্ত আন্ডারওয়্যার পরে আমি বিছানায় ফিরে এসে ওর পাশে শুয়ে পড়লাম। ওর প্রশান্তিপূর্ণ শ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দের সাথে আমি ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমালাম। উঠে চটজলদি কাপড় পরে নিলাম হাত মুখ না ধুয়েই এবং তখনই আমার চোখে পড়ল বেসিনের ওপরের আয়নায় লিপস্টিক দিয়ে লেখা বাক্যটি 'বাঘ কখনো দূরেরটা খায় না।' আমি জানি, রাতে এটি লেখা ছিল না এবং কেউ রুমে এসে থাকতে পারে এমনটিও ঘটেনি। অতএব, আমাকে বুঝতে হল যে, এটি শয়তানের পক্ষ থেকে একটি উপহার। দরজার ওপর সজোরে হাত দিয়ে চাপড় দেয়ার শব্দ হচ্ছিল এবং রুমে ভেসে আসছিল ভেজা মাটির সোদা গন্ধ। কারো দৃষ্টি বাঁচিয়ে পালানোর মতো সময় নেই। একটি ট্যাক্সি খুঁজে পাওয়ার আগেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল, মে ও অক্টোবর মাসের মধ্যে নগরীতে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হয়েছিল, বর্ষণও যেন তেমনি। তপ্ত বালিপূর্ণ রাস্তা যেগুলো নদীর দিকে গেছে সেগুলো পরিণত হয়েছে পানিপূর্ণ নালায় এবং পানির তোড় সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিন মাস খরার পর অদ্ভুত সেপ্টেম্বরে বর্ষণ ঐশ্বরিক দান হতে পারে, আবার বিপর্যয়করও হতে পারে।

যে মুহূর্তে আমি আমার বাড়ির দরজা খুলেছি, তখনই এক ধরনের দৈহিক অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পেয়েছি যে আমি একা নই। বিড়ালটির সোফা থেকে লাফ দিয়ে বারান্দায় দৌড়ে যাওয়া লক্ষ করলাম। বিড়ালের খাবার পাত্রে খাবারের উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে যা আমি খেতে দেইনি। বিড়ালের কটু দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র ও উষ্ণ বিষ্ঠা সবকিছুকে দূষিত করে ফেলেছে। যে নিষ্ঠার সাথে আমি লাতিন ভাষা শিখেছি, অনুরূপ একাগ্রতায় আমি বিড়ালকে শেখাতে আত্মনিয়োগ করেছি। বিড়াল লালনপালনের নিয়মাবলি সংক্রান্ত পুস্তিকায় উল্লেখ রয়েছে যে বিষ্ঠা আড়াল করার জন্যে বিড়াল মাটি আঁচড়ায় এবং আমার বাড়ির মতো আঙিনা ছাড়া বাড়িতে বিড়ালেরা ফুলের টব অথবা অন্য কোনো গোপন স্থান আঁচড়ায়। অতএব, প্রথম দিন থেকেই তাদেরকে এক বাক্স বালি দিয়ে তাদের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে হবে, সে ব্যবস্থা আমি নিয়েছিলাম। পুস্তিকায় আরো বলা হয়েছে যে, একটি নতুন বাড়িতে গিয়ে বিড়ালেরা প্রথম যে কাজটি করে সেটি হল সর্বত্র মূত্র ত্যাগ করে তাদের এলাকা নির্ধারণ, যা সত্য হতে পারে, কিন্তু এতে বলা হয়নি যে কীভাবে এই অভ্যাস দূর করতে হবে। আমি বিড়ালকে অনুসরণ করে তার প্রকৃত অভ্যাসের সাথে নিজেকে পরিচিত করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার পক্ষে তার লুকিয়ে থাকার স্থান, বিশ্রাম নেয়ার স্থান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি, কিংবা তার খামখেয়ালি স্বভাবও বুঝে উঠতে পারিনি। সে যাতে নির্ধারিত সময়ে আহার করে তাকে সে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছি, চিলেকোঠায় বালিপূর্ণ বাক্স রেখেছি মলমূত্র ত্যাগের জন্যে, আমি ঘুমিয়ে থাকলে সে যাতে বিছানায় না উঠে, টেবিলে রাখা খাবার না শুঁকে সে সব শিখাতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেও তাকে বুঝাতে সক্ষম

BanglaBook.org

হইনি যে বাড়িটিতে সে আছে তার নিজের অধিকারেই, অতএব এটাকে সে যাতে যুদ্ধক্ষেত্রের বিপর্যস্ত অবস্থায় নিয়ে না যায়। সে যা করতে চায় আমি তাই করতে দিয়েছি তাকে।

সন্ধ্যায় বর্ষণের সাথে ঝড়ও শুরু হল, হারিকেনের মতো বাতাসের গতি বাড়ি উড়িয়ে নেয়ার হুমকি সৃষ্টি করল। হাঁচি শুরু হল আমার, মাথার খুলিতে ব্যথা অনুভূত হচ্ছিল এবং জ্বর এল গা কাঁপিয়ে। কিন্তু ভিতরগত শক্তি ও সিদ্ধান্তের দৃঢ়তায় নিজেকে স্থির বলে মনে করলাম, যে শক্তি আমি আমার বয়সের কোনো পর্যায়েই কোনো কারণে অনুভব করিনি। ছাদের যেখানে ছিদ্র দিয়ে পানি পড়ছিল তার নিচে মেঝের ওপর আমি পাত্র রাখলাম এবং আমার মনে হল বিগত শীতের পরই নতুন ফুটোগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো যে ফুটো দিয়ে পানি ঝরতে শুরু করল সেটি আমার লাইব্রেরির ডান দিকে। আমি তড়িঘড়ি সেখানে হাজির হলাম গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকদের উদ্ধার করতে, যারা সেখানে বাস করেন। কিন্তু বইগুলো সরিয়ে দেখতে পেলাম প্রচণ্ড বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে দেয়ালের নিচের অংশে একটি ফাটা পাইপ দিয়ে। আমি পুরনো কাপড়-চোপড় পেঁচিয়ে ভাঙা পাইপের পানি বন্ধ করতে চেষ্টা করলাম, যাতে আমি বইগুলো রক্ষা করার সময় পাই। বর্ষণ ও বাতাসের কান বধির করা শব্দ পার্কের দিকে আরো বেশি বলে মনে হচ্ছে। এরপর বিদ্যুতের ভৌতিক চমক এবং প্রায় সাথে সাথে বজ্রের গর্জন বাতাসকে আচ্ছন্ন করল গন্ধকের কড়া গন্ধে। বাতাস বারান্দার দিকের জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলেছে এবং প্রচণ্ড ধাক্কায় তালা ভেঙে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে। দশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। চমৎকার একটি সূর্য আবর্জনায় পরিপূর্ণ রাস্তাকে শুকিয়ে নিল এবং ভাপ ফিরে এল।

ঝড় থেমে যাওয়ার পর আমার মনে হল যে বাড়িতে আমি একা ছিলাম না। আমার একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রকৃত ঘটনা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো যে কখনো ঘটেছিল তা আর স্মৃতিতে থাকে না। কারণ, আমি যদি প্রচণ্ড বজ্রঝড়ের কথা স্মরণ করি তাহলে আমি নিজেকে বাড়িতে একা দেখি না, সবসময় ডেলগাদিনার সাথে দেখতে পাই। রাতে আমি ওকে এত নিবিড়ভাবে অনুভব করেছি যে শয়নকক্ষে তার নিশ্বাসের শব্দ এবং আমার বালিশে ওর গালের কম্পন পর্যন্ত আঁচ করতে পারি। আমরা এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যে কতকিছু করতে পারতাম তা বুঝার এটিই একমাত্র পথ। লাইব্রেরির টুলে দাঁড়ানো আমার মনে আছে, এমনও মনে হয় যে সে জেগে উঠেছে, পরনে ফুলের ছাপযুক্ত ছোট্ট জামা। আমার হাত থেকে বই নিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখছে। আমি ওকে বাড়ির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করতে দেখেছি ঝড়ের সাথে লড়তে, বৃষ্টিতে সে ভিজে গেছে এবং পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পানির নিচে। আমার মনে আছে পরদিন সকালে কেমন করে সে নাশতা তৈরি করেছিল, যা কখনো ছিল না এবং টেবিল

BanglaBook.org

সাজিয়েছিল আমি যখন বাড়ি থেকে পানি অপসারণ করে বাড়িকে ভাঙা জাহাজের মতো বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে গুছিয়ে আনি সেই সময়ের মধ্যে। আমরা যখন নাশতা খাচ্ছিলাম তখন তার মুখের থমথমে ভাব আমি কখনো ভুলতে পারব না। সে জানতে চায়, 'আমাদের যখন সাক্ষাৎ হল, তখন আপনি এত বৃদ্ধ কেন ?' আমি তাকে সত্য কথাটাই বললাম, 'তোমার বয়স কত সেটা তোমার বয়স নয়, বরং তুমি নিজেকে কত বয়সের মনে করছ, সেটিই বয়স।'

এরপর থেকে আমার স্মৃতিতে এত স্বচ্ছতার সাথে সে ছিল যে, ওর সাথে আমি যা চাইতাম তাই করতে পারতাম। আমার মনের অবস্থা অনুসারে আমি ওর চোখের রং বদলাতে পারতাম, সে জেগে উঠলে পানির রং কেমন হবে, যখন সে হাসবে তখন তার মুখের লালার রং কেমন হবে, সে বিরক্তি বোধ করলে আলোর রং কেমন হবে তা আমি নিজের মতো করে কল্পনা করতে পারতাম। আমার মনোভাবের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে আমি ওকে বয়স ও পরিবেশ অনুযায়ী পোশাক পরিয়ে দিতাম —বিশ বছর বয়সী নবীন প্রেমিকা, চল্লিশ বছর বয়সী পেশাদার গণিকা, সত্তর বছর বয়স্কা ব্যবিলনের রানি এবং একশো বছর বয়সের সন্ন্যাসিনীর পোশাক। আমরা পুচিনির প্রেমের দ্বৈত সংগীত, অগাস্টিন লারা'র বোনোরস, কার্লোস গার্ডেনের ট্যাঙ্গো গাইতাম এবং আবারও একবার আমরা নিশ্চিত করে নিয়েছিলাম যে, যারা গান গায় না, তারা গান গাওয়ার আনন্দ সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারে না। আজ আমি জানি যে এটা কোনো মরীচিকার মতো অলীক কল্পনা ছিল না, বরং নব্বই বছর বয়সে আমার জীবনের প্রথম প্রেমের আরো একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল।

বাড়িঘর যখন ঠিকভাবে গোছানো হয়েছে তখন আমি রোসা ক্যাবারকাসকে ফোন করলাম। আমার কণ্ঠ শুনে সে বিস্ময়ে বলল, 'হ্যাঁ ঈশ্বর, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি পানিতে ডুবে গেছ।' সে বুঝতে পারেনি যে আমি মেয়েটির সাথে কীভাবে আরেকটি রাত কাটিয়েছি এবং ওকে স্পর্শও করিনি। 'ওকে পছন্দ না করার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে, কিন্তু অন্তত ওর সাথে বয়স্ক লোকের আচরণ করতে পারতে।' আমি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমাকে সুযোগ না দিয়ে সে প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'যাই হোক, তোমার জন্যে আরো একজন আমার মনে আছে, যে বয়সে সামান্য বড়ো, সুন্দরী এবং কুমারী। তার বাবা তাকে এ কাজে নামতে বলেছে একটি বাড়ির জন্যে, কিন্তু আমরা মূল্য কমাতে কথা বলতে পারি।' আমার হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি, আতংকে প্রতিবাদ করলাম আমি, 'আমি আগেরটাকেই চাই, যেভাবে সে সবসময় ছিল, কোনো ব্যর্থতা ছাড়া, সংঘর্ষ ছাড়া এবং বাজে কোনো স্মৃতি বর্জিত ওই মেয়েকেই আমার প্রয়োজন।' ফোনে খানিকক্ষণ নীরবতা, এরপর অনুগত কণ্ঠে সে যেন নিজের সাথে কথা বলছে এমনভাবে বলল, 'ভালো কথা, তাহলে ডাক্তাররা এ অবস্থাকেই বুড়ো বয়সে ভীমরতি বলে থাকে।'

BanglaBook.org

সে রাতেই দশটায় সেখানে গেলাম এমন এক ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে যার মধ্যে প্রশ্ন না করার অস্বাভাবিক গুণ রয়েছে। আমি বহনযোগ্য একটি বৈদ্যুতিক পাখা, শিল্পী ওরল্যান্ডো রিভেরার আঁকা 'ফিগারিটা' চিত্র এবং একটি হাঁতুড়ি ও পেরেক নিয়েছি চিত্রটি দেয়ালে ঝুলানোর জন্যে। পথে আমি থামলাম টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, সুগন্ধি সাবান, ফ্লোরিডা ওয়াটার ও ঝাঁঝাল লজেন্স কিনতে।

আমি সুন্দর একটি ফুলদানি এবং এক তোড়া হলুদ গোলাপও নিতে চেয়েছিলাম কাগজের ফুলের অসারতা ঝেড়ে ফেলতে। কিন্তু ফুলের দোকান খোলা না থাকায় একজনের বাগান থেকে আমাকে একটি সদ্যজাত অ্যালস্ট্রোয়েমেরিয়াস ফুলের গুচ্ছ চুরি করতে হয়েছে।

মালিকের পরামর্শে আমি তখন থেকে বাড়ির পিছনের রাস্তায় নামতাম যে রাস্তাটি পানির পাইপ বরাবর চলে গেছে। সেখানে লতাপাতা শোভিত গেট দিয়ে প্রবেশ করলে আমি কারো চোখে পড়ব না। ড্রাইভার আমাকে সতর্ক করল, 'সাবধানে থাকবেন পণ্ডিত মহোদয়, ওই বাড়িতে ওরা হত্যা করে।' আমি উত্তর দিলাম, 'যদি প্রেমের কারণে মরতে হয় তাহলে সেটা কোনো ব্যাপারই নয়।' আঙিনা জুড়ে অন্ধকার, কিন্তু জানালাগুলোতে আলো জ্বলছে এবং ছয়টি কক্ষে সংগীত বাজার কারণে সুরের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমার কক্ষে সুর বাজছে উচ্চ লয়ে, আমি জানি ওটা আমেরিকার উচ্চকণ্ঠ গায়ক ডন পেড্রো ভারগাসের কণ্ঠে মিগুয়েল ম্যাটামরোস এর গান। আমার মনে হল, আমি মরে যাচ্ছি। ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছিলাম এবং দেখলাম ডেলগাদিনা ঠিক আমার স্মৃতির মতোই বিছানায় শুয়ে আছে– নগ্ন ও হৃদপিণ্ডের দিকে কাঁত হয়ে পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছে।

BanglaBook.org

শুয়ে পড়ার আগে আমি ড্রেসিং টেবিল গোছালাম, জং ধরা ফ্যানের জায়গায় নতুনটি রাখলাম, এবং এমন জায়গায় চিত্রটি ঝুলিয়ে দিলাম যাতে সে বিছানা থেকেই দেখতে পায়। তার পাশে শুয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে পরখ করলাম। সেই একই মেয়ে যে আমার বাড়িতে হাঁটাহাঁটি করেছে। সেই হাত যা অন্ধকারেও স্পর্শ করে আমাকে চিনতে পেরেছে, সেই পা যার কোমল পদচারণাকে আমি বিড়ালের পদশব্দ বলে মনে করেছি, আমার বিছানার চাদরে ঘামের সেই গন্ধ, ওই আঙুল সুঁচের খোঁচা থেকে বাচাতে যে আঙুলের ডগায় সে ধাতব নল পরে থাকে। অদ্ভুত– ওকে দেখা ও তার মাংস স্পর্শ করা যেন আমার স্মৃতিতে তার অস্তিত্বের চাইতে কম বাস্তব।

আমি ওকে বললাম, 'বিপরীত দেয়ালে একটি চিত্র টানানো আছে। এটি এঁকেছে ফিগারিটা। যে লোকটাকে আমরা ভীষণ পছন্দ করি, পতিতাপল্লির সেরা নর্তক এবং তার মনটা এত ভালো যে শয়তানের জন্যে পর্যন্ত সে দুঃখ অনুভব করত। সিয়েরা নেভাদা ডি স্যান্টা মার্টায় যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল সেটির জ্বলন্ত চটে যাওয়া ক্যানভাসে চিত্রটি এঁকেছে জাহাজে লাগানোর বার্নিশ দিয়ে,

আর ব্রাশ হিসেবে ব্যবহার করেছে তারই কুকুরের লোম। যে মেয়েটির ছবি সে এঁকেছে মেয়েটি আসলে এক খ্রিষ্টান সন্ন্যাসিনী, যাকে সে একটি কনভেন্ট থেকে অপহরণ করে বিয়ে করেছিল। আমি এটি এখানেই রেখে যাব যাতে ঘুম থেকে জেগে প্রথমেই তা দেখতে পাও।

আমি বাতি নিভিয়ে দেয়ার সময় সে তার অবস্থান পরিবর্তন করল না। তখন রাত একটা। তার নিশ্বাস এত হালকাভাবে চলছিল যে আমি তার নাড়ি ধরলাম, যাতে আমি বুঝতে পারি যে সে বেঁচে আছে। তার শিরা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে একটি সংগীতের তারল্যে যা তার শরীরের অতি গোপন স্থানেও পৌঁছে যাচ্ছে এবং আবার তার হৃদপিণ্ডে ফিরে আসছে প্রেম দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে।

ভোরে আমি চলে আসার আগে এক টুকরা কাগজে ওর হাতের রেখাগুলো এঁকে নিয়েছিলাম এবং রেখা পাঠ করার জন্যে কাগজটি দিলাম দিবা সাহিবি'র কাছে, যাতে আমি ওর আত্মা সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি বললেন, 'হাতের রেখাগুলো এমন একজনের সে যা ভাবে তাই বলে। দৈহিক শ্রমের কাজ করার জন্যে উপযুক্ত। এমন কারো সাথে তার সংযোগ রয়েছে যে মারা গেছে এবং যার কাছ থেকে সে সাহায্য লাভের আশা করে। কিন্তু এ তার বিভ্রম – যে সাহায্যের আশা সে করছে তা তার হাতের নাগালের মধ্যে। কারো সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বৃদ্ধা রমণীতে পরিণত হওয়ার পর সে মারা যাবে এবং বিবাহিতা অবস্থায়। এখন তার একজন কালো পুরুষ আছে, কিন্তু লোকটি তার জীবন সঙ্গী হবে না। তার আটটি সন্তান হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে মাত্র তিনটির। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে যদি তার হৃদয়ের কথা অনুসারে কাজ করে এবং মনের কথা অনুসারে নয়, তাহলে প্রচুর অর্থ কামাতে পারবে সে এবং চল্লিশ বছর বয়সে সে একটি উত্তরাধিকার লাভ করবে। বেশ সফর করবে সে। তার দ্বিগুণ জীবন এবং দ্বিগুণ ভাগ্য, নিজের ভাগ্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন। সবকিছুর ব্যাপারে চেষ্টা করতে পছন্দ করে কৌতূহলবশত, কিন্তু হৃদয় দ্বারা নির্দেশিত না হলে দুঃখ পেতে হবে তাকে।

আমি প্রেম তাড়িত এবং প্রেমের ঝড়ো হাওয়ায় আমার ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারিত ছিল, বহু মেরামতের কাজ আমাকে করতে হয়েছে। কিন্তু অর্থাভাব অথবা নির্লিপ্ততার কারণে বহু বছর আমাকে সেসব কাজ থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল। যেভাবে আমি এক একটি বই পাঠ করেছি, সেই একই শৃঙ্খলায় লাইব্রেরিতে সেগুলো সাজিয়ে রেখেছি। ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে পিয়ানোকে সযত্নে একপাশে সরিয়ে রেখেছি ক্লাসিক্যাল মিউজিকের শতাধিক রোলসহ এবং পুরনো একটি রেকর্ড প্লেয়ার কিনেছি, যেটি আমার নিজেরটির চাইতে ভালো ছিল, যার উচ্চ আওয়াজ সম্পন্ন স্পিকার আমার বাড়ির আওতাকে সম্প্রসারিত করেছে। আমি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেও এ বয়সে জীবিত থাকার অলৌকিকতা দ্বারা আমার ক্ষতি ভালোভাবে পুষিয়ে গিয়েছিল

BanglaBook.org

ছাইয়ের স্তূপ থেকে গড়ে উঠল আমার বাড়ি, আর আমি ডেলগাদিনার প্রেমের পাল তুলে এত তীব্রতায় ও সুখে যাত্রা শুরু করলাম, যার অভিজ্ঞতা আমার বিগত জীবনে ছিল না। আমার নব্বই বছর বয়স অতিক্রমের পথে প্রথমবারের মতো আমার ভিতরগত সত্তার মুখোমুখি হলাম, সেজন্যে তাকে ধন্যবাদ। আমি আবিষ্কার করলাম যে, প্রতিটি জিনিস ঠিক স্থানে রাখা, প্রতিটি কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা, প্রতিটি শব্দের যথার্থ প্রয়োগ একটি সুশৃঙ্খল মনের প্রাপ্য পুরস্কার হওয়াই যেখানে সঙ্গত ছিল আমার ক্ষেত্রে তা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, আমার বৈশিষ্ট্যের বিশৃঙ্খল অবস্থা গোপন করার লক্ষ্যে আমারই উদ্ভাবিত ভান করার একটি পরিপূর্ণ কৌশল। আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হলাম যে, আমার এ শৃঙ্খলা গুণগত নয়, বরং আমার অবজ্ঞার প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ মাত্র, অর্থাৎ আমি যে উদারতা প্রদর্শন করছি তা আসলে আমার নীচতাকে গোপন করার জন্যে। আমি নিজেকে বিজ্ঞ সাজাবার চেষ্টা করছি, কারণ আমার মন শয়তানিতে পূর্ণ, আমার অবদমিত ক্রোধের কাছে আমি যাতে হেরে না যাই সেজন্যে আমি আপসকামী, আমার সময়জ্ঞান যে টনটনে তা অন্যের সময়ের প্রতি আমার যে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা নেই সে কারণে। সংক্ষেপে বলা যায়, আমি শিখেছি যে প্রেম চেতনার কোনো শর্ত নয়, বরং প্রেম হচ্ছে রাশি চক্রের একটি লক্ষণ।

ভিন্ন এক মানুষে পরিণত হলাম আমি। উঠতি বয়সে যে গ্রন্থগুলো আমার পথনির্দেশ করেছিল সেই ক্লাসিকগুলো আবার পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেগুলোকে আর বহন করতে পারছিলাম না। রোমান্টিক লেখার মাঝে নিজেকে নিমগ্ন করলাম, যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার মা কঠোরভাবে লেখাগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এবং সেসব লেখার মধ্য দিয়ে আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম যে যে অজেয় শক্তি পৃথিবীকে আলোড়িত করেছে তা প্রতিদানহীন, সুখী প্রেম নয়। সংগীতের প্রতি আমার আগ্রহে যখন সংকট সৃষ্টি হল, তখন আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমি পিছিয়ে পড়া বৃদ্ধ। অতএব, সুযোগের আশায় আমি আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলাম।

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কী করে মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো চিরস্থায়ী একটি বিষয়ের মধ্যে আমি পা দেব, যে বিষয়ে আমি প্ররোচিত হওয়ার পরও ভয় পেয়েছি। বিক্ষিপ্ত মেঘের মাঝে ভাসতে ভাসতে আমি কে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ব্যর্থ আশায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজের সাথেই কথা বললাম। আমার প্রলাপ এত প্রচণ্ড ছিল যে প্রস্তরখণ্ড ও বোতলে সজ্জিত এক ছাত্র বিক্ষোভের মাঝে আমাকে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হল এটিতে সামনে এগুতে না দেয়ার জন্যে, আমি একটি চিহ্ন তুলে ধরলাম যা আমার সত্যকেই অলংঘনীয় প্রমাণ করবে– 'আমি প্রেমে পাগল হয়েছি।'

BanglaBook.org

ঘুমন্ত ডেলগাদিনার ক্ষমাহীন প্ররোচনায় বিক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো বিদ্বেষ পোষণ না করে আমি আমার রোববারের কলামের বৈশিষ্ট্য পাল্টে দিলাম। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন আমি সেগুলো লিখতাম ওর জন্যে, লেখায় হাসি ও কান্না সবই ছিল ওর উদ্দেশ্যে, এবং প্রতিটি শব্দে পূর্ণ থাকত আমার জীবন। প্রথাগতভাবে চলে আসা ব্যক্তিগত কলামের ধরনের পরিবর্তে আমি কলাম লিখতাম প্রেম পত্র লিখার ঢঙে, যাকে সকল পাঠক তাদের নিজেদের বলেই মনে করতে পারে। পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লাইনোটাইপে সাজাবার পরিবর্তে আমার কলাম আমার হাতের লেখায় প্রকাশের জন্যে প্রস্তাব করলাম। সম্পাদক এটিকে আমার বার্ধক্যজনিত আরেকটি ভীমরতি বলে বিবেচনা করলেও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক তাকে একটু পীড়াপীড়ি করায় তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন। তিনি বললেন, 'কোনো ভুল করবেন না, শান্তিপ্রিয় পাগলদেরই ভবিষ্যৎ।'

পাঠকদের পক্ষ থেকে সাড়া ছিল তাৎক্ষণিক ও উৎসাহব্যঞ্জক, প্রেমে পড়েছে এমন পাঠকরা অংসখ্য চিঠি লিখতে লাগল। কোনো কোনো কলাম রেডিওতে পর্যন্ত প্রচারিত হল সর্বশেষ সংকটের পাশাপাশি। স্টেনসিল অথবা কার্বন কপি তৈরি করে আমার কলাম বিক্রি হতে লাগল ক্যালে স্যান ব্লাসের গলি ঘুপচিতে নিষিদ্ধ সিগারেট বিক্রির মতো। শুরু থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, আমার কলাম নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষার প্রতিই সাড়া দেবে। কিন্তু আমার মধ্যে একটা অভ্যাস গড়ে উঠল যে লেখার সময়ে আমি সবসময় নব্বই বছর বয়স্ক একজন লোকের কণ্ঠের প্রতিফলন ঘটাতাম যে লোকটি নিজেকে নব্বই বছর বয়সের বলে ভাবতে শিখেনি। বুদ্ধিজীবী মহল, বরাবরের মতোই নিজেদের নিরীহ ও বিভক্ত প্রমাণ করল, এমনকি আমার হাতের লেখা সম্পর্কে অসংলগ্ন বিশ্লেষণে লিপ্ত লেখচিত্র বিশারদরাও অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল। তারাই মতামতে বিভাজন সৃষ্টি করল, বিতর্কে উত্তাপ ছড়াল এবং শেষ পর্যন্ত নস্টালজিয়াকে জনপ্রিয় করে তুলল।

বছর শেষ হওয়ার আগে রোসা ক্যাবারকাসের সাথে কথা বলে ঠিক করলাম যে ফ্যান, টয়লেট্রিজ এবং ভবিষ্যতে রুমকে বাসযোগ্য করতে আর যা কিছু আনব সেগুলো সেখানেই থাকবে। আমি রাত দশটায় রুমে আসি, সবসময় ওর জন্যে অথবা দু'জনের জন্যেই নতুন কিছু নিয়ে এবং আমাদের রাতের বাসর সাজাবার আগে অন্তর্বাস খোলার জন্যে কয়েক মিনিট ব্যয় করি। রুম ছেড়ে যাওয়ার আগে, যা কখনোই পাঁচটার পর হয়নি, আমি সবকিছু গুছিয়ে আবার তালা দিয়ে রুমটি আটকে যেতাম। এরপর শয়নকক্ষটি মূল চেহারায় ফিরে যেত নৈমিত্তিক খদ্দেরদের বিষাদগ্রস্ত প্রেমে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে। একদিন সকালে আমি শুনলাম যে রেডিও সর্বাধিক শ্রুত কণ্ঠ মারকোস পেরেস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি তার সোমবারের খবর পাঠের সময় আমার রোববারের কলাম পাঠ করবেন।

আমার বমনভাব নিয়ন্ত্রণ করে আমি অনেকটা আতংকগ্রস্তের মতো বললাম, 'ডেলগাদিনা, এখন তুমি বুঝতে পারবে যে, খ্যাতি হচ্ছে একটি অতি মোটা মহিলা, যে তোমার সাথে শোবে না, কিন্তু তুমি যখন জাগবে তখন সবসময় বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে দেখবে।'

একদিন রেডিওতে আমার কলাম পাঠ করার সময়ে আমি রোসা ক্যাবারকাসের সাথে নাশতা করার জন্যে রয়ে গিয়েছিলাম। আমার কাছে তাকে কম জরাজীর্ণ লাগতে শুরু করেছিল, যদিও কঠোর শোক পালন ও কালো নেটের কারণে তার চোখের ভুরু আড়াল থাকত। তার নাশতা অত্যন্ত চমৎকার বলে সবাই জানে। প্রচুর গোলমরিচের গুঁড়া ব্যবহৃত হওয়ার কারণে আমার চোখে পানি আসত। প্রথম কামড় দিয়ে পানিপূর্ণ চোখে আমি বললাম, 'আমার যন্ত্রের জ্বলুনির জন্যে আজ রাতে আমার আর কোনো পূর্ণিমার প্রয়োজন পড়বে না।' সে বলল, 'এ নিয়ে অভিযোগ কোরো না। যদি জ্বলুনি হয় তাহলে তোমার যে এখনো ওই যন্ত্রটি আছে তাই প্রমাণিত হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।'

আমি 'ডেলগাদিনা' নামটি উল্লেখ করায় সে বিস্মিত হল। 'এটা তো ওর নাম নয়', সে বলল, 'ওর নাম হচ্ছে ---।' আমি বাধা দিলাম, 'আমাকে বোলো না। আমার কাছে সে ডেলগাদিনা।' রোসা ক্যাবারকাস কাঁধ উঁচু করল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বড়ো কথা হল, সে তো তোমারই। কিন্তু আমার কাছে নামটি মূত্রত্যাগের শব্দের মতো মনে হয়।' আমি আয়নার ওপর মেয়েটির লেখা বাঘ সম্পর্কিত বাণীটির উল্লেখ করলাম। রোসা বলল, 'সেটি ওর লেখা হতেই পারে না। সে পড়তে বা লিখতে জানে না।' 'তাহলে কে লিখবে ?' আমার কণ্ঠে সংশয়। আবার কাঁধ কুঞ্চিত করে সে বলল, 'এমন কারো লেখা হতে পারে যে ওই রুমে মারা গেছে।'

রোসা ক্যাবারকাসের সাথে কথা বলে নিজেকে হালকা করার উদ্দেশ্যে আমি কখনো কখনো তার সাথে নাশতা করার সুযোগ গ্রহণ করি এবং ডেলগাদিনার কল্যাণ ও চেহারা ভালো রাখার জন্যে ছোটোখাটো আনুকূল্য প্রদর্শনের অনুরোধ জানাই। এ সম্পর্কে কিছু না ভেবে আমার অনুরোধ পালনে সম্মতি জানায় সে। তার মাঝে স্কুলবালিকার দুষ্টুমি কাজ করে এ সময়, 'কী অদ্ভুত কথা ! আমার মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি ওকে বিয়ে করতে চাইছ !' এ প্রসঙ্গে বলতে বলতে হঠাৎ করেই সে বলে বসে, 'তুমি ওকে বিয়ে করছ না কেন ?' আমি বোবা বনে গেলাম। সে জোর দিয়ে বলল, 'আমি ঠাট্টা করছি না, বরং সস্তা হবে। যদিও তোমার এ বয়সে সমস্যা হচ্ছে তুমি পারবে, কি পারবে না। কিন্তু তুমি তো আমাকে বলেছ যে তোমার ওই সমস্যার সমাধান হয়েছে।' আমি তার কথা থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তোমার মাঝে যখন কোনো প্রেম থাকে না, তখন যৌনকর্ম একটি সান্ত্বনা মাত্র।'

BanglaBook.org

হাসিতে ফেটে পড়ল রোসা ক্যাবারকাস, 'দারুণ বলেছ, আমার পণ্ডিত। আমি সবসময় জানতাম যে তুমিই প্রকৃত মানুষ, যা তুমি বরাবর ছিলে এবং আমি আনন্দিত যে এখনো তুমি তাই রয়েছ, আর অন্যদিকে তোমার শত্রুরা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করছে। তোমার সম্পর্কে ওরা যে এত কথা বলে তার একটি কারণ আছে। তুমি কি রেডিওতে মার্কোস পেরেস এর কথা শুনেছ ?' প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে আমি বললাম, 'প্রত্যেকে তার কথা শোনে।' কিন্তু সে তার কথা বলছে, 'প্রফেসর ক্যামাচো ক্যানো গতকাল তার প্রোগ্রামে বলেছেন যে, পৃথিবীটা একসময় যেমন ছিল এখন তেমন নেই, কারণ তোমার মতো খুব বেশি মানুষ পৃথিবীতে নেই।'

সেই সপ্তাহের ছুটির দিনে আমি দেখলাম ডেলগাদিনার জ্বর ও কাশি হয়েছে। রোসা ক্যাবারকাসকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ঘরে কোনো ওষুধ থাকলে দিতে বললাম। সে একটি ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এল। দু'দিন পরও ডেলগাদিনা অসুস্থ এবং বোতাম লাগানোর নিয়মিত কাজে ফিরে যেতে পারেনি। ডাক্তার সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে বললেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে সে সেরে উঠবে। কিন্তু তিনি ডেলগাদিনার অপুষ্টিজনিত অবস্থা দেখে শঙ্কিত হলেন। ওর সাথে সাক্ষাৎ করা বন্ধ রাখলাম, অনুভব করলাম যে তার অনুপস্থিতি আমার জন্যে কতটা নিদারুণ এবং সে আমার রুমে না থাকা সত্ত্বেও সুযোগটা কাজে লাগালাম রুম গোছাতে।

শিল্পী সেসিলিয়া পোরাসের কালি ও কলমে আঁকা 'আমরা সবাই প্রতীক্ষায়' শিরোনামের ছবি, অ্যালভারো সেপেডা'র ছোটগল্পের বই, রোমেইন রোলান্ড এর ছয় খণ্ডের 'জিন ক্রিস্টোফি' আনলাম আমার বিনিদ্র রজনীতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে। ডেলগাদিনা যখন রুমে ফিরে আসতে সক্ষম তখন সে পরিশ্রমহীন সুখের সন্ধান পেল। সুগন্ধি কীটনাশক দ্বারা রুমের বাতাস ভরপুর, দেয়ালের রং গোলাপি হয়েছে, বাতিগুলোতে শেড দেয়া, ফুলদানিতে তাজা ফুল, আমার প্রিয় বই, আমার মায়ের আঁকা সুন্দর চিত্রগুলো আধুনিক রুচি অনুসারে বিভিন্নভাবে টানানো। পুরনো রেডিও'র বদলে একটি শর্টওয়েভ রেডিও এনেছি, আমি ক্লাসিক্যাল সংগীতের প্রোগ্রাম হয় এমন স্টেশন দিয়ে রাখি যাতে ডেলগাদিনা মোজার্টের সুর শুনতে শুনতে ঘুমাতে পারে। কিন্তু এক রাতে আমি দেখতে পেলাম যে জনপ্রিয় সংগীত প্রচার করা এমন স্টেশনে রেডিও বাজছে। এটি ওর পছন্দ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমি দুঃখ না পেয়ে মেনে নিলাম। কারণ, আমার সুদিনে আমারও এমন অগ্রাধিকারই ছিল। পরদিন বাড়িতে ফিরে আসার আগে আমি ওর লিপস্টিক দিয়ে আয়নার ওপর লিখলাম, 'প্রিয় বালিকা, এ পৃথিবীতে আমরা একা।'

এ সময়ে আমার মাঝে অদ্ভুত এক ধারণার সৃষ্টি হল যে ডেলগাদিনা তার বয়সের চেয়ে আগেই বুড়িয়ে যাচ্ছে। রোসা ক্যাবারকাসের কাছে কথাটা বললাম,

BanglaBook.org

সে মনে করে যে এটাই স্বাভাবিক। 'ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে সে পনেরোতে পড়বে।' সে ধনুরাশির নির্ভুল জাতিকা। আমার মনে খটকার সৃষ্টি হল যে তার জন্মদিন পালন করার যথার্থ কারণ রয়েছে। আমি ওকে কী দেব ? রোসা বলল, 'একটি সাইকেল দিতে পার। বোতাম সেলাই করতে ওকে দিনে দু'বার শহরটি পাড়ি দিতে হয়।' পিছনের রুমে সে আমাকে সাইকেল দেখাল, যেটি ডেলগাদিনা ব্যবহার করে। এত ভালোবাসার একটি নারীর তুলনায় সাইকেলটি আমার মনে হল একেবারে লক্কর মার্কা। তবুও সাইকেলটি যথার্থ একটি প্রমাণ যে ডেলগাদিনা বাস্তব জগতেই রয়েছে।

ওর জন্যে সবচেয়ে ভালো সাইকেল কিনতে গিয়ে আমি সেটি চালিয়ে দেখার উত্তেজনা সামলাতে না পেরে দোকানের সামনের ফাঁকা জায়গায় কয়েক চক্কর লাগালাম। দোকানি যখন জানতে চাইল যে আমার বয়স কত, আমি একটু রসিকতা করে বললাম, 'আমার বয়স প্রায় একানব্বই বছর।' লোকটি যা বলবে বলে আমি মনে করেছিলাম, তাই বলল, 'তাই নাকি। আপনাকে আরো বিশ বছর কম বয়সী মনে হয়।' আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি যে আমি কী করে স্কুলবালকের দক্ষতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। আনন্দে আমি স্ফীত হয়ে উঠলাম। গান গাইতে শুরু করলাম, প্রথমে নিজের কাছে শান্ত কণ্ঠে, এরপর উচ্চ কণ্ঠে, দোকানপাটের লোকজনের ভিড়ে ও রাস্তায়। লোকজন আমার দিকে তাকাচ্ছিল কৌতূহলে, কেউ কেউ আমাকে ডাকল, আমাকে তাগিদ দিল হুইল চেয়ারে দৌড় প্রতিযোগিতা ভুয়েলটায় অংশ নিতে। আমি সুখী নাবিকের মতো সালাম দিয়ে তাদের কথায় সাড়া দিলাম। কিন্তু আমার গান থামাইনি। সেই সপ্তাহে আমি সাহসী একটি কলাম লিখলাম ডিসেম্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, সেটি ছিল, 'নব্বই বছর বয়সে সাইকেলে উঠে কীভাবে সুখী হতে হয়।' ডেলগাদিনার জন্মদিনের রাতে আমি ওকে পুরো গানটি গেয়ে শোনালাম এবং আমার দম শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওর শরীরের সর্বত্র চুম্বন করলাম– ওর মেরুদণ্ডের প্রতিটি সন্ধিতে এবং অবসন্ন নিতম্ব পর্যন্ত, শরীরের যে পাশে আঁচিল আছে সেখানে, অফুরন্ত আগ্রহের উৎস হৃদপিণ্ডের পাশে। আমার চুম্বনের সাথে ওর দেহের উত্তাপ বাড়ছিল এবং দেহ থেকে যেন বুনো, অশান্ত সুবাস বের হচ্ছিল। ওর ত্বকের প্রতিটি অংশে নতুন কম্পন সৃষ্টির মাধ্যমে সে সাড়া দিল এবং এক একটি অংশে আমি সুনির্দিষ্ট উত্তাপ অনুভব করছিলাম, অদ্ভুত এক স্বাদ, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের গোঙানি এবং ওর পুরো দেহে একটি সুর অনুরণিত হচ্ছিল, স্পর্শ না করা সত্ত্বেও ওর স্তনের বোটা স্ফীত হয়ে উঠল। ভোরের দিকে আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ছিলাম তখন সমুদ্রের অবিশ্রাম গর্জনের মতো কোনো আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং গাছের মধ্যে সৃষ্ট আতংক আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হল। আমি বাথরুমে গিয়ে আয়নায় লিখলাম, 'ডেলগাদিনা, আমার প্রেম, ক্রিসমাসের সমীরণ উপস্থিত হয়েছে।'

BanglaBook.org

আমার সুখ স্মৃতির একটি ছিল, অনুরূপ এক সকালে অনুভূত এক ঝামেলা। যেন আমি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছি। আমার কি সমস্যা হয়েছে ? হতবুদ্ধি শিক্ষক বললেন, 'এই যে ছেলে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে ?' আশি বছর পর আবার তা অনুভব করলাম ডেলগাদিনার বিছানায় জেগে উঠে এবং সেই ডিসেম্বর ফিরে আসছে অস্বচ্ছ আকাশ, ধূলিঝড়, রাস্তায় সৃষ্ট ঘূর্ণিপাক যা বাড়ির ছাদ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং স্কুল বালিকাদের স্কার্ট ওপরে তুলছে। এ সময়ে শহরে ভূতুড়ে এক অনুরণন সৃষ্টি হয়। যেসব রাতে বাতাস বইত, তখন মহল্লায়, পর্বতে, বাজারের চিৎকার পর্যন্ত এত কাছে হচ্ছে বলে মনে হত যেন আশপাশের কোনো কোনায়। ডিসেম্বরের বাতাসে এটা আদৌ অস্বাভাবিক কিছু ছিল না দূরের ভিন্ন ভিন্ন পতিতালয়ে ছড়িয়ে থাকা বন্ধুদেরকে তাদের কণ্ঠ চিনে শনাক্ত করা।

বাতাস আমার কাছে খারাপ খবরও নিয়ে এল যে ডেলগাদিনা ক্রিসমাসের ছুটি আমার সাথে কাটাতে পারবে না, পরিবারের সাথে থাকবে সে। এ পৃথিবীতে আমার কাছে সবচেয়ে বিতৃষ্ণার কিছু যদি থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে ক্রন্দনরত মানুষের সাথে বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া, তাদের কান্নার কারণ তারা সুখী। কৃত্রিম আগুন, যিশুর মহিমা কীর্তনমূলক সংগীত। ভাঁজ করা কাগজের তৈরি ফুলের তোড়া– এসবের সাথে দুই হাজার বছর আগে সাধারণ একটি আস্তাবলে জন্মগ্রহণকারী শিশুর কোনো সম্পর্ক নেই। তবুও যখন রাত হয়, তখন আমি আমার নস্টালজিয়াকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না এবং ওকে ছাড়াই কক্ষে যাই। আমার ভালো ঘুম হয় এবং একটি তুলতুলে ভালুকের পাশে জেগে উঠি, যে ভালুকটি মেরু ভালুকের মতো পিছনের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। সাথে একটি কার্ডে লেখা 'কদাকার পাপা'র জন্যে।' রোসা ক্যাবারকাস আমাকে বলেছিল যে ডেলগাদিনা আয়নার ওপর আমার লেখা দেখে দেখে পড়তে শিখেছে। তার হাতের লেখা আমার কাছে প্রশংসনীয় মনে হল। কিন্তু বাড়ির মালিক আমার মোহ ফুটো করে দিল এ খবর দিয়ে যে ভালুকটি ওর দেয়া উপহার। অতএব, নববর্ষের প্রাক্কালে আমি বাড়িতে অবস্থান করলাম এবং আটটা বাজা সত্ত্বেও আমি বিছানায় ছিলাম। কোনো তিক্ততা ছাড়াই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি সুখী, বারোটার ঘণ্টা বাজার কারণে, ঘণ্টার ভীতি সৃষ্টিকর শব্দের কারণে, কারখানা ও দমকলের গাড়ির সাইরেন, জাহাজের বিষাদ ধ্বনি, আতশবাজি ও রকেট বিস্ফোরণের শব্দে। এ সবের মাঝে আমার মনে হল ডেলগাদিনা পায়ে পায়ে রুমে প্রবেশ করেছে। আমার পাশে বিছানায় শুয়েছে এবং আমাকে একটি চুমু দিয়েছে। এত বাস্তব যে ওর যষ্টিমধুর সুগন্ধ আমার মুখের ওপর ছিল।

BanglaBook.org

চার

নতুন বছরের সূচনায় আমরা একে অন্যকে জানতে শুরু করলাম যেন আমরা একত্রে জেগে ছিলাম। কারণ আমি একটি সতর্ক কণ্ঠ আবিষ্কার করেছিলাম যা সে ঘুম থেকে না জেগেও শুনতে পারত এবং তার দেহের সহজাত ভাষা দিয়ে আমাকে উত্তর দিতেও পারত। যেভাবে সে শয়ন করত তা থেকে তার মনের অবস্থাও দেখা সম্ভব ছিল। প্রথমে ক্লান্ত ও কিছুটা অমার্জিত থাকলেও ক্রমেই তার মাঝে শান্তি আসছিল যার ফলে তার মুখটি সুন্দর হয়ে উঠার সাথে সাথে তার ঘুমানোর ভঙ্গিও মার্জিত হচ্ছিল। ওকে আমি আমার জীবন সম্পর্কে বলি, রোববারের কলামের প্রথম খসড়া আমি ওকে শোনাই, যার মাঝে সে এবং সে একা উপস্থিত থাকে।

এবার আমি ওর বালিশের ওপর এক জোড়া এমারেল্ডের কানের দুল রাখলাম, যেগুলো আমার মায়ের ছিল। আমাদের পরবর্তী সাক্ষাতের সময় সে দুল দুটি পরেছিল, কিন্তু ওকে ভালো মানায়নি। অতএব, তার ত্বকের রঙের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেক জোড়া দুল এনে ওকে বলেছি, 'আগেরগুলো তোমার গায়ের রং ও চুল কাটার স্টাইলের সাথে মানানসই হয়নি। এ দুটোতে তোমাকে ভালো দেখাবে।' পরবর্তী দুটি সাক্ষাতে সে দুই জোড়া দুলের কোনোটাই পরেনি। কিন্তু এর পরের বার আমি যে দুটি পরতে বলেছিলাম, সেটি পরেছিল। এভাবে আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম যে, সে আমার নির্দেশ পালন করেনি বরং আমাকে সন্তুষ্ট করার সুযোগের অপেক্ষা করেছে। ইতিমধ্যে আমি এ ধরনের ঘরোয়া আচরণের সাথে এত পরিচিতি হয়ে উঠেছি যে আমি আর উদোম হয়ে ঘুমাতাম না, চাইনিজ সিল্কের পাজামা পরতাম, যা পরা বন্ধ করেছিলাম, কারণ পাজামা খুলে নেয়ার মতো আমার কেউ ছিল না।

আমি ফরাসি লেখক সেন্ট এক্সুপেরির 'দি লিটল প্রিন্স' পড়তে শুরু করেছি। যে লেখককে ফরাসিদের চাইতে বরং গোটা বিশ্ব অধিক প্রশংসা করে। এটি ছিল ডেলগাদিনাকে ঘুম থেকে না জাগিয়ে ওর চিত্তবিনোদনের প্রথম বই এবং এটি পড়ে শোনানোর জন্যে পরপর দুদিন গেছি ওর কাছে। এরপর পেরলে'র 'কাহিনী', 'পবিত্র ইতিহাস', 'আরব্য উপন্যাস' ওকে শিশুদের পক্ষে বুঝা সহজ এমনভাবে বলেছি এবং কাহিনীগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে আমি উপলব্ধি

BanglaBook.org

করতে সক্ষম হয়েছি যে ওর ঘুমের গভীরতার পর্যায় নির্ভর করে আমার পাঠ শোনার প্রতি ও কতটা আগ্রহ তার ওপর। যখন আমি বুঝতে পারি যে ঘুমের গভীর পর্যায় সে স্পর্শ করেছে তখন আমি বাতি নিভিয়ে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মোরগ ডাক না দেয়া পর্যন্ত ঘুমাই।

আমি এতটা সুখী অনুভব করেছি যে, আমি ওর চোখের পাতায় আলতো করে চুমু দিতাম এবং এক রাতে আকাশে আলো জ্বলে উঠার মতো ঘটনা ঘটল– প্রথম বারের মতো সে হাসল। পরে, কোনো কারণ ছাড়াই সে বিছানায় গড়াল, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'ইসাবেল শামুকগুলোকে কাঁদিয়েছে।' ওর সাথে একটা আলোচনার সম্ভাবনায় আমি একই সুরে বললাম, 'ওরা কারা ?' কোনো উত্তর দিল না সে। ওর কণ্ঠে এক ধরনের নীচু স্তরের লোকদের উচ্চারণের টান আছে যেন সেটি ওর নয়, বরং অন্য কারো যাকে সে ভিতরে বয়ে বেড়াচ্ছে। তখনই ওর সম্পর্কে আমার সন্দেহের শেষ অংশটুকুও অপসারিত হয়ে গেল– আমি ওর নিদ্রিত থাকাই সঙ্গত বিবেচনা করলাম।

আমার একমাত্র সমস্যা ছিল বিড়ালটি। সে খেত না এবং মিশুক প্রকৃতিরও ছিল না। মাথা একটি বারও না তুলে তার পছন্দের একটি জায়গায় টানা দু'দিন কাটাল। আমি বিড়ালকে বেতের ঝুড়িতে তোলার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে দামিয়ানা তাকে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আহত জন্তুর মতো সে থাবা উঁচিয়ে ধরেছে আমার দিকে। দামিয়ানাই বিড়ালকে আয়ত্বে রাখতে পারত এবং সে চটের ব্যাগে ভরে বিড়াল নিয়ে গেল পশু চিকিৎসকের কাছে। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে ফোন করল যে পশুচিকিৎসকরা বলেছেন বিড়ালটিকে মেরে ফেলতে হবে, সেজন্যে আমার অনুমতি প্রয়োজন। আমি জানতে চাইলাম, 'কেন ?' দামিয়ানা বলল, 'কারণ বিড়লাটি অত্যন্ত বৃদ্ধ।' রাগে আমি ভাবলাম যে, ওরা আমাকেও বিড়ালে পূর্ণ চুল্লিতে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে পারে। দুটি আগুনে নিজেকে আটক অবস্থায় অনুভব করলাম। আমি কখনো বিড়ালকে ভালোবাসতে শিখিনি, কিন্তু বিড়ালটি বৃদ্ধ বলে তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়ার মতো কঠিন হৃদয় সম্পন্নও নই আমি। বিড়াল পোষার নির্দেশিকায় এমনটি কোথায় বলা হয়েছে ?

ঘটনাটি আমার মনকে এতটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, আমি রোববারের কলামে পাবলো নেরুদার কাছ থেকে ধার করা শিরোনাম 'বিড়াল কি ঘরে পোষা ছোটোখাটো বাঘ ?' কলামটি প্রকাশিত হবার পর বিড়ালের পক্ষের ও বিপক্ষের পাঠকদের মাঝে নতুন করে আলোড়ন শুরু হল। পাঁচদিন পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত প্রতিষ্ঠিত হল যে একটি বিড়াল যদি জনস্বাস্থ্যের জন্যে হুমকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই সেটিকে হত্যা করা বৈধ হতে পারে, বৃদ্ধ হওয়ার কারণে নয়।

BanglaBook.org

আমার মায়ের মৃত্যুর পর এক ধরনের ভীতি আমাকে জাগিয়ে রাখত যে আমি ঘুমিয়ে পড়লে কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারে। এক রাতে আমি তার স্পর্শ অনুভব করলাম, কিন্তু তার কণ্ঠ আমার মাঝে উদ্বেগহীনতা ফিরিয়ে আনল। ডেলগাদিনার রুমে এক রাতে আমি ঠিক তেমন একটি অবস্থা অনুভব করলাম এবং আনন্দে আমি বিছানায় গড়াগড়ি করলাম এই বিশ্বাসে যে সে আমাকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু না, অন্ধকারে আমাকে স্পর্শ করেছে রোসা ক্যাবারকাস। সে আমাকে বলল, 'কাপড় পরে আমার সাথে এসো। আমি গুরুতর এক সমস্যায় পড়েছি।'

আসলেই সে বড়ো ধরনের ঝামেলায় পড়েছে এবং আমার ধারণার চাইতেও জটিল সমস্যা। তার নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ খদ্দেরদের একজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে প্যাভিলিয়নের প্রথম কক্ষটিতে। ঘাতক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বিপুলাকৃতির মৃতদেহ, নগ্ন কিন্তু পায়ে জুতা পরা, রক্তে ভেজা বিছানায় সেদ্ধ করা মুরগির মতো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। রুমে প্রবেশ করেই মৃত ব্যক্তিকে চিনতে পারলাম। নামের আদ্যক্ষরে পরিচিত– জে এম বি। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকার, যিনি তার চেহারার আভিজাত্য, সদাচরণ, চমৎকার পোশাক পরিচ্ছদ এবং সর্বোপরি তার সুসজ্জিত বাড়ির জন্যে খ্যাতিমান। তার কাঁধের ওপর ঠোঁট সদৃশ লালচে দুটি ক্ষত এবং পেটের ওপর গভীর ক্ষতস্থান থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল। মৃতদেহ তখনো আড়ষ্ট হয়ে যায়নি। তার ক্ষতের চাইতে আমাকে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করল তার লিঙ্গে পরা কনডম, দৃশ্যত অব্যবহৃত, মৃত্যু তার লিঙ্গকে সংকুচিত করে ফেলেছে।

রোসা ক্যাবারকাস জানে না যে লোকটি কার সাথে ছিল। কারণ, তারও সুযোগ ছিল ফলবাগানের দিকের দরজা দিয়ে ভিতরে আসার। এমন সন্দেহকে উড়িয়ে দেয়া হল না যে তার সঙ্গী আরেকজন পুরুষ হতে পারে। রোসা আমার কাছে একটিমাত্র আনুকূল্য চাইল, তা হচ্ছে মৃতদেহটিকে কাপড় পরিয়ে দিতে তাকে সাহায্য করা। সে এত ধীরস্থির যে, মৃত্যু তার জন্যে রান্নাঘরের ব্যাপারমাত্র। আমি হতবাক হলাম তার প্রতিক্রিয়াহীন মনোভাবে। আমি বললাম, 'একজন মৃত ব্যক্তিকে কাপড় পরানোর চেয়ে কঠিন কাজ আর নেই।' রোসা বলল, 'আমি একাধিকবার কাজটি করেছি। কেউ তাকে একটু তুলে ধরলে আমার জন্যে কাজটি সহজ হয়।' আমি তাকে বললাম, 'ইংলিশ ভদ্রলোকের পোশাক পরিহিত একজন লোকের কাপড়চোপড় অক্ষত, আর ভিতরে দেহ ছুরিকাঘাতে ক্ষত, এমনটি কে বিশ্বাস করবে বলে তোমার ধারণা ?'

ডেলগাদিনার জন্যে আমি কেঁপে উঠলাম। রোসা ক্যাবারকাস বলল, সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি ওকে সাথে নিয়ে যাও।' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি বরং প্রথমে মৃত্যুবরণ করব।' আমার মুখের লালা পর্যন্ত বরফের মতো শীতল হয়ে

BanglaBook.org

গেছে সে আমার অবস্থা লক্ষ করল এবং তার প্রতিক্রিয়া গোপন করল না, 'তুমি কাঁপছ।' বললাম, 'ওর জন্যে।' যদিও কথাটায় অর্ধেক সত্য ছিল 'ওকে বলো, কেউ এসে পড়ার আগেই এখান থেকে চলে যেতে।' রোসা সম্মত হল, 'ঠিক আছে, যদিও সাংবাদিক হিসেবে তোমার কিছু হবে না।' আমি এক ধরনের নিশ্চয়তার কণ্ঠে তাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলাম, 'তোমারও কিছু হবে না। এই সরকারের শাসনামলে একমাত্র তোমরাই ক্ষমতাসহ উদার।'

শহরটি সকলের কাছে প্রিয় একটি স্থান এর শান্তিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও সহজাত নিরাপত্তার জন্যে, কিন্তু প্রতিবছর সংঘটিত একটি করে হত্যাকাণ্ডের কারণে শহরের সুনাম কেলেংকারির সাথে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এখানকার হত্যাকাণ্ড তার মধ্যে ছিল না। শিরোনামসহ খবরটি বড়ো হলেও বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে শুধু বলা হয়েছে যে অজ্ঞাত কারণে প্রাডোমার হাইওয়েতে তরুণ ব্যাংকারের ওপর হামলা করে তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। তার কোনো শত্রু ছিল না। সরকারি বিবৃতিতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, দেশের ভিতর থেকেই আগত উদ্বাস্তুরা তার সম্ভাব্য খুনি, যারা শহরটির বাসিন্দাদের সামাজিক চেতনার বিরুদ্ধে অপরাধ ছড়িয়ে দিতে চায়। হত্যাকাণ্ডের প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অর্ধশতাধিক লোককে গ্রেফতার করা হল।

আমি অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে আইন বিষয়ক এক রিপোর্টারের শরণাপন্ন হলাম যার বয়স ত্রিশ বছরের কম, চোখে সবুজ রঙের চশমা এবং জামার হাতায় ইলাস্টিকের ব্যান্ড বেঁধেছে, ঘটনার তথ্য আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারে এমন অহংকার তার। কিন্তু সে অপরাধের বিক্ষিপ্ত কিছু সূত্রের ব্যাপারেই শুধু সে জানে এবং আমার বিবেচনায় তাকে যতটুকু জানানো প্রয়োজন, আমি তা জানালাম। এভাবে, আমরা চার হাতে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার আট কলাম শিরোনামের খবরের জন্যে পুরো পাঁচ পৃষ্ঠা লিখলাম, নির্ভরযোগ্য সূত্রের অসার বরাত দিয়ে, যার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু বমনযোগ্য অস্তিত্ব— সেন্সর— সরকারি ব্যাখ্যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে কোনো দ্বিধা করল না যে এটি ছিল অবৈধ উদারপন্থী দ্বারা পরিচালিত হামলা। আমি আমার বিবেককে পরিশুদ্ধ করলাম শতাব্দির সবচেয়ে অধিক মানুষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন অতি মেকি একটি শোক সমাবেশে অংশ নিয়ে।

বাড়ি ফিরে আসার পর ওই রাতে আমি রোসা ক্যাবারকাসকে ফোন করলাম ডেলগাদিনার কী হয়েছে সে ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্যে। কিন্তু পরবর্তী চারটি দিন তাকে ফোনে পেলাম না। পঞ্চম দিবসে আমি দাঁতে দাঁত চেপে তার বাড়িতে হাজির হলাম। দরজা বন্ধ, পুলিশ বন্ধ করেনি, বন্ধ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। এলাকার কেউ কোনো কিছু সম্পর্কে জানে না। ডেলগাদিনার কোনো সন্ধান না পেয়ে আমি বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লাম এবং কখনো কখনো হাস্যকর অনুসন্ধান চালাতে

BanglaBook.org

গিয়ে আমার দম বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ধূলিপূর্ণ একটি পার্কে বসে আমি সারাটা দিন কাটিয়ে দিতাম সাইকেল চালক তরণীদের লক্ষ করে। সে পার্কে খেলাধুলারত শিশুরা সাইমন বলিভারের মূর্তিতে আরোহণ করত। যে তরুণীরা সাইকেল চালিয়ে যেত তারা হরিণীর মতো, সুন্দরী এবং পাওয়ার মতো, কানামাছি খেলায় ধরা পড়ার জন্যে যেন প্রস্তুত। আমার আর তখন বেশি আশা ছিল না। আমি জনপ্রিয় গানের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেতে চেষ্টা করলাম। সেগুলো ছিল প্রাণঘাতী ওষুধের মতো– গানের প্রতিটি শব্দে ডেলগাদিনা। লেখার জন্যে আমার সবসময় প্রয়োজন ছিল নীরবতা, কারণ গান বাজতে থাকলে লেখার চেয়ে গানের প্রতিই আমার মনোযোগ বেশি আকৃষ্ট হত। এখন বিপরীতটাই ঘটছিল। আমি জনপ্রিয় গানের ছায়ায়ই শুধু লেখতে পারতাম। ডেলগাদিনার কল্পনায় আমার জীবন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সেই দুটি সপ্তাহে আমি যে কলাম লিখেছি তা প্রেম পত্রের জন্যে আদর্শ হতে পারে। লিখার যে সাড়া পাঠকদের পক্ষ থেকে এল সে কারণে ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন প্রেমকে সীমিত করে আনতে। আমার ভাবনায় প্রেম ছিল বহু প্রেম তাড়িত পাঠকের সান্ত্বনার একটি উপায়।

আমার মাঝে প্রশান্তির অনুপস্থিতি আমার শুদ্ধতার দিনের অবসান ঘটাল। আমি সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে জাগলে ও অন্ধকার রুমে শুয়ে থেকে ডেলগাদিনাকে তার অবাস্তব জীবনে কল্পনা করতাম যে, সে তার ভাইবোনদের ঘুম থেকে উঠিয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্যে কাপড় পরিয়ে দিচ্ছে, ঘরে কোনো খাবার থাকলে তাদেরকে নাশতা দিচ্ছে এবং সাইকেল যোগে শহর পাড়ি দিয়ে বোতাম সেলাই-এর শাস্তি ভোগ করার জন্যে যাচ্ছে। অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, বোতাম সেলাই এর সময় একজন মহিলা কী ভাবে ? সে কি আমার কথা মনে করে ? আমাকে বের করার জন্যে কি সে রোসা ক্যাবারকাসের প্রতীক্ষায় থাকে ? একটি সপ্তাহ আমি দিনরাতের কখনোই আমার জামাকাপড় খুলিনি, গোসল বা সেভ করিনি, দাঁত মাজিনি, কারণ অবশেষে প্রেম আমাকে শিখিয়েছিল যে তুমি কারো জন্যে নিজেকে গড়ে তোল। কারো জন্যে পোশাক পর ও সুগন্ধি দাও এবং এসব করার জন্যে আমার কখনো কেউ ছিল না। একদিন সকাল দশটায় দোলনায় আমাকে নগ্ন অবস্থায় ঝুলতে দেখে দামিয়ানার মনে হল আমি অসুস্থ। আমি ওর দিকে তাকালাম কামনায় মেঘাচ্ছন্ন চোখে এবং তাকে একটি মাদুরে আসতে আমন্ত্রণ জানালাম। বিরক্তি সহকারে দামিয়ানা বলল, 'আমি যদি হ্যাঁ বলি, তাহলে তুমি কী করবে, তা কি ভেবে দেখেছ ?'

এভাবে আমি শিখলাম যে আমার যাতনা আমাকে কীভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে। আমার কৈশোরের যন্ত্রণার মাঝে নিজেকে চিনতে পারলাম না। আমি বাইরে যেতাম না, যাতে ফোন ধরা বাদ না পড়ে। ফোনের রিসিভারটি তুলে না

BanglaBook.org

রেখেই আমি লিখতাম এবং প্রথম রিং হওয়ার সাথে সাথে ছুটে যেতাম ধরতে এই ভেবে যে, অপর প্রান্তে রোসা ক্যাবারকাস থাকবে। তাকে ফোন করতাম নিয়মিত ব্যবধানে এবং তা অব্যাহত রেখেছিলাম সেদিন পর্যন্ত যতক্ষণ আমি উপলব্ধি না করেছি যে এটি এমন একটি ফোন যার কোনো হৃদয় নেই।

এক বর্ষণমুখর বিকেলে আমি বাড়ি ফিরে দেখতে পেলাম যে সামনের সিঁড়িতে বিড়ালটি কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। বিড়ালের নোংরা বিধ্বস্ত অবস্থা এবং এত দুর্বল যে আমি আবেগ অনুভব করলাম। বিড়াল পোষার নির্দেশিকা আমাকে জানাল সে অসুস্থ এবং বিড়ালকে সুস্থ করার বিধিগুলো অনুসরণ করলাম। এরপর আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ জেগে উঠলাম এমন একটি ধারণায় যে বিড়াল আমাকে ডেলগাদিনার বাড়ির পথ নির্দেশ করতে পারবে। একটি শপিং ব্যাগে বিড়ালটি তুলে রোসা ক্যাবারকাসের বাড়িতে নিয়ে গেলাম তখনো বাড়ি বন্ধ এবং জীবনের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে সেটি এত মোচড়াচ্ছিল যে এক পর্যায়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। বাগানের প্রাচীরের ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে গাছের মধ্যে হারিয়ে গেল। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দরজার ওপর আঘাত করলাম এবং একটি সামরিক কণ্ঠ দরজা না খুলেই প্রশ্ন করল, 'ওখানে কে ?' আমি উত্তর দিলাম, 'একজন বন্ধু। আমি বাড়ির মালিকের খোঁজ করছি।' কণ্ঠটি বলল, 'এখানে কোনো মালিক নেই।' আবার বললাম, 'অন্তত দরজাটা খুলুন, যাতে আমি আমার বিড়ালটি খুঁজে পেতে পারি।' কণ্ঠ বলল, 'এখানে কোনো বিড়াল নেই।' আমি জানতে চাইলাম, 'আপনি কে ?'

'কেউ না ?' কণ্ঠটি উত্তর দিল।

আমি সবসময় একটি বিষয় উপলব্ধি করেছি যে প্রেমের মৃত্যু শুধুমাত্র কাব্যিক অনুমতি নয়। সেদিন বিকেলে আবার বাড়িতে ফিরে এলাম, বিড়ালটিকে ছাড়া এবং ডেলগাদিনাকে ছাড়া। আমি প্রমাণ করলাম যে, আমি ছাড়া আর কারো জন্যে এটা সম্ভব ছিল না, কোনো সঙ্গী ছাড়া একজন বৃদ্ধ প্রেমের তাড়নায় মারা যাচ্ছে। আমি এটাও উপলব্ধি করলাম যে, এর বিপরীতটাও সত্য – এ পৃথিবীতে আমি কোনো কিছুর জন্যে আমার দুর্ভোগের আনন্দকে বিপনন করিনি। লিওপার্ডির কবিতা অনুবাদ করার চেষ্টায় আমি পনেরো বছর অতিবাহিত করেছি এবং শুধুমাত্র সেদিন বিকেলেই কবিতাগুলোর নির্যাস লাভ করেছি— 'এই তো আমি, এটাই যদি প্রেম হয় তাহলে যন্ত্রণা দেয় কী করে।'

যেমন তেমন পোশাকে এবং দাড়ি না কামিয়ে পত্রিকা অফিসে যাওয়ার কারণে আমার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে অনেকের সন্দেহের সৃষ্টি হল। নতুন সাজসজ্জা, কাঁচে ঘেরা প্রত্যেকের পৃথক বসার স্থান। ওপরের বাতি সব মিলিয়ে মেটার্নিটি হাসপাতালের মতো মনে হচ্ছিল। কৃত্রিম পরিবেশ, নীরব ও আরামদায়ক হলেও ফিসফিস করে কথা বলতে ও পা টিপে টিপে চলতে বলে

BanglaBook.org

দেয়। লবিতে মৃত ভাইসরয়দের মতো তিন আজীবন সম্পাদক ও পত্রিকা অফিস পরিদর্শন করতে আসা খ্যাতিমান ব্যক্তিদের তৈলচিত্র ঝুলানো। বিশাল হলঘরটি আমার জন্মদিনের বিকেলে তোলা সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত লোকদের বিশাল একটি আলোকচিত্র শোভিত। এটিতে আমার ছবির সাথে আমার ত্রিশ বছর বয়সে তোলা আরেকটি তুলনা করা এড়াতে পারলাম না এবং আরেকবার আমি আতংকের সাথে নিশ্চিত হলাম যে বাস্তবের চাইতে ছবিতে আমাকে অনেক বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে। সম্পাদকের যে সেক্রেটারি জন্মদিনের বিকেলে আমাকে চুমু দিয়েছিল সে জানতে চাইল আমি অসুস্থ কিনা। আমি সত্যটা বলতে পেরেই সুখী ছিলাম যাতে সে বিশ্বাস না করে 'প্রেমের কারণে অসুস্থ।' সে বলল, 'খুবই খারাপ কথা যে তা আমার জন্যে নয়।' আমি তার শুভেচ্ছার সাড়া দিলাম, 'এত নিশ্চিত হয়ে বোলো না।'

আইন বিষয়ক রিপোর্টার তার জায়গা থেকে বের হয়ে এসে চিৎকার করে বলল যে শহরের মর্গে দুটি মেয়ের মৃতদেহ এসেছে। ভীত হয়ে তার কাছে জানতে চাইলাম, 'কেমন বয়সের ?' সে বলল, 'কম বয়সী। ওরা উদ্বাস্তু হতে পারে। সরকারি দলের মাস্তানদের খপ্পরে পড়েছিল হয়ত।' আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। 'পরিস্থিতি আমাদেরকে নীরবতার মাঝে আচ্ছন্ন করেছে রক্তের শুকিয়ে যাওয়া দাগের মতো' আমি বললাম। রিপোর্টার একটু দূর থেকে কণ্ঠ উঁচু করে বলল, 'রক্ত নয় মায়েস্ত্রো, বিষ্টার মতো।'

কয়েকদিন পর মানডো বুকস্টোরের সামনে দ্রুত পায়ে চলা একটি মেয়েকে বিড়ালের ঝুড়ির অনুরূপ একটি ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যেতে দেখে আমার মধ্যে বাজে একটি অনুভূতির সৃষ্টি হল। দুপুরের রোদে লোকজনের ভিড় ঠেলে আমি মেয়েটিকে অনুসরণ করলাম। সে অত্যন্ত সুন্দরী, দীর্ঘ পদক্ষেপ ফেলে দ্রুত হাঁটার কারণে আমার পক্ষে তার সঙ্গে তাল মিলানো কঠিন ছিল। অবশেষে আমি তাকে অতিক্রম করে সোজা তার মুখের দিকে তাকালাম। আমাকে হাত দিয়ে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল, কিন্তু তার চলা না থামিয়ে এবং আমার কাছে কোনোরকম ক্ষমা প্রার্থনা না করে। আমি যার কথা ভাবছিলাম সে নয়, কিন্তু তার দুর্বিনীত আচরণ আমাকে আহত করল। তখন আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম যে, আমি ডেলগাদিনাকে জাগ্রত বা পোশাক পরা অবস্থায় শনাক্ত করতে সক্ষম হব না, আর আমাকে না দেখলে সেও আমাকে চিনতে পারবে না। পাগলামি করে তিনদিনে আমি শিশুদের বারো জোড়া নীল ও গোলাপি জুতা বুনলাম। আসলে আমি নিজেকে সাহসী করে তুলতে চেষ্টা করছিলাম ওর কথা মনে করাতে পারে এমন কোনো গান না শুনতে বা গুনগুন না করতে।

সত্য কথাটি হচ্ছে, আমি আমার আত্মাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলাম না এবং প্রেমের ক্ষেত্রে আমার দুর্বলতার কারণে আমার বার্ধক্য সম্পর্কেও উপলব্ধি

BanglaBook.org

করতে শুরু করেছিলাম। এর আরো একটি বড়ো নাটকীয় প্রমাণ আমি নিজেই পেলাম যখন যাত্রীবাহী একটি বাস শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় সাইকেল আরোহী একটি মেয়েকে চাপা দিল। একটি এম্বুলেন্সে তুলে তাকে নিয়ে যাওয়ার পর ছড়িয়ে থাকা রক্তের মাঝে সাইকেলটির দলামোচড়া ধাতব পিণ্ডে পরিণত হওয়া থেকে এই দুঃখজনক ঘটনাটির ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারত। কিন্তু সাইকেলের ব্যান্ড, মডেল ও রং দেখে আমার যতটা দুঃখ লাগল সাইকেল বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় আমি ততটা ব্যথিত হইনি। আমি ডেলগাদিনাকে যে সাইকেলটি দিয়েছিলাম এটি সেই সাইকেলও হতে পারত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রত্যেকে বলল যে আহত সাইকেল আরোহী বয়সে অত্যন্ত তরুণ দীর্ঘ ও হালকা পাতলা এবং মাথায় খাটো কোঁকড়ানো চুল। স্তম্ভিত হয়ে প্রথম যে ট্যাক্সিটি পেলাম সেটি নিয়ে হসপিটাল ডি কারিদাদে ছুটে গেলাম, কারাগারের মতো দেখতে হাসপাতালটির হলদে-খয়েরি রঙের পুরনো ভবনটির প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। হাসপাতালে পৌঁছে ভিতরে যেতে আধ ঘণ্টা এবং আরো আধ ঘণ্টা লাগল ফল বৃক্ষের সুবাসপূর্ণ আঙিনায় পৌঁছতে। যেখানে করুণ দর্শন এক মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সাথে বলল, 'আমি এমন একজন আপনি যাকে খুঁজছেন না।'

ঠিক তখনই আমি স্মরণ করতে সক্ষম হলাম যে, এখানেই পৌর আশ্রয় কেন্দ্রের অহিংস রোগীরা অরক্ষিত অবস্থায় বাস করে। একজন নার্স আমাকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার আগে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার কাছে নিজেকে একজন সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিতে হল। রোগী ভর্তির রেজিস্টারেই তথ্য লিপিবদ্ধ আছে ; রোসালবা রিওস, বয়স ষোলো, কোনো কাজে নিয়োজিত কিনা জানা যায়নি। সমস্যা- মস্তিষ্কে ক্ষত। অবস্থা– রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। জরুরি বিভাগের প্রধানের কাজে জানতে চাইলাম যে আমি রোগীকে দেখতে পারি কিনা। মনে মনে ধারণা করছিলাম, তিনি নেতিবাচক কিছু বলবেন, কিন্তু না, আমাকে মেয়েটির কাছে নেয়া হল। কারণ তারা খুশি হয়েছিল যে, আমি হাসপাতালের দুরাবস্থা সম্পর্কে লিখতেও চাইতে পারি।

হতচ্ছিড়ি অবস্থার একটি ওয়ার্ড অতিক্রম করার সময় নাকে কার্বলিক এসিডের কটু গন্ধ লাগল। রোগীরা বেডে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে। পিছনের দিকে একটি রুমে ধাতব একটি বেডে মেয়েটি শায়িত, আমি যাকে দেখতে এসেছি। তার মাথা ব্যান্ডেজে আবৃত, মুখমণ্ডল রহস্যে ভরা, স্ফীত ও কালো-নীলচে হয়ে আছে, কিন্তু সে যে ডেলগাদিনা নয় সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আমার প্রয়োজন শুধু ওর পা দুটি দেখা। ঠিক তখনই আমি বিস্মিত হয়ে ভাবলাম যে সে যদি ডেলগাদিনাই হয় তাহলে আমার কিইবা করার আছে ?

BanglaBook.org

রাতের বিভ্রমের জাল আমাকে তখনো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। পরদিন আমার মাঝে সাহসের সৃষ্টি হল মেয়েটি যেখানে কাজ করে বলে রোসা ক্যাবারকাস একবার আমাকে বলেছিল সেই সার্ট ফ্যাক্টরিতে যেতে ; আমি ফ্যাক্টরি মালিককে বললাম জাতিসংঘের মহাদেশীয় প্রজেক্টের মডেল হিসেবে স্থাপিত কারখানাটি আমাকে ঘুরিয়ে দেখাতে। লোকটি হাতির মতো, গম্ভীর প্রকৃতির লেবানিজ, যিনি পৃথিবীতে একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হওয়ার ভ্রান্ত আশায় তার সাম্রাজ্যের দরজা খুলে দিলেন।

সাদা ব্লাউজ পরা কপালে ইস্টারের আগমনী ক্রস আঁকা তিনশো মেয়ে বিশাল একটি আলোকিত কক্ষে বোতাম সেলাই করছে। আমাদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে তারা স্কুলের ছাত্রীদের মতো সোজা হয়ে বসল এবং ম্যানেজার যখন বোতাম লাগানোর যুগপ্রাচীন কলায় তার অবদান ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন মেয়েগুলো তাদের চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ করছিল। আমি তাদের প্রত্যেকের মুখ খুটিয়ে দেখলাম মনে মনে শংকা নিয়ে যে আমি ডেলগাদিনাকে পোশাক পরিহিত ও জাগ্রত অবস্থায় আবিষ্কার করব। কিন্তু ওদেরই একজন নিষ্ঠুর প্রশংসার ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে আবিষ্কার করল ; 'সেনর আমাকে বলুন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি নন যিনি পত্রিকায় প্রেমপত্র লিখেন ?' আমার পক্ষে কখনোই কল্পনা করা সম্ভব হত না যে একটি নিদ্রিত বালিকা আমার এত বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। আমি বিদায় বাণী উচ্চারণ করেই ফ্যাক্টরি ছেড়ে এলাম। আমার মাঝে শুধু বিস্ময় কাজ করছিল যে আমি যাকে অনুসন্ধান করছি শেষ পর্যন্ত ওই ক্যাথলিক কুমারীদের একজন যদি সে হয়। যখন বের হয়ে এলাম একটি অনুভূতিই আমার অবশিষ্ট ছিল তা হচ্ছে কান্নার ইচ্ছা।

একমাস পর রোসা ক্যাবারকাস আমাকে ফোন করে তার অন্তর্ধান সম্পর্কে অদ্ভুত এক ব্যাখ্যা দিল। ব্যাংকার নিহত হওয়ার পর সে বহু প্রতীক্ষিত অবকাশ যাপনের জন্যে গিয়েছিল কার্টাগেনা ডি ইন্ডিয়াসে। তার কথা আমি বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু তার সৌভাগ্যের কারণে অভিনন্দন জানালাম এবং আমার হৃদয়ে যে প্রশ্নটি টগবগ করে ফুটছিল তা করার আগে তার মিথ্যা সবিস্তারে বর্ণনা করার সুযোগ দিলাম। জানতে চাইলাম 'ওর খবর কী ?'

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রোসা ক্যাবারকাস নীরব থাকল। অবশেষে বলল, 'সে ওখানেই আছে।' তার কথা অনেকটা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতো, 'তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।' 'কতদিন ?' আমি জানতে চাই। সে উত্তর দিল, 'আমার কোনো ধারণা নেই। আমি তোমাকে জানাব।' আমার মনে হল আমাকে সে কোনো কিছু লুকাচ্ছে, অতএব আমি শীতল কণ্ঠে তাকে মাঝপথে থামিয়ে বললাম, 'থাম, এ ব্যাপারে তুমি আমাকে কিছু ধারণা দাও।' রোসা বলল, 'তোমাকে ধারণা দেয়ার কিছু নেই,' এবং উপসংহার টানল, 'খুব সাবধানে থেকো,

BanglaBook.org

তুমি তোমার ক্ষতি ডেকে আনতে পার, সবচেয়ে বড়ো কথা ক্ষতি করতে পার।' সে ধরনের লাজুক হওয়ার ইচ্ছা নেই আমার। আমি তাকে অনুনয় করলাম, অন্তত সত্যের সামান্য ইঙ্গিত সে আমাকে দেয়। বললাম, 'হাজার হলেও আমরা তো অভিন্ন সঙ্গী। আর কোনো একটি পদক্ষেপ নিল না সে। বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, স্থির হও। মেয়েটি ভালো আছে এবং আমার ফোনের অপেক্ষা করছে। কিন্তু এ মুহূর্তে এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। আমি আর কিছুই বলছি না। গুড বাই।'

আমি টেলিফোন ধরেই ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না যে কীভাবে এগুব। কারণ আমি একটি বিষয় ভালোভাবে জানি সে যদি আমাকে কিছু দিতে না চায় তাহলে আমি ওর কাছ থেকে কিছুই পাব না। পরে সেদিনই বিকেলে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে রোসা ক্যাবারকাসের বাড়িতে গেলাম যৌক্তিক কোনো কারণের চাইতেও কোনো সুযোগের আশায় এবং বাড়িটি তখনো তালাবদ্ধ দেখলাম। স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক সিল করে দেয়া। আমার মনে হল রোসা অন্য কোনো জায়গা থেকে ফোন করেছে, সম্ভবত অন্য কোনো শহর থেকে এবং এই ধারণাটি আমাকে অমঙ্গলের আশংকায় পূর্ণ করল। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা ছ'টায় যখন আমি প্রায় আশাই করিনি সে টেলিফোন করে আমার মনের ইচ্ছাটিই ঘোষণা করল, 'ঠিক আছে, আজই, আজই তুমি উদ্যোগ নাও।'

ওই রাত দশটায়, কম্পিতভাবে এবং কান্না রুদ্ধ রাখতে ঠোঁট কামড়ে রেখে সুইস চকোলেট, ডিমের তৈরি মিষ্টি, ক্যান্ডি এবং বিছানায় ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে এক ঝুড়ি গোলাপের পাপড়ি নিয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। দরজা অর্ধ খোলা, আলো জ্বালানো এবং রেডিওতে মৃদু আওয়াজে বাজছে বেহালা ও পিয়ানোতে ব্রাহমে'র প্রথম সোনাটা। বিছানায় ডেনাদিনাকে এত উজ্জ্বল এবং এতটা ভিন্ন লাগছে যে আমার পক্ষে ওকে চেনা কঠিন।

সে বড়ো হয়েছে, কিন্তু তা ওর শরীর দেখে বুঝা যাবে না, এক ধরনের নিবিড় পরিপূর্ণতার কারণে ওকে দুই বা তিন বছরের বেশি বয়সী মনে হচ্ছে এবং তাকে আগের চেয়ে বেশি নগ্ন মনে হচ্ছে। তার চোয়ালের উঁচু অস্থি, উত্তাল সমুদ্রে রোদে পোড়া লোকদের মতো পাকানো ত্বক, খাটো কোঁকড়ানো চুল, কোমল ঠোঁট– সব মিলিয়ে তার মুখমণ্ডলকে প্রাবিত্রটেলেসের তৈরি অ্যাপোলোর মূর্তির উভলিঙ্গতার ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ, তার স্তন এত পরিস্ফুট হয়েছে যে আমার হাতের মুঠো সে তুলনায় ছোটো, নিতম্ব পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অস্থি আরো দৃঢ় ও অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। সহজাত এসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে দেখে আমি বিমোহিত, কিন্তু কৃত্রিম অঙ্গসজ্জা যেমন, কৃত্রিম ভুরু, হাত ও পায়ের আঙুলের নখের পলিশ এবং সস্তা সুগন্ধি ব্যবহার আমাকে হতবাক করল। কারণ এগুলোর সাথে প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। এসব ছাড়াও আমাকে যা পাগল করে তুলল তা ছিল ওর পরনের

BanglaBook.org

অলংকার। দামি পান্না বসানো কানের দুল, প্রাকৃতিক মুক্তায় তৈরি নেকলেস, হীরকযুক্ত সোনার ব্রেসলেট, প্রতিটি আঙুলে খাঁটি পাথর খচিত আংটি। চেয়ারে রাখা ওর সূচিকর্ম করা ও ঝালর লাগানো সান্ধ্য পোশাক, সাটিনের চটি। আমার ভিতর থেকে অদ্ভুত এক চক্কর উঠে এল মাথায়। চিৎকার করে উঠলাম, 'বেশ্যা !'

কারণ শয়তান আমার কানে অশুভ এক ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, আর তা হল অপরাধ সংঘটিত হওয়ার রাতে মেয়েগুলোকে সতর্ক করার সময় বা মানসিক অবস্থা ছিল না রোসা ক্যাবারকাসের এবং পুলিশ এসে একটি ছোটো মেয়েকে কোনো খদ্দের ছাড়া রুমে একা পেয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রোসা ছাড়া আর কারো পক্ষে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়– অপরাধের দায় থেকে তাকে মুক্ত করার বিনিময়ে সে তার ক্ষমতাবান খদ্দেরদের একজনের কাছে মেয়েটির কুমারীত্ব বেঁচে দিয়েছিল। তার প্রথম কাজটি তো অবশ্যই ছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকা। কী চমৎকার ! তিনজনের জন্যে কী অদ্ভুত মধুচন্দ্রিমা ! ওদের দু'জন শয্যায়, আর রোসা ক্যাবারকাস তার আনন্দময় অব্যাহতি কাটাতে বারান্দাসহ কোনো ডিলাক্স শ্রেণীর কামরায় আনন্দ উপভোগে। উন্মত্ত ক্রোধে আমি রুমের সবকিছু প্রাচীরের দিকে ছুড়ে চুরমার করতে শুরু করলাম– টেবিল ল্যাম্প, ফ্যান, আয়না, কলসি, গ্লাস সবকিছু। এ কাজটি যে শুধু দ্রুততার সাথে করেছি তা নয়, না থেমে করেছি। ভাঙচুর এবং সুশৃঙ্খল উত্তেজনা আমার জীবন রক্ষা করল। প্রথম বস্তুটি ভাঙার শব্দের সাথে চমকে উঠেছিল, কিন্তু আমার দিকে তাকায়নি এবং সে আমার দিকে পিছন ফিরিয়ে সেভাবেই রইল। ভাঙচুর না থামা পর্যন্ত সে ভূমিকম্পের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আঙিনায় মুরগিগুলো এবং রাতে জেগে থাকা কুকুরগুলোর ডাক যুক্ত হয়েছিল শোরগোলে। ক্রোধের অন্ধ স্বচ্ছতা আমাকে শেষ প্ররোচনা দিল বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দিতে, ঠিক তখন নাইট গাউন পরা রোসা ক্যাবারকাসের আবেগহীন অবয়ব দেখা গেল দরজায়। কিছুই বলল না সে। ধ্বংসে চাক্ষুষ হিসাব করে নিল সে এবং নিশ্চিত হল যে মেয়েটি শামুকের মতো গুটিয়ে আছে, মাথা দুই হাতের মাঝে লুকানো। আতংকিত কিন্তু বহাল তবিয়তে আছে।

'হায় ইশ্বর।' রোসা ক্যাবারকাস বিস্ময় প্রকাশ করল। 'এমন একটি ভালোবাসার জন্যে আমি কী দেইনি।'

আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে নির্দেশের সুরে বলল, 'চলো' আমি তাকে অনুসরণ করে গেলাম। আমাকে এক গ্লাস পানি দিল, কোনো কথা না বলে, তার সামনে বসার জন্যে ইঙ্গিত করল এবং আমার বক্তব্য শোনার জন্যে প্রস্তুত হল। 'ঠিক আছে', সে মুখ খুলল, 'এবার একজন বয়স্ক মানুষের মতো আচরণ করো এবং আমাকে বল যে কী সমস্যা হয়েছে।' আমি যা সত্য বলে বিবেচনা করেছি তাকে খুলে বললাম। রোসা ক্যাবারকাস চুপচাপ

BanglaBook.org

আমার কথা শুনল কোনো বিস্ময় প্রকাশ না করে এবং শেষ পর্যন্ত মনে হল সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সে বলল, 'কী চমৎকার ! আমি সবসময় বলে এসেছি যে সত্য যা করতে পারে ঈর্ষা তার চাইতে অনেক বেশি, জানে।' এরপর কথা চেপে না রেখে আমাকে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বলল যে, হত্যাকাণ্ডের রাতে পরিস্থিতির চাপে সে রুমে ঘুমিয়ে থাকা মেয়েটির কথা ভুলে গিয়েছিল। তাদের খদ্দেরদের একজন, যে মৃত লোকটির আইনজীবীও ছিল, সে মুক্ত হাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুবিধা ও ঘুস দিয়ে রোসা ক্যাবারকাসকে প্রস্তাব দিয়েছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কার্টাগেনা ডি ইন্ডিয়াসে নিরিবিলি এক হোটেলে কাটাতে। রোসা বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করো, সেখানে অবস্থানের পুরো সময় ধরে তোমার ও মেয়েটি সম্পর্কে আমার চিন্তা থামাতে পারিনি। আমি গত পরশু ফিরে এসেছি এবং প্রথমেই তোমাকে ফোন করেছি। কিন্তু কেউ ফোন ধরেনি। অন্যদিকে মেয়েটি সোজা এখানে চলে এসেছে। ওর অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে আমি ওকে তোমার জন্যে গোসল করিয়েছি, কাপড় পরিয়েছি, তোমার জন্যে ওকে হেয়ার ড্রেসারের কাছে পাঠিয়েছি ওদেরকে একথা বলে যে ওকে যাতে রানির মতো করে সাজিয়ে দেয়। তুমি দেখেছ ওকে কেমন লেগেছে, একেবারে নিখুঁত। ওর দামি জামাকাপড় ? আমার গরিব মেয়েগুলো ওদের খদ্দেরদের সাথে নাচতে গেলে আমাকে যে পোশাকগুলো ভাড়া করতে হয় ওটি সেগুলোর একটি। আর অলংকার ? ওগুলো আমার। তুমি যা করতে পার, তা হল স্পর্শ করে দেখ যে পাথরগুলো কাঁচের এবং দামি ধাতব হচ্ছে টিন।' বক্তব্য শেষ করার আগে সে বলল, 'অতএব, অহেতুক মাথা খারাপ না করে তুমি রুমে গিয়ে মেয়েটিকে জাগিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে আরেকবার এ সব সময়ের জন্যে তুমি ওর দায়িত্ব নিয়ে নাও। তোমাদের দু'জন ছাড়া আর কেউ সুখী হবার দাবিদার নয়।

রোসা ক্যাবারকাসের কথা বিশ্বাস করার জন্যে অতি মানবিক একটি উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু প্রেম যুক্তির চেয়েও শক্তিশালী। আমি বললাম, 'বেশ্যার দল !' আমার পেটে আগুনের শিখা জ্বলছিল। 'হ্যাঁ, তোমরা তাই ! জঘন্য বেশ্যা। তোমাদের সম্পর্কে আর কিছু জানতে চাই না আমি। কিংবা পৃথিবীর আর কোনো বেশ্যা, এমনকি ওর সম্পর্কেও নয়।' দরজা থেকে আমি বিদায়ের উদ্যোগ নিলাম, 'চিরদিনের জন্যে বিদায়।' এ ব্যাপারে রোসা ক্যাবারকাসের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

'ঈশ্বরের সাথে চলো,' বিষাদে ম্লান কণ্ঠে বলে তার বাস্তব জীবনে ফিরে এল, 'যাহোক, রুমে যে ভাঙচুর করেছ তার একটি বিল আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

BanglaBook.org

পাঁচ

'দি আইডেস অফ মার্চ' পড়ার সময় জুলিয়াস সিজারের উদ্দেশে লেখকের অমঙ্গলসূচক বাক্যের ওপর আমার চোখ আটকে গেল, 'শেষ পর্যন্ত অন্যেরা তুমি যা বলে বিশ্বাস করো তা না হওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে।' এর যথার্থ উৎস কি স্বয়ং জুলিয়াস সিজারের লেখা না কি সুয়েটোনিয়াস থেকে শুরু করে ক্যারোপিনাস পর্যন্ত তার জীবনী লেখকদের কোনো লেখা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলাম না, কিন্তু এ জ্ঞান আমার জন্যে অতি মূল্যবান। এটিই নিয়মিত এবং যা অবশ্যম্ভাবী ছিল তাই ঘটেছে, পরবর্তী মাসগুলোতে আমার জীবনের গতিপ্রবাহে তারই প্রয়োগ ঘটেছে, আমার যে দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিল শুধু এই স্মৃতিকথা লেখার জন্যে নয়, বরং কোনো দ্বিধা না রেখে এবং ডেলগাদিনার প্রেমকে রেখেই লেখার কাজ শুরু করার জন্যে।

মুহূর্তের জন্যেও আমার মনে কোনো শান্তি ছিল না। খাওয়াদাওয়া আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম এবং আমার ওজন এত কমে গিয়েছিল যে আমার ট্রাউজারগুলো কোমরে ঢিলা হয়ে গিয়েছিল। আমার অস্থিতে থেমে থেমে ব্যথা অনুভব করতাম, কোনো কারণ ছাড়াই আমার মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যেত, রাতগুলো কাটাতাম এক ধরনের আচ্ছন্নতার মধ্যে, যার ফলে আমি পড়তে বা গান শুনতেও পারতাম না। আমার দিনগুলো বিহ্বল ঘুমঘুম ভাবের মধ্যে কাটত, কিন্তু ঘুম আসত না।

BanglaBook.org

অপ্রত্যাশিতভাবেই স্বস্তি এল। যাত্রীতে ঠাসা লোমা ফ্রেসকা অভিমুখী বাসে আমার পাশেই বসেছিল এক মহিলা, যাকে আমি বাসে উঠতে দেখিনি। মহিলা কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনি কি এখনো যৌন লীলা চালিয়ে যাচ্ছেন ?' মহিলা আর কেউ নয়, আমার পুরনো ভাড়ায় খাটা প্রেমিকা কাসিলদা আরমেন্টা। সে যখন উদ্ধত কিশোরী তখন থেকে আমি তার প্রতি নিষ্ঠ খদ্দের ছিলাম। সে যখন পেশা ত্যাগ করে তখন ছিল অসুস্থ এবং একেবারে কপর্দকহীন, এক চীনা সবজি চাষিকে বিয়ে করে যে তাকে নিজের নাম এবং সহযোগিতা এবং সম্ভবত সামান্য প্রেমও দেয়। তার ওজন সবসময় যা ছিল তেহাত্তর বছর বয়সেও তেমনই আছে। এখনো সে সুন্দরী, দৃঢ় চেতনাসম্পন্ন এবং তার পেশার ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা এখনো বজায় রেখেছে।

সে আমাকে সমুদ্রমুখী হাইওয়ের পাশে পাহাড়ের ওপরে চীনা শ্রমিকদের এক খামারে অবস্থিত তার বাড়িতে নিয়ে গেল। ছায়াপূর্ণ বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসলাম আমরা। বারান্দাটি ফার্নজাতীয় গাছ ও লতাপাতায় ঘেরা, কয়েকটি পাখির খাঁচা ঝুলছে ছাদের কড়িকাঠ থেকে। কেউ তাকালেই পাহাড়ের পাশে দেখতে পারে চীনা চাষিরা কৌণিক আকৃতির মাথাল পরে তীব্র রোদে সবজি লাগাচ্ছে। পাথর দিয়ে তৈরি দুটি বাঁধও দেখা যাবে ধূসর পানির বোকাস ডি সেনিজা নদীর ওপর। বাঁধ থেকে নদী আরো বেশ কয়েক মাইল প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। আমাদের কথা বলার সময় সাদা রঙের একটি সমুদ্রগামী জাহাজকে নদীতে প্রবেশ করতে দেখলাম এবং বন্দরে এর করুণ ভেঁপু বেজে উঠার পূর্ব পর্যন্ত আমরা নীরবে জাহাজটি লক্ষ করছিলাম। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'আপনি কি কিছু জানেন ? অর্ধ শতাব্দির বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথমবার আমি আপনাকে শয্যায় গ্রহণ করিনি।' আমি বললাম, 'আমরা যারা ছিলাম, এখন আর তা নেই।' আমার কথায় কান না দিয়ে সে তার কথা অব্যাহত রাখল 'যখনই ওরা রেডিওতে আপনার কথা বলে, আপনার প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রশংসা করে, আপনাকে প্রেমের গুরু বলে উল্লেখ করে, শুধু কল্পনা করুন— আমি ভাবি যে কেউ আমার মতো আপনার আকর্ষণ এবং আপনার বাতিকগুলো সম্পর্কে জানে না।' সে আবার জোর দিয়ে বলল, 'আমি সত্যি বলছি, যৌনকার্যে কেউ আপনার চেয়ে ভালো করতে পারবে না।' আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। সে উপলব্ধি করতে পেরেছে, দেখল আমার চোখ অশ্রুতে ভেজা এবং শুধু তখনই আমার বুঝা উচিত ছিল যে, আমি এক সময় যে মানুষটি ছিলাম, এখন আর তা নেই। সাহস সঞ্চয় করে তার দৃষ্টি সহ্য করলাম, যা আমার পক্ষে সম্ভব হবে বলে কখনো ভাবিনি। 'প্রকৃত সত্য হচ্ছে আমি বৃদ্ধে পরিণত হচ্ছি,' আমি বললাম। সে বলল, 'আমরা ইতিমধ্যে বৃদ্ধ। যা আসলে ঘটেছে তা হল আপনি ভিতর থেকে তা অনুভব করেন না, কিন্তু বাইরে থেকে প্রত্যেকে এটা দেখতে পায়।

তার কাছে আমার হৃদয় উন্মুক্ত না করা অসম্ভব ছিল। অতএব, ভিতরে যে আগুন জ্বলছিল আমি পুরো কাহিনী তাকে বললাম– আমার নব্বইতম জন্মদিনের প্রাক্কালে রোসা ক্যাবারকাসকে আমার প্রথম ফোন করা থেকে রুম ভাঙচুর এবং কখনো সেখানে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত। আমাকে হালকা হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য সে আমার কথা শুনল যেন সে সবকিছু আগে থেকে জানত, বিষয়টি নিয়ে ভাবল কোনো রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে হাসল।

'আপনি যা করতে চান করুন, কিন্তু ওই মেয়েটিকে হারাবেন না,' সে বলল। 'একাকী মারা যাওয়ার চাইতে বড়ো দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না।'

ঘোড়ার মতো মন্থর ছোট্ট খেলনা ট্রেনে উঠে আমরা পুয়েরটো কলম্বিয়ায় গেলাম। পোকায় কাটা কাঠের টেবিলে আমরা এক সাথে দুপুরের খাবার খেলাম,

যেখানে প্রত্যেকে এ দেশে প্রবেশ করেছে বোকাস ডি সেনিজা নদী খননের আগে। পাম গাছের নিবিড় ছায়ায় বিশাল আকৃতির কৃষ্ণকায় মহিলারা পরিবেশন করল রেড স্ন্যাপার নামে এক ধরনের মাছ ভাজা, নারকেল কুচি ও কলাগাছের মোচার স্লাইস। বেলা দুটার গভীর অবসাদের সময়ে আমরা ঘুম ঘুম ভাব নিয়েও কথা বলছিলাম গণগণে সূর্য যতক্ষণ পর্যন্ত না সাগরে ডুবে গেল। বাস্তবতা আমার কাছে অপূর্ব মনে হল। সে বিদ্রুপ করে বলল, 'ভেবে দেখুন, আমাদের মধুচন্দ্রিমার পরিসমাপ্তি কোথায় ঘটেছিল।' অতঃপর গম্ভীর হয়ে গেল, 'এখন আমি পিছনে ফিরে তাকালে হাজার হাজার মানুষের সারি দেখতে পাই, যারা আমার শয্যা অতিক্রম করে গেছে এবং আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বাজে লোকটির সাথে কাটানোর জন্যে আমি আমার হৃদয় পর্যন্ত দিতেও রাজি ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি উপযুক্ত সময়ে আমার চীনা মানুষটিকে পেয়েছিলাম। ব্যাপারটি আপনার কড়ে আঙুলকে বিয়ে করার মতো, কিন্তু সে পুরোপুরিই আমার।'

আমার চোখে চোখ রেখে তাকাল সে। এইমাত্র সে আমাকে যা বলেছে তার ওপর আমার প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী। আমাকে বলল, 'অতএব আপনি যান, এবং আপনার বেচারি মেয়েটিকে এখনই খুঁজে বের করুন যদিও আপনার ঈর্ষা আপনাকে যা সত্য বলে জানিয়েছে, তা যাই হোক না কেন, তার পরও আপনি তাকে খুঁজুন। আপনার দক্ষতা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু একটি কথা, কোনো ঠাকুর্দার রোমান্টিকতা নয়। ওকে জাগান, ভীরুতা ও কার্পণ্যের পুরস্কার হিসেবে শয়তান আপনাকে গর্দভের মতো যে লিঙ্গটি দিয়েছে তা দিয়ে সঙ্গম করে ওর মস্তিষ্ক তোলপাড় করে ফেলুন। আমি আমার হৃদয় থেকে কথা বলছি। প্রেমপূর্ণ সঙ্গমের বিস্ময় না জেনে নিজেকে মরতে দেবেন না।'

পরদিন ফোন করতে গিয়ে আমার হাত কেঁপে উঠল ডেলগাদিনার সঙ্গে পুনর্মিলনের উত্তেজনা এবং রোসা ক্যাবারকাস আমার নতুন উদ্যোগে কীভাবে সাড়া দেবে সেই অনিশ্চয়তার কারণে। তার রুমের যে ক্ষতি আমি করেছি সেজন্যে সে যে বিল করেছে তা নিয়ে আমাদের মাঝে গুরুতর দ্বন্দ্ব ছিল। আমার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় পেইন্টিংটি বেচে দিতে হয়েছে তার বিল পরিশোধের জন্যে, যে পেইন্টিং বিপুল দামে বিক্রি হওয়ার কথা, সেটি সত্যের মুখোমুখি হয়ে আমি যা আশা করেছিলাম বিক্রি করে এক-দশমাংশ মূল্যও পেলাম না। ওই অর্থের সাথে নিজের সঞ্চয়ের অবশিষ্টাংশ যোগ করে সমুদয় অর্থ নিয়ে হাজির হলাম রোসা ক্যাবারকাসের সামনে এবং কঠোরতার সাথে বললাম, 'হয় এটা নাও অথবা দাবি ছাড়ো।' এটি আত্মঘাতী কাজ ছিল, কারণ সে যদি আমার কোনো একটি গোপনীয়তাও ফাঁস করে দেয় তাহলে তা আমার সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্যে যথেষ্ট। সে খুব গোঁ ধরে থাকল না, কিন্তু যে পেইন্টিংগুলো সে জামানত হিসেবে নিয়েছিল সেগুলো রেখে দিল। একক খেলায় আমি পুরোপুরি হেরে গেছি– আমার

BanglaBook.org

ডেলগাদিনা নেই, রোসা ক্যাবারকাস নেই এবং আমার শেষ সঞ্চয়ও আমি হারিয়েছি। যাহোক, আমি একবার, দুবার, তিনবার ফোনের রিং বাজতে শুনলাম। চতুর্থ বারে সে ধরল, 'কে ?' কণ্ঠ আমার সাথে প্রতারণা করল। কিছু না বলে ফোন রেখে দিলাম। দোলনায় শুয়ে পড়লাম, আমার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলাম এবং আমার এত ঘাম ঝরল যে দোলনায় বিছানো ক্যানভাস পর্যন্ত ভিজে গেল। পরদিনের আগে আমি তাকে পুনরায় ফোন করার সাহস করে উঠতে পারলাম না। 'ঠিক আছে, রমণী', দৃঢ়তার সাথে আমি বললাম, 'আজ আমি আসছি।'

রোসা ক্যাবারকাস নিঃসন্দেহে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সে অজেয় চেতনায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'ওহে আমার বিষণ্ন পণ্ডিত। তুমি দুমাস নিরুদ্দেশ ছিলে, আর ফিরে এলে মরীচিকার আশায়।' সে আমাকে জানাল যে ডেলগাদিনার সাথে তার সাক্ষাৎ নেই এক মাসের অধিক সময় ধরে। আমার ধ্বংসকর্ম দেখে সে যে ভীত হয়েছিল তা মনে হয় কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু আমার কথা একবারও উল্লেখ করেনি বা জানতে চায়নি। নতুন একটি চাকরিতে সে সুখী ছিল যে কাজটি অধিকতর আরামদায়ক এবং বোতাম সেলাই এর চাইতে বেশি বেতনের। আমার ভিতরে একটি জীবন্ত আগুনের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছিল। 'সে শুধু একজন বেশ্যা হিসেবেই কাজ করতে পারে,' আমি রেগে বললাম। সে কোনো চাঞ্চল্য না দেখিয়ে উত্তর দিল, 'নির্বোধের মতো কথা বোলো না। তাই যদি সত্য হয়ে থাকবে তাহলে সে তো এখানেই থাকতে পারত। এর চেয়ে ভালো আর কোথায় থাকবে সে ?' তার যুক্তির তাৎক্ষণিকতা আমার সন্দেহকে আরো প্রবল করল, 'আমি কী করে জানব যে সে তোমার ওখানে নেই ?' সে বলল, 'যদি থাকেও তাহলে তোমার জন্যে তা না জানাই ভালো। কথাটা কি ঠিক বলিনি ?' আমি আরেকবার তাকে ঘৃণা করলাম। রোসা ক্যাবারকাস যেন বধির, তবুও প্রতিশ্রুতি দিল ডেলগাদিনার সন্ধান করবে সে। কিন্তু খুব আশার কিছু ছিল না। কারণ তার যে প্রতিবেশীর বাড়িতে ফোন করে রোসা তার খোঁজ সে টেলিফোনটি কেউ ধরছিল না এবং সে কোথায় বাস করছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। সে বলল, 'কিন্তু এটি মারা যাওয়ার মতো কোনো কারণ নয়, তাহলে কী হতে পারে। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে ফোন করছি।

এই একটি ঘণ্টা তিনদিন স্থায়ী হলেও অবশেষে সে মেয়েটিকে খুঁজে পেল। ভালো আছে ডেলগাদিনা। আমি ফিরে এলাম আমার ভিতরের অপমানবোধকে চেপে রেখে এবং ওর শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গায় প্রায়শ্চিত্ত করার মতো। ওই রাতের বারোটা থেকে মোরগ ডেকে উঠার পূর্ব পর্যন্ত আমি শুধু ওকে চুমুই দিয়েছি। নিজের কাছেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম যে ক্ষমার এই চেতনা আমি সবসময় চর্চা করব এবং এটি ছিল আবার প্রথম থেকে শুরু করা। ব্লুমটি ছিন্নভিন্ন এবং আমি

BanglaBook.org

যা কিছু রুমে এনেছিলাম সেই জিনিসপত্র সবই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। রোসা ক্যাবারকাস এভাবেই রেখেছে রুমটিকে এবং রুম সাজানোর ক্ষেত্রে দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে তার পাওনার অংশ হিসেবে। আমার অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে সংকটজনক অবস্থায় চলে গেছে। পেনসনের যে সামান্য অর্থ আমি পাই তাতে খুব সামান্যই সংকুলান করা সম্ভব হয়। আমার মায়ের পবিত্র অলংকারগুলো ছাড়া বাড়িতে বিক্রয়যোগ্য যে সামান্য জিনিস আছে সেসবের বাণিজ্যিক মূল্য নেই বললেই চলে এবং কোনোটিই শিল্পগুরুত্ব পাওয়ার মতো যথেষ্ট প্রাচীন নয়। আমার সুদিনে গভর্নর আমাকে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিলেন সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের জন্যে গ্রিক, ল্যাটিন ও স্প্যানিশ ক্লাসিকসের সংগ্রহ কিনে নিতে, কিন্তু সেগুলো বিক্রি করার জন্যে আমার মন সায় দেয়নি। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং বিশ্বজুড়ে অবনতিশীল পরিস্থিতির কারণে সরকারের কেউ শিল্পকলা অথবা পড়াশোনার কথা ভাবেনি। একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের সন্ধান করতে গিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ডেলগাদিনার ফেরত দেয়া অলংকারগুলো পকেটে তুলে বড়ো বিপণী কেন্দ্রের দিকে গেছে এমন একটি অন্ধকার গলিতে গেলাম সেগুলো বন্ধক রেখে কিছু অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। মতিভ্রষ্ট পণ্ডিতের চেহারা নিয়ে আমি ঘিঞ্জি পানশালা, পুরনো বইয়ের দোকান, বন্ধকী দোকানে পূর্ণ গলিতে আমি হাঁটাহাঁটি করছিলাম। কিন্তু ফ্লোরিনা ডি ডিওসে'র আত্মঅহংকার আমার পথ আগলে দাঁড়াল– আমার সাহসে কুলাচ্ছিল না। অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম মাথা উঁচু করে প্রাচীনতম ও খ্যাতিমান অলংকারের দোকানে গিয়ে সেগুলো বিক্রি করার।

সেলসম্যান আমাকে অলংকারগুলো তার অতসী কাঁচ দিয়ে দেখতে দেখতে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। সম্ভ্রম জাগানোর মতো হাবভাব তার এবং চিকিৎসকের মতো ব্যবহার। আমি তাকে ব্যাখ্যা করলাম যে এগুলো আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি উত্তরাধিকার হিসেবে। আমার প্রতিটি ব্যাখ্যা তিনি শুনছিলেন সম্মতিসূচক শব্দ করে এবং একসময় তিনি অতসী কাঁচটি সরিয়ে নিলেন। 'আমি দুঃখিত,' তিনি বললেন, 'কিন্তু এগুলো বোতলের তলানির মতো।' আমার চোখেমুখে বিস্ময় দেখে তিনি সহানুভূতির সাথে ব্যাখ্যা করলেন, 'সোনা যেমন সোনা, প্লাটিনামও তেমনি প্লাটিনাম। আমি পকেটে হাত দিলাম নিশ্চিন্ত হতে যে আমি অলংকার কেনার রশিদ সাথে এনেছি এবং কোনোরূপ উষ্মা প্রকাশ না করে বললাম, 'ভালো কথা, কিন্তু এগুলো একশো বছরেরও বেশি সময় আগে এই বিখ্যাত দোকান থেকে কেনা হয়েছিল।' তার মুখভাব পরিবর্তিত হল না। তিনি বললেন, 'এটা হয়ে থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অলংকারের অতি মূল্যবান রত্নপাথরগুলো সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যেতে থাকে। পরিবারের অবাধ্য, দুরন্ত সদস্যদের দ্বারা পরিবর্তিত হয় অথবা অসৎ অলংকার প্রস্তুতকারকরাও এমন করতে পারে এবং যখন কেউ বিক্রি করার চেষ্টা করে

BanglaBook.org

কেবল তখনই এই অসাধুতা ধরা পড়ে।' তিনি একটু থামলেন এবং এরপর বললেন, 'আমাকে এক মুহূর্ত সময় দিন অলংকারগুলো নিয়ে তিনি পিছন দিকের একটি দরজা দিয়ে ভিতরে গেলেন। একটু পরই তিনি ফিরে এসে কোনো কিছু না বলে আমাকে ইশারা করলেন বসতে এবং নিজের কাজ করতে লাগলেন।

আমি চোখ ঘুরিয়ে দোকানটি দেখলাম। আমার মায়ের সাথে আরো বেশ কবার সেই দোকানে গেছি। তার বারবার উচ্চারিত একটি কথা মনে পড়ল, 'তোর বাবাকে বলিস না।' সহসা আমার মাথায় একটি ধারণা খেলে গেল রোসা ক্যাবারকাস ও ডেলগাদিনার পক্ষে কি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আসল পাথরগুলো বিক্রি করে অলংকারগুলো নকল পাথর বসিয়ে আমাকে ফেরত দেয়া সম্ভব নয় ?

এই সন্দেহ যখন আমার মধ্যে জ্বালা ধরাচ্ছিল তখন এক মহিলা কর্মচারী এসে আমাকে বলল তাকে অনুসরণ করে পিছনের ওই দরজা দিয়ে যেতে। মোটা মোটা বই এ পূর্ণ শেলফ সমৃদ্ধ ছোটো একটি অফিস রুমে গেলাম। এক কোনায় টেবিলের পাশে উপবিষ্ট বিপুলদেহী যাযাবর চেহারার এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে আমার সাথে হাত মিলিয়ে আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করল পুরনো বন্ধুর আন্তরিকতায়। 'মাধ্যমিক স্কুলে আমরা একসাথে পড়েছি,' শুভেচ্ছা জানিয়ে সে বলল। তাকে চিনতে পারা সহজ, স্কুলের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিল সে এবং আমাদের প্রথম দিকে যাওয়া পতিতাপল্লিগুলোতেও চ্যাম্পিয়ন ছিল। কোনো এক পর্যায়ে তার সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমার হীন দশা দেখে সে তার শৈশবের কোনো স্কুলসাথির সাথে আমাকে গুলিয়েও ফেলে থাকতে পারে।

টেবিলের কাঁচের ওপর তার সংগ্রহশালার মোটা গ্রন্থগুলোর একটি খোলা, যেখানে আমার মায়ের অলংকারগুলো তিনি কীভাবে ব্যক্তিগতভাবে দোকানে এসে পরিবর্তন করে নিয়েছেন তারিখসহ তার বর্ণনা লিখা রয়েছে সেখানে। আসল পাথরগুলো তিনি এই দোকানেই বিক্রি করেছেন। এটা ঘটেছে যখন দোকানের বর্তমান মালিকের পিতা সামনে ছিলেন এবং সে ও আমি ছিলাম স্কুলে। কিন্তু সে আমাকে আশ্বস্ত করল, 'সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর মধ্যে এ ধরনের চর্চা খুব সাধারণ ব্যাপার যে কঠিন সময়ে নিজেদের সম্মান ক্ষুণ্ন না করেই তারা তাদের আর্থিক সমস্যা সমাধান করে। নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আমি অলংকারগুলো আরেকজন ফ্লোরিনা ডি ডিওসের স্মৃতি হিসেবে রাখাকেই সঙ্গত বিবেচনা করলাম, যাকে আমি কখনো জানতাম না।

জুলাই মাসের প্রথম দিকে আমি মৃত্যু থেকে আমার প্রকৃত দূরত্ব অনুভব করলাম। আমার হৃদস্পন্দন ব্যাহত হচ্ছিল এবং আমি আমার চারপাশে পরিসমাপ্তির নির্ভুল পূর্বাভাস দেখতে ও অনুভব করতে শুরু করেছিলাম। সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ঘটল ডেলাস আর্টস কনসার্টে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাজ করছিল

BanglaBook.org

না শিল্পকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিদ্বজনরা ভিড়পূর্ণ মিলনায়তনে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু সংগীতে জাদু সেখানে স্বর্গীয় এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। শেষ দিকে অ্যালেগ্রেটো'র সুর ধ্বনিত হওয়ার সময় অদ্ভুত এক আবিষ্কারে আমি কম্পিত হলাম যে মৃত্যুর আগে আমি শেষ কনসার্ট উপভোগ করছি। আমি দুঃখ অনুভব করলাম না অথবা ভয় পেলাম না, কিন্তু এর অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে যে যথেষ্ট সময় ধরে জীবিত ছিলাম সে ভাবনা আমাকে উচ্ছসিত আবেগে আচ্ছন্ন করল।

ঘামে সম্পূর্ণ ভেজা অবস্থায় শেষ পর্যন্ত আমি আলিঙ্গন ও ফোটোগ্রাফারদের মাঝ দিয়ে আমার পথ করে নিলাম, বিস্মিত হয়ে দেখলাম আমি জিমেনা ওরটিজের মুখোমুখি, হুইল চেয়ারে বসা জিমেনা যেন একশো বছর বয়সী এক দেবী। তার উপস্থিতি আমার ওপর নিদারুণ পাপের বোঝার মতো মনে হল। তার ত্বকের মতোই মসৃণ হাতির দাঁতের রঙের মতো সিল্কের দীর্ঘ জামা তার পরনে। গলায় প্রাকৃতিক মুক্তায় তৈরি তিন সারির মালা, ১৯২০ এর দশকের স্টাইলে ছাঁটা চুলের রং বড়ো আকৃতির মুক্তার রঙের, জল কবুতরের ডানার প্রান্তের মতো গাল এবং কালো বৃত্তের প্রাকৃতির ছায়ায় উজ্জ্বল বড়ো বড়ো হলুদ চোখ। স্মৃতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ায় তার মন শূন্য হয়ে গেছে বলে যে গুজব শুনেছিলাম সেসব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। আমি পাথরের মতো স্থির হয়ে গেছি এবং কোনো কিছু ছাড়া তার সামনে আমার মনে হল উত্তপ্ত বাষ্প আমার মুখমণ্ডলকে ঝাপটা দিচ্ছে, আমি নীরবে তাকে শুভেচ্ছা জানালাম মাথা অনেকখানি নিচু করে। রানির মতো করে হাসল সে এবং আমার হাত আঁকড়ে ধরল। তখন আমার উপলব্ধি হল যে এটাও অদৃষ্টের প্রদর্শিত সত্য এবং যে কাঁটা এত দীর্ঘ বছর থেকে আমাকে বিদ্ধ করছিল তা তুলে ফেলার এই সুযোগ আমি হারালাম না। 'এই মুহূর্তটির জন্যে কত বছর ধরে আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম,' আমি বললাম। আমার কথা সে বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। সে বলল, 'তুমি কথা বোলো না। আর তুমি কে ?' আমি জানতে পারিনি যে সে আসলেই ভুলে গেছে কিনা অথবা এটি তার জীবনের চূড়ান্ত প্রতিশোধ গ্রহণ কিনা।

অন্যদিকে মৃত্যুর অনিবার্যতা আমাকে বিস্মিত করেছিল এমনি এক অনুষ্ঠানে আমার পঞ্চাশতম জন্মদিনের আগে। উৎসবের এক রাতে অসাধারণ এক মহিলার সাথে আমি ট্যাঙ্গো নাচে অংশ নিয়েছিলাম, যার মুখ আমি কখনো দেখতে পাইনি, সে আমার চেয়ে ওজনে প্রায় চল্লিশ পাউন্ড এবং দৈর্ঘ্যে এক ফুট বেশি ছিল। তবুও সে নাচছিল যেন বাতাসে পাখির পালকের মতো। আমরা এত নিবিড়ভাবে নেচেছি যে তার শিরা দিয়ে রক্ত চলাচল অনুভব করেছি। তার জোরে নিশ্বাস নেয়া, শরীরের অ্যামোনিয়ার গন্ধ, বিশাল স্তন আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু প্রথমবারের মতো আমি মৃত্যুর হুঙ্কারে কম্পিত হলাম, এবং বলা

BanglaBook.org

চলে প্রায় ভূপাতিত হলাম। আমার কানে নিষ্ঠুর দৈব বাণীর মতো লেগেছিল, 'তুমি যাই কর না কেন, এ বছর অথবা আগামী একশো বছর, তুমি চিরদিনের জন্যে মারা যাবে।' সে ভয়ে থেমে পড়ে, 'কী ব্যাপার !' আমার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় আমি উত্তর দেই 'না, কিছু না। তোমার কারণে আমি কাঁপছি।'

তখন থেকে আমি আমার জীবনকে আর বছর দিয়ে নয় বরং দশকের হিসেবে পরিমাপ শুরু করি। আমার পঞ্চাশের দশক ছিল দ্বিধাহীন, কারণ, আমি সচেতন হয়ে উঠেছিলাম যে প্রায় প্রত্যেকে আমার চেয়ে বয়সে ছোটো। আমার ষাটের দশক ছিল এক ধরনের সন্দেহের মধ্যে যে আমার কোনো ভুল করার সময় নেই। আমার সত্তরের দশকটি ছিল ভীতিপূর্ণ যে এই দশক আমার জীবনের শেষ দশক হতে পারে এমন সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমার নব্বই এর দশকের প্রথম সকালে আমি যখন ডেলগাদিনার শয্যায় জীবন্ত জেগে উঠি, গ্রহণযোগ্য একটি ধারণার প্রতি আমি ঝুঁকে পড়ি যে জীবন চির পরিবর্তনশীল নদী হেরাক্লিটাসের মতো নয়, বরং আগুনের ওপর কাবাবের শিক ঘুরানোর মতো, সেখানে এক পাশ সেঁকা হয়ে গেলে আরেক পাশ সেঁকতে নব্বই বছর লাগবে।

আমি এমন এক মানুষে পরিণত হলাম যে আমার চোখে খুব সহজে অশ্রু আসত। যে কোনো আবেগময় কিছু, যার সাথে আদর ভালোবাসার সম্পর্ক আছে তা আমার গলায় একটি দলার সৃষ্টি করত এবং আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। ঘুমের মধ্যে ডেলগাদিনাকে লক্ষ করার নিঃসঙ্গ আনন্দ পরিহার করার কথা আমি ভাবলাম, যতটা না আমার মৃত্যুর অনিশ্চয়তার কারণে, তার চাইতে অধিক তার জীবনের অবশিষ্ট সময়ে আমাকে ছাড়া তার কাটানোর কল্পনার দুঃখে। এই অনিশ্চিত সময়ের এক দিন আমি নিজেকে দেখলাম ক্যালে ডি লস নোটারিওস এ এবং আবিষ্কার করে বিস্মিত হলাম যে সস্তা হোটেলটির ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই, যেখানে আমি আমার দ্বাদশ জন্মদিনের কিছুদিন আগে ভালোবাসার কলাকৌশল আয়ত্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এই ভবনটি ছিল জাহাজ নির্মাতাদের, নগরীর আরো কয়েকটি সুন্দর ভবনের মতো, যার কলামগুলো শ্বেতপাথরে মোড়া এবং ভিতরের আঙিনার চারপাশ অলংকৃত, সাত রঙের তৈরি ভবনের গম্বুজ যেটি সংরক্ষণাগারের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জ্বলজ্বল করত। একশো বছরের অধিক সময় যাবত গথিক স্টাইলের রাস্তা সংলগ্ন দরজার পরই নিচতলায় ছিল ঔপনিবেশিক নোটারি অফিস, যেখানে আমার বাবা কাজ করতেন, যেখান থেকে তার সমৃদ্ধি এসেছিল এবং ধ্বংস ডেকে এনেছিলেন জীবনভর অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে। ধীরে ধীরে ইতিহাসখ্যাত পরিবারগুলো ওপরের তলাগুলো ছেড়ে যায়। যেগুলো পরে কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়া রাতের রমণীদের দখলে চলে গিয়েছিল, যারা ভোরের পূর্ব পর্যন্ত দেড় পেসোর বিনিময়ে

BanglaBook.org

নিকটস্থ নদীবন্দরের পানশালা থেকে ধরে আনা খদ্দেরদের সাথে সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করত।

আমার বয়স তখন প্রায় বারো বছর, তখনো হাফ প্যান্ট ও প্রাথমিক স্কুলে ব্যবহৃত বুট জোড়া পরতাম এবং আমার বাবা যখন তার নিরন্তর বৈঠকগুলোতে বিতর্কে লিপ্ত ও আমি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে পেতাম তখন ওপরের তলাগুলো ঘুরে দেখার আগ্রহ আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি। যেসব মহিলা পারস্পরিক সম্মত মূল্যে ভোর পর্যন্ত নিজেদের দেহ বিক্রি করত তারা সকাল এগারোটার পর বাড়িতে হাঁটাচলা শুরু করত, যখন রঙিন কাঁচ ভেদ করে আসা সূর্যের তাপ অসহনীয় হয়ে যেত। ঘরে তারা উলঙ্গ চলাফেরা ও কাজ করার ফাঁকে চিৎকার করে রাতের অভিজ্ঞতাগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত। আমি আতংকগ্রস্ত হয়ে পরতাম। একটি কথাই শুধু আমি ভাবতে পেরেছি তা হল, যেভাবে আমি ভিতরে এসে পড়েছি ঠিক সেভাবে পালিয়ে যাওয়া। তখনই নগ্ন মহিলাদের একজন, যার দৃঢ় মাংস সাবানের গন্ধে সুবাসিত আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আমাকে বয়ে নিয়ে গেল তার বোর্ডের দেয়াল দেয়া খুপরিতে। তখনো আমি তাকে দেখতে পাইনি। অন্য নগ্ন মহিলারা এ দৃশ্য দেখে সোল্লাসে চিৎকার ও হাততালি দিচ্ছিল। চারজনের শোয়ার মতো প্রশস্ত একটি বিছানায় ওপর সে আমাকে ছুড়ে ফেলে দক্ষ হাতে আমার প্যান্ট খুলে ফেলে আমার ওপর বসল। কিন্তু বরফশীতল আতংক সত্ত্বেও আমি ভিজে গিয়েছিলাম ঘামে এবং একজন পুরুষ হিসেবে তাকে গ্রহণ করা থেকে আমাকে বিরত রেখেছিল। ওই রাতে আমার বিছানায় শুয়েও আমি ঘুমোতে পারিনি আমার ওপর এমন একটি আক্রমণের কারণে লজ্জায়। পুনরায় তাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা আমাকে এক ঘণ্টার বেশি সময় ঘুমাতে দেইনি। পরদিন সকালে রাতের পেঁচারা যখন ঘুমিয়ে গেছে, তখন কম্পিত হৃদয়ে আমি তার কুঠুরিতে গিয়ে তাকে জাগাই, উন্মত্ত ভালোবাসায় আমি জোরে কাঁদতে শুরু করি যা বাস্তব জীবনের প্রচণ্ড বাতাস দ্বারা ক্ষমাহীনভাবে উড়িয়ে না নেয়া পর্যন্ত থামেনি। তার নাম ছিল ক্যাস্টোরিনা এবং সে ছিল ওই বাড়ির রানি।

ক্ষণস্থায়ী প্রেমের জন্যে হোটেলের ওই কুঠুরিগুলোর মূল্য ছিল মাত্র এক পেসো। কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই জানত যে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যেও মূল্য একই ছিল। ক্যাস্টোরিনা তার হীন জগতের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, যেখানে মহিলারা তাদের দরিদ্র খদ্দেরদের আপ্যায়ন করত উৎসবমুখর নাশতার টেবিলে, তাদেরকে সাবান ব্যবহার করতে দিত, তাদের দাঁতের ব্যথার যত্ন নিত এবং চরম তাগিদের ক্ষেত্রে বিনা অর্থে প্রেম দান করত।

কিন্তু আমার শেষ বার্ধক্যের বিকেলগুলোতে কেউ আর ক্যাস্টোরিনাকে স্মরণ করেনি, কতদিন ধরে মৃত পড়েছিল কে জানে। নদী বন্দরের ঘিঞ্জি গলি থেকে যার

উত্থান ঘটেছিল তার জগতের প্রধান রমণীর পবিত্র সিংহাসনে পানশালার এক বিবাদে চোখ হারিয়ে সেই চোখের ওপর পরত জলদস্যুর পট্টি। তার শেষ স্থির খদ্দের ছিল ক্যামাগুয়ের এক ভাগ্যবান কৃষ্ণাঙ্গ, যার নাম ছিল জোয়াঙ্গ। এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা তার হাসি চিরতরে হারানোর পূর্ব পর্যন্ত সে ছিল হাভানার সেরা ট্রামপেট বাদকদের অন্যতম।

সেই তিক্ত সাক্ষাতের পর আমি আমার বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করেছি ; যা আমার বাড়িতে রাখা সব ধরনের ওষুধ সেবন করা সত্ত্বেও তিন দিনেও উপশম হয়নি। জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন এমন রোগী হিসেবে যে চিকিৎসকের কাছে আমি গেলাম তিনি সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের সদস্য, আমার বিয়াল্লিশ বছর বয়সে যে চিকিৎসক আমার চিকিৎসা করেছিলেন তার নাতি। আমাকে যে বিষয় শংকিত করল তা ছিল, ইনিও তার দাদার চেহারা পেয়েছেন, অকালে মাথায় টাক পড়েছে, আশাহীন ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্নদের চশমা তার চোখে এবং চেহারায় সান্ত্বনার অতীত বিষাদের ছায়া তাকে তার দাদা সত্তর বছর বয়সে দেখতে যেমন ছিলেন তেমন দেখাচ্ছিল। স্বর্ণকারের মতো মনোযোগ দিয়ে তিনি আমার পুরো শরীর পরীক্ষা করলেন। আমার বুকে ও পিঠে স্টেথিসকোপ চেপে শব্দ শুনলেন, রক্তচাপ পরিমাপ করলেন, হাঁটুতে আঘাত দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন, চোখের গভীরতা ও নিচের অংশের রং দেখলেন। যে টেবিলে শুয়েছিলাম, সেটিতে পাশ ফিরে শোয়ার অবসরে তিনি আমাকে এমন অসার সব প্রশ্ন দ্রুত করে যাচ্ছিলেন যে, আমি উত্তর দেয়ার জন্যে ভাবার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না। এক ঘণ্টা পর তিনি আমার দিকে তাকালেন স্বস্তির হাসি দিয়ে। বললেন, 'আমার মনে হয় না যে আপনার জন্যে আমার কিছু করণীয় রয়েছে।' আমি জানতে চাই, 'কী বুঝাতে চাচ্ছেন আপনি ?' তিনি বললেন, 'আপনার এ বয়সে যেমন হতে পারত আপনার অবস্থা তার চেয়ে অনেক ভালো।' আমি বললাম, 'কী অদ্ভুত ! আমি যখন বিয়াল্লিশ বছরের তখন আপনার দাদাও ঠিক একথাটিই বলেছিলেন। আর আপনিও এমনভাবে বলছেন যেন কোনো সময়ই অতিবাহিত হয়নি।' চিকিৎসক বললেন, 'আপনি সবসময় কাউকে না কাউকে পাবেন আপনাকে একথা বলার জন্যে। কারণ, আপনি সবসময় বয়সের কোনো পর্যায়ে রয়েছেন।' একটি ভীতিপ্রদ বাক্য দিয়ে তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টায় আমি বললাম, 'একমাত্র সুনির্দিষ্ট জিনিস হচ্ছে মৃত্যু।' তিনি বললেন, 'জি, আপনি যথার্থ বলেছেন। কিন্তু আপনার মতো ভালো স্বাস্থ্য থাকলে কারো পক্ষে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়। আমি সত্যিই দুঃখিত যে আপনার কথা মানতে পারলাম না।'

এগুলো মধুর সব স্মৃতি। কিন্তু ২৯ আগস্টের প্রাক্কালে আমি এক শতাব্দির বিপুল ভার অনুভব করলাম, যা আমার জন্যে অপেক্ষমাণ। অনুভূতিশূন্য এক অবস্থা আমার বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় মনে হল আমার পা যেন সিসার

BanglaBook.org

মতো ভারি হয়ে গেছে ওপরে উঠে আমার মা ফ্লোরিনা ডি ডিওসকে দেখলাম আমার বিছানায়, যেটি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তারই বিছানা ছিল

মৃত্যুর দুই ঘণ্টা আগে শেষবার যেভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, একইভাবে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আবেগের প্রলয়ের মধ্যে আমি এ অবস্থাকেই আমার জন্যে শেষ হুঁশিয়ারি বলে বুঝতে পারলাম এবং রোসা ক্যাবারকাসকে ফোন করে সেই রাতেই মেয়েটিকে আনতে বললাম এই আশায় যে আমার নব্বই বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে আমার ইচ্ছা পূরণ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব। আবার তাকে ফোন করলাম রাত আটটায় এবং সে আগের কথাই বলল যে এটা সম্ভব নয়। 'কিন্তু এটা হতেই হবে, যে কোনো মূল্যে', আতংকে চিৎকার করে আমি বললাম। সে ফোন রেখে দিল গুডবাই পর্যন্ত না বলে। কিন্তু পনেরো মিনিট পর সে নিজেই ফোন করল, 'ঠিক আছে, সে এসেছে।'

রাত দশটা বিশ মিনিটে আমি রোসা ক্যাবারকাসের বাড়িতে হাজির হয়ে তাকে আমার জীবনের শেষ অর্থগুলো দিলাম আমার নির্মম পরিসমাপ্তির পর মেয়েটির জন্যে যে বন্দোবস্ত ছিল সে অনুযায়ী কাজ করতে। সে ভাবল, আমি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দ্বারা তখনো প্রভাবিত এবং বলল, 'তুমি যখন মরতেই যাচ্ছ, এখানে মোরো না, শুধু ভেবে দেখ, কেন ?' আমি তাকে বললাম, 'বোলো যে আমাকে পুয়েরটো কলম্বিয়ার ট্রেন কেটেছে, কিন্তু ওই বেচারি করুণ দর্শন লোহালক্কর কাউকে হত্যা করতে পারে না।'

ওই রাতে সবকিছুর জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আমার একানব্বইতম জন্মদিনের প্রথম সূচনাতেই আমার শেষ ব্যথার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি আমার কানে এল, ডেলগাদিনার বিছানায় ওর পাশে শোয়ার পর আমি ওর আত্মার সুবাস টের পেলাম, দিগন্তে একটি চিৎকারের শব্দ কানে এল, কারো কান্নার শব্দ, যে একশো বছর আগে এই রুমেই মারা গিয়েছিল। আমার নিশ্বাস জড়ো করে বাতি নিভিয়ে দিয়ে ওর হাতের আঙুলের ফাঁকে আমার আঙুলগুলো দিয়ে শক্ত করে ধরলাম, যাতে আমিও হাত ধরে ওকে পরিচালনা করতে পারি। এরপর আমার শেষ বারো ফোঁটা অশ্রুর সাথে মধ্যরাতের বারোটি ঘণ্টাধ্বনি গণনা করে মোরগ ডেকে উঠার অপেক্ষায় রইলাম। স্বর্গীয় ঘণ্টাধ্বনি, উৎসবের আতসবাজির মধ্য দিয়ে আমার নব্বইতম বছর নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার আনন্দ উদযাপিত হল।

রোসা ক্যাবারকাসের কাছে আমার প্রথম কথা ছিল, 'তোমার বাড়িটি আমি কিনব, সবকিছু দোকান ও বাগানসহ।' সে বলল, 'চলো নোটারির সামনে গিয়ে বৃদ্ধ লোকের বাজি ধরা হিসেবেই এটাকে গ্রহণ করি— যে বেঁচে থাকবে সে আরেকজনের সবকিছুর অধিকারী হবে।' আমি উত্তরে বললাম, 'না, আমি মারা

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

গেলে সবকিছু পাবে ডেলগাদিনা রোসা ক্যাবারকাস বলল, 'একই কথা হল, আমি মেয়েটির দায়িত্ব নেব এবং ওর জন্যে সবকিছু রেখে যাব, আমার ও তোমার যা আছে সবকিছু ওর হবে। পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। এ সময়ের মধ্যে আমরা তোমার রুমটি নতুন করে সাজাব, কাঠের কাজ করাব, এয়ার কন্ডিশনার লাগাব এবং তোমার বই ও গানের রেকর্ডগুলো গুছিয়ে রাখব।' 'তোমার কি মনে হয় এসবে সে সম্মত হবে ?' আমি জানতে চাই।

'আমার বিষণ্ন পণ্ডিত, তোমার জন্যে বৃদ্ধ হওয়াটা ঠিক আছে, কিন্তু তোমার যন্ত্রের জন্যে নয়,' রোসা ক্যাবারকাস দুর্বলভাবে হেসে বলল। 'ওই বেচারি তোমার প্রেমে পুরোপুরি মগ্ন।'

আমি রাস্তায় নেমে গেলাম। আমার প্রথম শতাব্দির দূর দিগন্তে প্রথমবারের মতো নিজেকে চিনতে পারলাম। ভোর ছটা পনেরো মিনিটে আমার নীরব ও গোছানো বাড়ি আনন্দময় এক ভোরের রং উপভোগ করতে শুরু করল। দামিয়ানা রান্নাঘরে উচ্চকণ্ঠে গান গাইছে এবং বেপরোয়া বিড়ালটি আমার পায়ের গোড়ালি দিয়ে তার লেজ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। সেটি আমার সাথে সাথে লেখার টেবিলের কাছে গেল। পার্কের বাদাম গাছগুলোর ওপর দিয়ে ওপরে উঠার সময়ে আমি অপ্রয়োজনীয় কাগজ, কালির দোয়াত, হাঁসের পালকের কলম গোছাচ্ছিলাম। খরার কারণে এক সপ্তাহ বিলম্বে বন্দরমুখী খালে প্রবেশ করে ডাক বহনকারী জাহাজটি ভেঁপু বাজাল। শেষ পর্যন্ত এটিই ছিল আমার বাস্তব জীবন, আমার হৃদয় ছিল নিরাপদ। আমার একশোতম জন্মদিনের পর যে কোনো দিনে আনন্দময় যন্ত্রণার মাঝে সুখময় প্রেমের মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত।